মার্ক টোয়েন

টম সয়ারের অভিযান

4.4
৮৫৭



টম সয়ারের অভিযান

মার্ক টোয়েন

রূপান্তর

মনোজিৎ লাহিড়ী

পরিবেশক

গ্রন্থনিলয়

৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

TOM SAYERER ABHIJAN

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ : ২৯ শে মার্চ, ১৯৮২

মুদ্রক : শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী, জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স, ৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : নীতিশ মুখোপাধ্যায়

Acc. No.— 14810

প্রকাশক : শ্রীচিন্ময় মজুমদার, ৫১/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

দাম : ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মার্ক টোয়েন

টম সয়ারের অভিযান

(দি অ্যাডভেন্‌চার্‌স্‌ অফ টম সয়ার)



রূপান্তর

মনোজিৎ লাহিড়ী

কি. কা. (৩) জ. প.—১

মার্ক টোয়েনের (১৮৩৫-১৯১০ খ্রী.) আসল নাম—স্যামুয়েল ল্যাঙ্গহর্ন ক্লিমেন্স। আমেরিকান সাহিত্যের এক শক্তিশালী লেখক।

কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর দুটি বইই—'দি অ্যাডভেন্চার্স্ অফ হাকলবেরি ফিন' ও 'দি অ্যাডভেন্চার্স্ অফ টম সয়ার'—বিশেষ জনপ্রিয়। হাকলবেরি ফিন ও টম সয়ারের দুঃসাহসিক অভিযানের অনেক ঘটনাই লেখকের নিজের বা তাঁর স্কুলের সহপাঠী-বন্ধুদের জীবন থেকে নেওয়া। কিশোর-জীবনের দেশকালাতীত কিছু চিরন্তন সত্যকে লেখক জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়।

মুখ্যত কিশোরদের জন্যে লেখা হলেও বয়স্কদের কাছেও এ রচনার আবেদন কম নয়। নিজেদের হারিয়ে-যাওয়া কৈশোরের প্রতিচ্ছবি কে না দেখতে চায়!



১

'টম !'

উত্তর নেই।

'টম !'

উত্তর নেই।

'ছেলেটার কি হল, কে জানে ! অ্যাই টম !'

তবুও সাড়া মেলে না।

বৃদ্ধা চশমাটা টেনে নিচের দিকে নামালেন, তারপর তার উপর দিয়ে সারা ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন। শেষে আবার তুলে দিয়ে তলা দিয়ে তাকালেন। চশমার ভিতর দিয়ে তাকানোর অভ্যেস আদৌ নেই তাঁর। আর ওর মতো একটা বাচ্চার জন্যে তো নয়ই। চশমাজোড়া তাঁর গর্বের বস্তু—প্রয়োজনের জন্যে তৈরি হয়নি সেটা, দেখানোর জন্যেই বলা যায়।

অল্প সময়ের জন্যে তাঁকে বিভ্রান্ত মনে হল। শেষে তীক্ষ্ণভাবে না হলেও—ঘরের আসবাবপত্রের কানে যেন ঢোকে এমন গলায় বলে উঠলেন, 'বেশ, যদি একবার ধরতে পারি ছেলে তোমাকে, তো—'

কথা শেষ হল না। ততক্ষণে ঝাঁটা-হাতে খাটের তলা তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু বিড়ালটা ছাড়া আর-কিছুই দেখা গেল না সেখানে।

'ছোঁড়াটার টিকিও দেখতে পেলাম না।' খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে বাগানে নজর দিলেন উনি—না, টমের দেখা নেই। দূরত্বটুকু আন্দাজ করে নিয়ে গলা তুললেন বৃদ্ধা, 'অ্যা-ই ট-ম !'

পিছনদিকটায় সামান্য আওয়াজ হতে বৃদ্ধা ঘুরলেন, খুদে ছেলেটার পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। 'তাই তো, ওই আলমারিটার কথা তো ভাবা উচিত ছিল আমার। তা ওর ভেতরে কি করছিলি রে হতভাগা ?'

'কিছু না।'

'কিছু না! হাত দুটো দেখ নিজের—মুখটা—তা ব্যাপারটা কি?'

'জানিনে, মাসি।'

'কিন্তু আমি জানি—জ্যাম—হ্যাঁ, তাই মেখেছিস মুখময়। একশবার বলেছি ওতে হাত দিবি না, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। দে—স্যুইচটা দে।'

স্যুইচটা হাওয়ায় পাক খেল—বিপদ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

'ওরে বাবা! তোমার পেছনে তাকাও, মাসি।'

বৃদ্ধা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলেন বিপজ্জনক এলাকার বাইরে। ছেলেটা ছুট দিল মুহূর্তের মধ্যে। দূরের বেড়া পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পলি-মাসি থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ, পরে সস্নেহ হাসি ফুটল ঠোঁটে—'যাক গে ছোঁড়া, আমার কি শিক্ষা হবে না কোনদিন? বুড়ো বোকারাই ঠকে বেশি, ওদের নতুন নতুন ফন্দি ফিকির বোঝে না। কিন্তু ছোঁড়াটা তো একরকম খেলা খেলে না কখনও। মতলব কি ওর! মারমুখী না হওয়া পর্যন্ত তো চালিয়ে যায় বাঁদরামো—পরে হাসিয়ে দেয় আমাকে; মারতে আর পারিনে। বেচারা, মায়ের পেটের বোনের ছানা—মারধোর করতে হাত ওঠে না। তবে প্রতিবারই ওকে ছেড়ে দিয়ে মাথা চাপড়াই, আবার মারধোর করলেও মনটা কেমন-কেমন করে। ছোঁড়াটাকে আবার শনিবারে কাজে বসানো শক্ত, অন্যেরা তখন ছুটি ভোগ করছে। আমারও তো কর্তব্য আছে ছোঁড়াটার প্রতি, নইলে ওর ক্ষতির জন্যে দায়ী থাকব যে সারাজীবন।'

টম পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল। সময়টা বেশ ভালোই কাটিয়েছে। বাড়িতে পেঁাছে কিম-এর কাজে হাত লাগাল। কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাঠ কাটল আর তার অভিযানের কথাগুলোও জানিয়ে দিল। টমের ছোট ভাই—সিড তার কাজ নিয়ে পড়েছে, ছেলেটা শান্তস্বভাবের, অভিযানের ধার ধারে না।

টম খেতে বসেছে, সুযোগমতো চিনিও খাচ্ছে চুরি ক'রে। পলি-মাসি তাকে প্রশ্ন করে চলেছেন, বিচিত্র সব প্রশ্ন—'টম, স্কুলে মাঝারি-রকমের গরম ছিল, তাই না?'

'হুঁ।'

'বেশিরকম গরম তো, না?'

'হুঁ।'

'তা সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হয়নি ?'

ভয় পেয়ে গেল টম—অস্বস্তিকর, সন্দিগ্ধতার ছোঁয়া তার মনে। পলি-মাসির চোখে কি যেন খোঁজে সে, কিন্তু সেখানে কোন অভিব্যক্তি নেই। বলল, 'না, খুব বেশি কিছু নয় তেমন।'

বৃদ্ধার হাতটা টমের জামা ধরে ফেলল, 'কিন্তু তবু তোর গা তো তেমন গরম না।'

টম বিপদের আঁচ করল, পরবর্তী ব্যাপারটা কি হতে পারে আন্দাজ করে নিল। 'আমাদের মধ্যে কয়েকজন মাথায় জল দিয়েছি—আমারটা তাই এখনও ভিজে, বুঝলে ?'

এই সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে পলি-মাসি বিরক্ত হলেন, কিন্তু নতুন করে আবার শুরু করলেন—'তোর শার্টের কলারটা তো খুলতে হয়নি, যেখানটায় সেলাই করে দিয়েছি—জামা খোল্ দেখি !'

দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল টমের। জামা খুলে ফেলল সে—শার্টের কলার শক্ত করে সেলাই করা।

'ঠিক আছে ! যা তুই, পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিস, সাঁতারও দিয়েছিস—জানি আমি। তবু তোকে মাফ করে দিলাম।'

সিডনি কিন্তু মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'কিন্তু মাসি, আমার বিশ্বাস, তুমি সাদা সুতোয় ওর জামা সেলাই করেছিলে। এ তো দেখছি কালো সুতোর সেলাই !'

'কেন ! সাদা সুতোতেই তো সেলাই করেছি আমি ! টম—'

বাকিটুকু শোনার জন্যে টম কিন্তু অপেক্ষা করে নেই, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'সিডি, তোর কপালে ঠ্যাঙানি আছে।'

একটা নিরাপদ জায়গায় পেঁাছে টম তার জামায় আটকানো দুটো ছুঁচ পরীক্ষা করল। সুতো গাঁথাই আছে সে দুটোয়—একটাতে সাদা, অন্যটায় কালো সুতো। আপন মনে সে বলল, 'ওই সিডি হতভাগার জন্যে—নইলে ব্যাপারটা ধরতেই পারত না মাসি। নিকুচি করেছে ! কখনও সাদায় সেলাই করছে বুড়ী, কখনও কালোয়—কিন্তু সিডিকে এক হাত নেব আমি—শিক্ষা দিতে হবে ছোঁড়াটাকে।'

গ্রামের আদর্শ বালক সে নয়। তবে আদর্শ বালকটিকে সে চেনে বিলক্ষণ, আর ঘৃণাও করে।

মিনিট দুয়েক কি তারও কম সময়ের মধ্যে এসব ব্যাপার ভুলে গেল সে, অবশ্য তার সমস্যাগুলো হালকা বলে নয়, অন্য এক আকর্ষণ তাকে পেয়ে বসেছে। এক অভিনব কায়দার শিস দেওয়া। এক কালো চামড়ার ছেলের কাছে শেখা। নতুন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রাস্তায় হেঁটে চলল সে।

গ্রীষ্মের বিকেলগুলো যেন আর শেষ হতে চায় না। এখনও অন্ধকার হয়নি। টম তার বাঁশিটা পরীক্ষা করে নিল। সামনে এক অপরিচিত ছেলে। ওর চেয়ে সামান্যই বড়। ছেলেটির পরনের জামাকাপড় ভালো—এটা যথেষ্ট বিস্ময়ের। টুপিটা নিখুঁত, পায়ে জুতো—গলায় টাইও আছে। যত দেখছে ছেলেটাকে টম, তার পাশে নিজের বেশভূষা ততই তুচ্ছ মনে হচ্ছে। কেউই কথা বলল না। একজন নড়লে আর একজনও নড়ে, কিন্তু পাশাপাশিই শুধু। ওরা মুখোমুখি, চোখে চোখে তাকিয়ে দুজনে। শেষে টম বলল, 'তোমাকে পিটোতে পারি আমি।'

'চেষ্টা করে দেখ।'

'পারি আমি।'

'না, পার না।'

'হ্যাঁ, পারি।'

'না, পার না।'

অস্বস্তিকর নীরবতা একটুক্ষণের। টম বলল, 'কি নাম?'

'তা দিয়ে কি দরকার?'

'বেশ, মনে হচ্ছে তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।'

'তাহলে করছ না কেন?'

'বেশি কথা বললে করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, বেশি—বেশি—বেশি। তা কি করবে শুনি?'

'নিজেকে বড় বেশি চালু মনে করছ, না? একহাত-বাঁধা অবস্থাতেও তোমাকে ধোলাই দিতে পারি, যদি ইচ্ছে করি।'

'বেশ তো, তাই কর না। খালি তো বকেই চলেছ।'

'করব, যদি আমার সঙ্গে লাগো।'

'হ্যাঁ—কত দেখলাম—সব সমান!'

'চালুবাবু—নিজেকে কেউ-কেটা ভাবছ, না? টুপি কি একটা!'

'পছন্দ না হয় তো ফেলার চেষ্টা করে দেখতে পার। করলে অবশ্য বেল-পাতা শুঁকতে হবে।'

'তুই মিথ্যুক একটা !'

'তুই আর একটা—।'

'তুই মাস্তান, মিথ্যুক। খালি কথা—'

'যাঃ—হাঁট্ !'

'অ্যাই—বেশি কপচালে কিন্তু মাথাটা যাবে।'

'আরে, করছিস না কেন—খালি করব করব শুনছি—আসলে ভয় আছে তোর।'

'মোটেই না।'

'আছে।'

'বলছি—না।'

'বলছি—হ্যাঁ।'

আবার নিস্তব্ধতা। চোখাচোখি আর আড়ে পা বাড়ানো চলেছে সমানে। ক্রমে কাঁধ-বরাবর হল দুজনে। টম বলে উঠল, 'এখান থেকে কেটে পড়্।'

'তুই যা না !'

'যাব না।'

'আমিও না।'

ওরা সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা নিয়ে। কিন্তু কেউই সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক পরে টম বলে উঠল, 'তুই একটা কাপুরুষ, আমার বড় ভাইকে লেলিয়ে দেব তোর ওপর। কড়ে আঙুলে খবর নেবে সে তোর—দেখিস—'

'তোর বড় ভাইয়ের পরোয়া কে করে রে! আমার বড় ভাই ওর চেয়েও বড়—আর, ওকে ওই বেড়ার ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে সে—।' (বলা বাহুল্য, দুই বড় ভাই-ই কল্পনাপ্রসূত)।

'মিথ্যে কথা।'

'তোর কথাতে হবে না রে।'

টম ধুলোয় পা দিয়ে একটা রেখা টানল—'এই রেখা পেরোবি না, তাহলে এমন ধোলাই দেব তোকে যে উঠতে পারবি না—আর যে-ই চেষ্টা করবে তারও ওই দশা হবে।'

নতুন ছেলেটা একটুও ইতস্তত না করে পেরিয়ে গেল রেখা—'কি করবি কর্ দেখি !'

'দেখ্, মাথা গরম করে দিস্ না আমার।—সাবধান !'

'আরে, করবি বললি—করছিস না কেন ?'

'ঠিক হ্যায়—দু-সেণ্টের বদলে করব।'

নতুন ছেলেটা তার পকেট থেকে দুটো সেণ্ট বের করে বাড়িয়ে ধরতে টম হাতের থাবায় সেগুলো মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ওরা জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে। ধুলোয় মাখামাখি হয়ে বিড়ালের মতো একে অন্যকে ধরছে, মিনিটখানেক ধরে চুল আর জামা খামচা-খামচি চলল—নাক খামচানোও। টম ছেলেটাকে পেড়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

আগন্তুক ছোকরা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে, রাগে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে তার।

'ক্ষমা চা !' টম বলল।

শেষে কোনরকমে ছেলেটার মুখ থেকে অব্যক্ত শব্দ বেরোল একটা। টম ছেড়ে দিল তাকে –'হুঁ, এবার শিক্ষা হল তোর ! এরপর কার সঙ্গে লাগছিস দেখে লাগবি, হ্যাঁ—'

ছেলেটা ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে, কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে শাসালও টমকে—পরের বার কি দশা করবে সে টমের !

টম বিদ্রূপের গলায় হেসে উঠল। পিছন ফিরতেই নতুন ছেলেটা একটা ঢিল ছুঁড়ল, টমের কাঁধে লাগল সেটা। হরিণের গতিতে ছুটল ছেলেটা। টমও ছুটল, বাড়ি পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল ছেলেটাকে। বাড়িটাও জেনে নিল। বাড়ির সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—শত্রুর বেরোনোর অপেক্ষায়, কিন্তু ছেলেটা জানালায় দাঁড়িয়ে মুখ ভ্যাঙচালই শুধু। শেষে তার মা বেরোল—নোংরা, শয়তান ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে টমকে চলে যেতে বলল।

বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হল টমের। জানালা দিয়ে চুপিচুপি ঢোকার সময়ে একটা মূর্তি চোখে পড়ল তার—মাসি ! তার জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে আগামী শনিবারটা বন্দী-অবস্থায় কঠিন পরিশ্রমে কাটবে তার, তিনি ঘোষণা করলেন।



২

শনিবারের সকাল এক উজ্জ্বল, সতেজ, প্রাণচঞ্চল সকাল হয়ে দেখা দিল। সবার মুখেই আনন্দ, বাতাসে ফুলের গন্ধ।

টম হাতে চুনজলের বালতি আর এক লম্বা হাতলের বুরুশ নিয়ে রাস্তায় নেমে এল। বেড়ার দিকে নজর পড়তেই তার মনটা দমে গেল—তিরিশ গজের বেড়াটা। উঁচুতে ন ফুট। জীবনটা তার কাছে নিরর্থক হয়ে গেল মুহূর্তে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুরুশটা ডুবিয়ে নিল বালতিতে। কাজ শুরু করল সে। এর মধ্যে জিম এল, হাতে তার টিনের বালতি। নাচতে নাচতে এল। তার গলায় গান। গ্রামের পাম্প থেকে জল বয়ে আনার কাজটা টমের চোখে চিরদিনই ঘৃণ্য। কিন্তু এই মুহূর্তে তা মনে হচ্ছে না তার কাছে। তার মনে হল পাম্পে প্রাণ আছে—হৈ-হুল্লোড় হয়—খেলাচ্ছলে মারামারি, ঝগড়া আছে। পাম্পটার দূরত্ব যদিও দেড়শ গজের বেশি নয়, জিম কিন্তু কখনও এক ঘণ্টার মধ্যে এক বালতি জলও আনতে পারেনি, আর তাও কাউকে ডেকে দেবার জন্যে যেতে হয়েছে। টম বলল, 'শোন্ জিম—তুই যদি চুনকামের কাজটা করিস তো আমি জলটা এনে দিই।'

'না গো, টম মাস্টার। বুড়ী বলে দিয়েছে আমাকে জল নিজে আনতে, আর রাস্তায় কারুর সঙ্গে যেন আড্ডা না দি।'

'আরে বুড়ী কি বলল না বলল, তাতে কিছু যায় আসে না। বালতিটা দে আমাকে—একমিনিটও লাগবে না। বুড়ী জানতেও পারবে না।'

'না, মাস্টার, পারব না। বুড়ী তাহলে—'

'বুড়ী আর বুড়ী! কাউকে ধোলাই দেয় না সে, শুধু মাথায় হাত বোলায়, তাতে আর কি! অবশ্য মুখটা খারাপ বুড়ীর—কিন্তু তাতে তো ব্যথা লাগে না। জিম, তোকে একটা দারুণ জিনিস দেব।'

জিম ধাঁধায় পড়ল।

'গুলি দেব তোকে একটা ! দারুণ জিনিসটা, বুঝলি।'

'আমার পায়ে ব্যথাও, বুঝলি টম !' জিম রাজি হতে চলেছে। বালতি নামিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলতে লাগে সে। টম আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট করে না। বালতি তুলে নিয়ে একলাফে চলে যায়।

পলি-মাসি যখন মাঠ থেকে ফিরছেন টম মনের আনন্দে কাজ করে চলেছে। জয়ের আনন্দে বৃদ্ধার চোখ চকচক করছে।

কিন্তু টমের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। ছেলেগুলো একটু পরেই আসবে—নানান বিচিত্র কার্যকলাপের খবর নিয়ে। টমকে নিয়ে তারা মজা করবে তার এই অবস্থার জন্যে। টম তার পার্থিব বস্তুগুলো বের করে পরীক্ষা করল—খেলনা, গুলি ইত্যাদি। কিন্তু এদের পরিমাণ ছেলেগুলোকে কেনার মতো পর্যাপ্ত নয়। হঠাৎ তার মাথায় এক মতলব এল।

বুরুশ তুলে নিয়ে কাজে মন দিল টম। আর ঠিক এমন সময়েই বেন রোজার্স—যার ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করতে পারে না টম আদৌ—দেখা দিল। লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে যেন, মুখে খুশির আওয়াজ। স্টীম-লঞ্চ চালাচ্ছে যেন সে! কাছাকাছি আসতেই তার গতি কমে গেল—রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে একদিকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—'বিগ মিসৌরি' হিসেবে নিজেকে কল্পনা করছে সে। সে সবই—একাধারে জলযান, ক্যাপটেন আর ইঞ্জিনের ঘণ্টাও। তাই নিজেকে ডেক-এ দাঁড় করিয়ে নির্দেশ দিয়ে চলেছে—জাহাজ রোখ! টিং-আ-লিং! আস্তে পাশে সরে চল—পিছে চল! টিং-আ-লিং! হাতটা বাড়িয়ে দিল এক পাশে।

নির্দেশের পর নির্দেশ চলল।

টমও তার চুনকাম চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে তার মনোযোগ নেই। বেন একমুহূর্ত দেখল তাকে, 'হাই! কোথায় উঠেছ?'

উত্তর নেই। শিল্পীর চোখে তার শেষ কাজটুকু দেখল টম। আরও একবার বুরুশটা বুলিয়ে তাকিয়ে রইল! বেন তার পাশে এসে দাঁড়াল। বেন আপেল খাচ্ছে দেখে টমের মুখে জল এসে গেল।

বেন বলল, 'অ্যাই, বুড়ো খোকা—কাজ করছ?'

টম হঠাৎ ঘুরল—'আরে, বেন! দেখতে পাইনি।'

'আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি—তুমি কি যেতে চাও? তবে তোমার তো কাজ আছে!'



একটুক্ষণ লক্ষ্য করল টম ওকে—'কাজ কোন্‌টাকে বলছ ?'

'কেন, ওটা কি কাজ নয়, যেটা—'

টম তার কাজে ফিরে গেল, উদাসীনভাবে বলল—'তা হতেও পারে, নাও পারে—যেটুকু জানি তা হচ্ছে টম সয়ারের উপযুক্ত কাজ এটা।'

'আরে, শোন—শোন, কাজটা তোমার ভালো লাগে নিশ্চয়ই বলছ না !'

বুরুশ চলছে—'ভালো লাগে কি না ? কেন, না-লাগার তো কিছু দেখি না। রোজ বেড়ায় রঙ করার সুযোগ ক-জনার ভাগ্যে জোটে !'

এই কথায় বেন-এর আপেল খাওয়া বন্ধ হল। টম তার বুরুশ চালিয়ে যাচ্ছে নিখুঁতভাবে—বেন দেখছে, আকৃষ্টও হচ্ছে। বলল, 'টম, আমাকে একটু চুনকাম করতে দাও।'

টম প্রায় রাজি হয়েও মত পালটাল—'না, না, পলি-মাসি আবার এসব ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক—মানে রাস্তার ওপরে তো—। যদি পেছনের দিকের বেড়া হত তো কথা ছিল না তেমন, কিন্তু এটার ব্যাপারে, মানে হাজারে একজনও আছে কিনা সন্দেহ, যে কাজটা ঠিকমতো করতে পারবে।'

'তাই নাকি ? আরে, চেষ্টা করতে দাও—আমি হলে তোমাকে দিতাম একটা সুযোগ।'

'বেন, আমার তো আপত্তি নেই, কিন্তু মাসি—জান—জিমও করতে চেয়েছিল, কিন্তু মাসির আপত্তি। সিডও করতে চেয়েছে, কিন্তু মাসি দেয়নি। তাহলে দেখছ—কেমন ফেঁসে গেছি ! যদি তুমি এই বেড়া নিয়ে কাজ কর আর তেমন কোন অঘটন ঘটে—'

'আরে ধুর—আমি সাবধানে কাজ করব। তোমাকে আপেলের শাঁসটা দেব।'

'ইয়ে—বেন—না, আমার ভয় করছে—'

'তোমাকে সবটাই দেব।'

টম তাকে বুরুশটা দিয়ে দিল। মুখে অনিচ্ছা কিন্তু অন্তরে খুশি সে, একটা পিপের উপর বসে পা নাচিয়ে আপেলে কামড় বসাল। জিম পরিশ্রান্ত হতে বিলি ফিশারকে ধরল টম, একটা ঘুড়ির বিনিময়ে। তারপর ধরল জনি মিলারকে সুতোয় ঝোলানো একটা মরা ইঁদুরের বিনিময়ে। এভাবেই চলল সব। বিকেল হল, টম—সকালে যে ফকির

ছিল, এখন সে রীতিমতো ধনী। ওর কাছে এখন বারটা গুলি, নীল বোতলের টুকরো একটা (যার ভিতর দিয়ে দেখা যায়), চাবি, চকখড়ির টুকরো, টিনের সৈনিক—আরও কত কি !

সময়টা ভালোই কাটল তার, সঙ্গী-সাথীও অনেক। বেড়ায় তিন-কোট চুনকাম হয়ে গেছে এর মধ্যে। চুনে টান না পড়লে হয়ত গোটা গ্রামের ছেলেগুলোকে দেউলে করে ছাড়ত টম।

টম আর মনমরা হয়ে নেই। এবারে সে বাড়ি ফিরে চলল।



৩

টম পলি-মাসির সামনে গিয়ে হাজির হল। মাসি যে-ঘরটায় বসে—সেটা একাধারে বসার, শোবার, খাবার আর পড়ারও ঘর। তারই জানালায় বসে মাসি। একমাত্র সঙ্গী বিড়ালটি ঘুমিয়ে। টমকে দেখে মনে হল অনেক আগেই তো তার বেরিয়ে পড়ার কথা। টম জানতে চাইল—'মাসি, এবার খেলতে যাই !'

'কি, এখুনি ? কতটা কাজ করেছিস ?'

'সব হয়েছে, মাসি।'

'টম. মিথ্যে বলবি না, একদম সহ্য করতে পারি না আমি।'

'সত্যি বলছি মাসি—সবটুকুই করা হয়েছে।'

মাসির বিশ্বাস হয় না। নিজেই বেরোলেন দেখতে। টমের কথার বিশ ভাগ সত্যি হলেও সন্তুষ্ট উনি, কিন্তু এ কি ! প্রায় গোটা বেড়াটাই রঙ করা হয়ে গেছে। বিস্ময়ে হতবাক মাসি—'বাঃ ! তুই কাজ করতে পারিস টম—যদি তোর মন চায় অবশ্য, কিন্তু কাজ করতেই তো চাস না। ঠিক আছে, যা, খেলতে যা—তবে সময়ে ফিরবি। নাহলে—'

মাসি পুরস্কৃত করলেন টমকে। সেরা আপেলটা জুটল তার ভাগ্যে আজ।

বাইরে বেরিয়ে এল টম। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে যেতে দেখল সিডকে। মুহূর্তের মধ্যে মাটির ঢেলা ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল। পলি-মাসি কাছাকাছি হবার আগেই বেড়া টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল টম। শান্তি হয়েছে—সিডের কালো সুতোর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তো হল।

মাসির গোয়ালঘর পেরিয়ে গলি ধরে সোজা পার্কে। সেখানে দুই কোম্পানি 'জঙ্গী' সেনা মোতায়েন হয়েছে। আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। টম একদিকের সর্বাধিনায়ক। অন্যটির জো হার্পার —টমের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওরা দুজন অবশ্য লড়াইয়ে নামে না। অধস্তনেরাই চালায় লড়াই। নির্দেশাবলী অবশ্য জারি করে তারাই। টমের বাহিনী জিতল দীর্ঘ লড়াইয়ের পর। 'মৃত'-দের গোনা হল, বন্দী-বিনিময়ও হল। এরপর পরবর্তী লড়াইয়ের দিন স্থির হল। বাহিনীদ্বয় কুচকাওয়াজ করে চলে গেল দুদিকে। টম বাড়ির রাস্তা ধরল।

জেফ থ্যাচারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় বাগানে একটি নতুন মেয়েকে দেখতে পেল টম—সুন্দর নীল চোখের ছোট্ট মেয়েটি। সদ্য-বিজয়ী নায়ক মুগ্ধ। একে দেখে বান্ধবী অ্যামি লরেন্সের মুখটা মুছে গেল তার মন থেকে।

নতুন পরীটিকে চোরা চাউনিতে লক্ষ্য করে চলল টম। সে যেন মেয়েটাকে দেখতে পায়নি এমন ভাব করে নানান কায়দা শুরু করল মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। হঠাৎ দেখল মেয়েটা বাড়ির ভিতরে চলে যাচ্ছে। মনটা দমে গেল টমের। সিঁড়িতে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল মেয়েটা। ও চৌকাঠে পা রাখতে টমের গলা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। হঠাৎ খুশিতে তার মুখটা উজ্জ্বল হল, কারণ মেয়েটা অদৃশ্য হবার আগে বেড়ার দিকে বোঁটাসুদ্ধ একটা ফুল ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। ফুলটা নিয়ে কল্পনার জাল বুনতে বুনতে টম বাড়ি ফিরে এল।

খাবার টেবিলেও ফুর্তি ধরে না টমের। মাসির চিন্তা হচ্ছে, কি হল ছেলেটার! সিডকে ঢেলা ছোঁড়ার জন্যে বকুনি খেতে হল তাকে, কিন্তু তাতে মনঃক্ষুণ্ন হয়নি টম। মাসির চোখের সামনেই চিনি চুরি করতে গিয়ে আঙুলে চোট খেল।

'মাসি, সিড যখন চিনি খায় তখন তাকে মার না তুমি।'

'কারণ, সিড তোর মতো মানুষকে জ্বালায় না। তোর ওপর নজর না রাখলে সবসময়ে চুরি করবি তুই।'

মাসি রান্নাঘরে চলে যেতেই সিড চিনির পাত্রে হাত চালাল। কিন্তু অসাবধানতায় পাত্রটা পড়ল মেঝেয়, ভেঙে গেল সেটা। টমের



আনন্দ তুঙ্গে, কিন্তু তবু চুপচাপ রইল সে, মাসি ফিরে এলেও চুপ মেরে বসে থাকবে সে। এতই উত্তেজিত সে, যে বৃদ্ধা ফিরে ভাঙাচোরা পাত্র দেখার সময়েও কোন কথা বলল না সে। মনে মনে শুধু –'এইবার!' কথাগুলো বলে চলেছে। পরমুহূর্তে নিজেই সে মাটিতে। সবল হাতটা

আবার আঘাত করতে উদ্যত হতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও ! আমাকে মারছ কেন ? ভেঙেছে তো সিড !'

পলি-মাসি থমকে দাঁড়ালেন। দ্বিধাগ্রস্ত। বললেন, 'শুধু শুধু মারব কেন তোকে ! আমি যখন ছিলাম না তখন নিশ্চয়ই কোন দুষ্টুমি করেছিস !'

টমের কথা শোনার পর পলি-মাসি নরম গলায় কথা বলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আবার মনে হল —তাতে ধরা পড়বে তিনি দোষ করেছেন, তাই শেষ পর্যন্ত চুপ করে রইলেন। টম একটা কোণ বেছে নিয়ে তার দুর্দশার কথা ভাবতে বসল। নিজেকে মৃত কল্পনা করল সে, মাসি ব্যাকুল হয়ে ঝুঁকে পড়েছেন তার বুকের উপর। তবু সে ধরা দিচ্ছে না— দেয়ালের দিকে মুখ করে রয়েছে। কিরকম মনে হবে তখন ? আবার নদী থেকে তাকে তুলে আনা হয়েছে মৃত অবস্থায়, তাও ভাবল টম। মাসির গাল বেয়ে বৃষ্টির বেগে জল পড়ছে ! আর কখনও বকবেন না তাকে, ঈশ্বরের কছে প্রার্থনা করে চলেছেন। কিন্তু সে চুপ করেই থাকবে।

তার বোন মেরি ঘরে ঢুকল। আনন্দে সে আত্মহারা, ক-দিন বাইরে কাটিয়ে এসেছে। টম চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল আর-এক দরজা দিয়ে। অনেক দূরে চলে গেল টম—নির্জনে।

রাত সাড়ে ন-টা নাগাদ সেই অপরিচিত মেয়েটার বাড়ির কাছাকাছি এল। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে, কোন সাড়া নেই কোথাও। তিনতলার এক জানালার ফাঁক দিয়ে মোমের আলো দেখা যাচ্ছে শুধু। বেড়া টপকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে চলতে আরম্ভ করল টম। জানালার নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল সে—হাতদুটো বুকের উপর, সেই ফুলটাও মুঠোয়। হঠাৎ জানালাটা খুলে গেল, আর এক পরিচারিকার হেঁড়ে গলা শুনতে পেল টম—সেই সঙ্গে মাথায় পড়ল একগামলা জল। নায়ক একলাফে সরে এল, দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এসে কাপড়-জামা পালটাবার সময়ে টম দেখতে পেল সেগুলো জলে ভেজা। প্রার্থনা না-করেই সে বিছানায় গেল। সিড সেটা খেয়াল করে রাখল।



৪

রবিবার সকালে পারিবারিক প্রার্থনা শুরু হল। একটু পরে টম উঠে পড়ল—পড়ার দোহাই দিয়ে। সিড তার পড়া তৈরি করে ফেলেছে। টম তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে পাঁচটা পদ্য মুখস্থ করতে, আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর মোটামুটি একটা ধারণা হল শুধু। কারণ মনটা তার চলে গেছে অন্যখানে।

'আরে টম, হাঁদারাম! পড়াটাও তৈরি করতে পারছিস না! চেষ্টা কর্, পারবি ঠিক। পারলে তোকে দারুণ একটা জিনিস দেব, লক্ষ্মী ছেলে!'

মেরির কথায় উৎসাহিত হল টম—'ঠিক আছে, কি রে সেটা মেরি? বল্ না!'

'অত ভাবনার কি হল! বলেছি তো ভালো জিনিস।'

'ঠিক আছে, তাহলে আর একবার চেষ্টা করি।'

টম সত্যিই চেষ্টা করল এবং সফলও হল। মেরি তাকে একটা আনকোরা নতুন 'বারলো' ছুরি দিল, যার দাম সাড়ে চার সেণ্ট। আনন্দে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হল টমের।

মেরি তাকে একবালতি জল আর একটুকরো সাবান দিল। বাইরে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বালতি রেখে সাবানটা তাতে চুবিয়ে দিল টম। জলটা ফেলে দিয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছতে লাগল। মেরি তোয়ালেটা সরিয়ে নিল, 'তোর লজ্জা করে না টম! জলে তোর কি ক্ষতি হত?'

শেষ পর্যন্ত জল লাগাতে হল। ঝাড়পোঁছের পর এক নতুন মানুষ টম। পাট করে আঁচড়ানো চুল। তার জন্যে মেরি জামাও বের করে দিল। মেরি তার জুতোর কথা ভুলে যাবে ভেবেছিল টম, কিন্তু নিরাশ হল।

Acc. No. - 14810

টমের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, বলল—'যেসব জিনিস তার অপছন্দ তাই করতে হয় তাকে। মেরি অবশ্য তাকে সান্ত্বনার গলায় বলল, 'লক্ষ্মী ভাই আমার!'

টম দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জুতোয় পা গলাল।

মেরিও তৈরি হয়ে নিল। ওরা রবিবারের প্রার্থনায় যোগ দিতে চলল। টমের একেবারেই অপছন্দ এই ব্যাপারটা, কিন্তু মেরি আর সিড উৎসাহ পায়। ওরা সকলেই গির্জার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকে, তবে টমের সময়টা কাটে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোয় আর হৈ-হুল্লোড়ে।

অধ্যক্ষ যথারীতি তাঁর কাজ শুরু করলেন, হাতে ধর্মগ্রন্থ। ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে আমি যা বলছি—বেশি নয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে! একটা মেয়ে জানালার বাইরে কি যেন দেখছে—ও হয়ত ভাবছে আমি বাইরে কোথাও আছি—গাছের ওপরে উঠে বাচ্চা পাখিদের কাছে বক্তৃতা করছি।' (ব্যঙ্গ হাসি)।

বলে চলেছেন মিস্টার ওয়াল্টার্স। শেষ করলেনও একসময়ে তাঁর বাণী। একটু পরেই অতিথির সমাগম ঘটল। আইনজ্ঞ থ্যাচার, তাঁর সঙ্গে এক অতি-দুর্বল বৃদ্ধ, ধূসর চুলের এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, আর এক মহিলা, নিঃসন্দেহে এই ভদ্রলোকের স্ত্রী।

নতুন মেয়েটিকে দেখার পর থেকে টম নিজেকে জাহির করার চেষ্টা চালিয়েছে প্রাণপণে। একে ওকে মারছে, চুল টানছে, মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে এবং এসবই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।

অতিথিদের সম্মানের আসনে বসানো হল। ওয়াল্টার্স-এর বক্তৃতা শেষ হলে ওঁদের বিদ্যালয়ের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি বিখ্যাত মানুষ, জানা গেল—জজসাহেব।

মিস্টার ওয়াল্টার্স-ও শুরু করলেন নিজেকে জাহির করতে। একে ওকে নির্দেশ দিচ্ছেন, রায় দিচ্ছেন বিভিন্ন ব্যাপারে। অন্যেরাও চুপচাপ বসে নেই—শিক্ষক, শিক্ষিকা, গ্রন্থাগারিক—সবাই লেগে গেল জাহির করার কাজে।

বাচ্চারাও বাদ গেল না।

বাইবেল দিয়ে পুরস্কৃত করতে লাগলেন ওয়াল্টার্স। টম সয়ার এগিয়ে এল—ন-টা হলদে টিকিট, ন-টা লাল আর দশটা নীল টিকিট নিয়ে—বাইবেল চাই তার। টমকে নতুন করে চিনল সবাই। প্রশংসার

চোখে তাকাল সকলে তার দিকে। অধ্যক্ষ কিন্তু বিস্মিত—টমের এই কাজের পিছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে, ভাবলেন তিনি।

অ্যামি লরেন্স গর্বিত—টম তার দিকে চোখ ফেরাবে এই আশা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। ব্যর্থ হয়ে তার মনে সন্দেহ দেখা দিল ; ক্রমে সবাইয়ের প্রতি ঘৃণা জাগল তার মনে, টমের প্রতি বেশি ক'রে।

বিচারকের সঙ্গে টমের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। টমের মুখে কথা সরছে না—একে ভদ্রলোক বিরাট মানুষ, তার উপর 'ওর' বাবা। হাঁটু গেড়ে বসে পুজো করতে মন চাইছে তার। টমের মাথায় হাত রাখলেন বিচারক, 'লক্ষ্মী ছেলে' বললেন ওকে। শেষে ওর নাম জানতে চাইলেন।

কথা জড়িয়ে গেল টমের, কোনরকমে বলল, 'টম।'

'উঁহু না, টম নয়—তোমার নাম—'

'টমাস।'

'হ্যাঁ। যাক, আরও কিছু আছে সঙ্গে ভেবেছিলাম। যাক—খুব ভালো। কিন্তু পদবী তো একটা আছে তোমার, সেটা বলবে না ?'

'টমাস, ওঁকে তোমার পুরো নাম বলো।' ওয়াল্টার্স বলে উঠলেন, 'আর "স্যার" বলবে কথার শেষে—সৌজন্যের ব্যাপারগুলো ভুলো না।'

'টমাস সয়ার, স্যার।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে! বেশ—বেশ, দু হাজার শ্লোক তো অনেক —তবে ওগুলো শেখার জন্যে দুঃখ হবে না তোমার। কারণ দুনিয়ায় জ্ঞানার্জনই তো সব। ভালো লোকের সংখ্যা বাড়ে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে। একদিন তুমি অনেক বড় হবে টমাস—তখন বলবে, এসবের জন্যে আমার ছেলেবেলার রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাছে আমি ঋণী। মহান অধ্যক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ আমি, যিনি প্রেরণা যুগিয়েছেন, দেখেছেন আমাকে—একটা দারুণ সুন্দর বাইবেল উপহার দিয়েছেন। তাই বলবে তুমি টমাস তখন। এখন যা শিখেছ তার কিছু আমাদের শোনাও। কারণ যেসব বাচ্চা ছেলে এসব শিখেছে তাদের জন্যে আমরা গর্বিত। তুমি নিশ্চয়ই বারজন শিষ্যের নাম জান। প্রথম যে দুজন নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের নাম বলতে পার ?'

টম প্রাণপণে তার জামার বোতামঘরে আঙুল দিয়ে খুঁটছে। লজ্জা পেল সে—চোখ নামিয়ে নিল। মিস্টার ওয়াল্টার্স-এর মাথা ঘুরে গেল। নিজের মনে বললেন, 'ছেলেটা সবচেয়ে সোজা প্রশ্নের জবাবও দিতে

পারবে না। কেন প্রশ্ন করতে গেলেন উনি?' তবু বললেন, 'ভদ্রলোকের কথার জবাব দাও, টম। ভয়ের কিছু নেই।'

টম নিরুত্তর।

'আমাকে নিশ্চয়ই বলবে তুমি—' এবার মহিলাটি বললেন, 'প্রথম তুজন শিষ্যের নাম হল– 'ডেভিড আর গলিয়াথ।'

বাকি দৃশ্যটুকুর উপর যবনিকা টানা যাক।



৫

সাড়ে দশটা নাগাদ গির্জার ভাঙা ঘণ্টা বেজে উঠল। লোকজন জড়ো হল প্রাতঃকালীন বাণীর জন্যে। ছেলেমেয়েরা হাজির হল। পলি-মাসিও এলেন—সঙ্গে টম, সিড আর মেরি। টমকে জানালা থেকে অনেকটা দূরে বসানো হয়েছে।

আরও অনেকেই আছেন– পোস্টমাস্টার, মেয়র ও তাঁর স্ত্রী, জাস্টিস অব দি পীস, আইনজীবী এবং মিসেস ডগলাস– ডগলাসের বিধবা স্ত্রী, সেণ্ট পিটার্স বুর্গের খুব ধনী, অতিথিবৎসল, সহৃদয়, বছর চল্লিশ বয়সের মহিলা। সবশেষে এল 'আদর্শ বালক'– উইলি মাফারসন।

সবাই উপস্থিত হতে আর একবার ঘণ্টাধ্বনি হল। তারপরই চুপ। মাঝেমাঝে নীরবতা ভাঙছে শুধু গায়কেরা। স্তোত্রপাঠ হল, অভিনব গলায় পাঠ হয়ে চলল—গলার স্বর ক্রমেই উচ্চতর হয়ে চলেছে। শেষে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পৌঁছল। পরে আবার খাদে নেমে এল।

এরপর রেভারেণ্ড স্প্র্যাগ সভার বিবরণ পড়লেন। শেষে প্রার্থনা-সভায় সবার জন্যেই প্রার্থনা জানানো হল—বাচ্চাদের থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মচারীদের জন্য, এমনকি রাষ্ট্রপতির জন্যেও।

টমের কিন্তু মন নেই এসবে। তার উপর একটা মাছি উৎপাত শুরু করেছে, সেটাকে মারতে পারছে না। সভা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে

জীবটি বন্দী হল। মাসির চোখ সেদিকে পড়তে সেটাকে ছেড়ে দিতে হল।

যাজকের একঘেয়ে গলা আবার শোনা যাচ্ছে। ক্রমে একটা কাহিনীর উপস্থাপনাতে কিছু আকর্ষণ বাড়ল। সিংহ আর ভেড়ার কাহিনী, সঙ্গে এক শিশু। টমের মনে হল, সে ওই শিশুটির ভূমিকা নিতে পারত—অবশ্য সিংহটি যদি পোষা হত।

শুষ্ক বিতর্ক শুরু হতেই তার যন্ত্রণা বাড়ল। হঠাৎ একটা জিনিসের কথা মনে পড়ল তার। পকেট থেকে বের করল একটা বাক্স—তার ভিতরে রয়েছে একটি বড় আকারের গুবরে পোকা। প্রথম যে-কাজটি করল পোকাটা, তা হচ্ছে টমের আঙুলে হুল ফোটাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের টোকায় পোকাটাকে ফেলে দিল টম। পোকাটা পড়ে রইল অসহায় অবস্থায়—ঘুরতে পারছে না। টম লক্ষ্য করছে সেটাকে, অন্য যাদের স্তোত্রপাঠে কোন আকর্ষণ নেই তারাও পোকাটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়ল। হঠাৎ কোথা থেকে এক ভবঘুরে কুকুর জুটে গেল, অলস পায়ে আসছে সেটা। পোকার উপর তারও নজর গেল—ভালো করে নজর করল, একটা পাকও খেল সেটাকে ঘিরে। কাছে এসে নাকও দিল; ঠোঁটে তুলে ধরতে চেষ্টাও করল একবার, ব্যর্থ হয়ে বারবার চেষ্টা চালাল। ক্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল, অন্যমনস্কও। হঠাৎ কুকুরটার চিবুক নেমে পড়তেই পোকাটা ধরে ফেলল কুত্তার চিবুক। তীক্ষ্ণ চিৎকার উঠল কুকুরের গলায় - ঝাঁকি দিতে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল পোকাটা। পাশাপাশি দর্শকেরা মাথা নাড়তে লাগল আনন্দে। টমও খুব খুশি। কুকুরটা কেমন বোকা বনে গেছে! কিন্তু তার ভিতরে প্রতিশোধস্পৃহা রয়ে গেছে। পোকাটার কাছাকাছি হয়ে আবার সতর্ক আঘাত শুরু করল। লাফিয়ে উঠছে থেকে থেকে, থাবা মারছে তফাতে, দাঁতও খিঁচোচ্ছে। মাথাটাও ঝাঁকাচ্ছে বারবার।

আবার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল কুকুরটা। একটা মাছি নিয়ে মজা করার চেষ্টা চলল; তাতেও কোন আকর্ষণ না থাকায় এক পিঁপড়ের পিছন-পিছন চলল কিছুটা। শেষে আবার ক্লান্ত হয়ে একটা বড় হাই তুলে বসে পড়ল গুবরেটার উপর, সেটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে। পরক্ষণেই আবার এক তীব্র আর্তনাদ উঠল কুকুরটার গলা থেকে। ক্রমে সারা ঘরটার একদিক থেকে অন্যদিকে ছুটে চলল কুকুরটা, তার যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারও বাড়ছে। প্রচণ্ড রাগে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে

চলল সারা ঘরময়। শেষে একসময়ে তাড়া খেয়ে পালাল। তার আর্তনাদ ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল।

এর ভিতরে সারা গির্জার মানুষ হাসি চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে। স্তোত্রপাঠ কখন থেমে গেছে। ক্রমে আবার শুরু হল পাঠ, কিন্তু আগের সেই উচ্ছ্বাস নেই—কেমন আটকে যাচ্ছে বারবার।

টম এবার বাড়ি ফিরল খুশি মনে। গির্জার বাণীতেও তাহলে সময়ে সময়ে বৈচিত্র্য আনা যায়! কিন্তু একটা ভাবনা থেকে গেল, কুকুরটার সঙ্গে পোকাটির খেলার কোন ব্যবস্থা করা যেত যদি! কিন্তু সেটাকে আর কুড়িয়ে নেওয়াটা নিরাপদ মনে করল না টম।



৬

সোমবার সকালটা টম মনমরা হয়ে রইল। এদিনটা বরাবরই তার কাটে এভাবে—কারণ স্কুলে যাবার যন্ত্রণার শুরু এই দিনটায়।

টমের হঠাৎ মনে হল সে অসুস্থ, তাহলে স্কুল কামাই করতে পারে সে। হঠাৎ আবিষ্কার করল টম—উপরের পাটির একটা দাঁত আলগা হয়ে আছে। ভাগ্যই বলতে হবে, গোঙানি শুরু করবে সে, কিন্তু থেমে গেল। কারণ মাসির কানে গেলে নিঃসন্দেহেই টেনে ওপড়াবেন দাঁতটা উনি। কাজেই ও-ব্যাপারটা হাতে রাখা ভালো। কিছুক্ষণ চিন্তা করতে করতে তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। টম গোঙানি শুরু করল।

সিড কিন্তু ঘুমে অচৈতন্য।

টমের গোঙানি বাড়ল, মনে হল সত্যিই বুঝি ব্যথা হচ্ছে।

সিডের কাছ থেকে কোন সাড়া নেই। টম কিন্তু হাঁফাচ্ছে তখন। সামান্য বিশ্রামের পর আবার গোঙানি শুরু করল। সিডের ঘুমের কোন ব্যাঘাত নেই।

টমের সাহস বেড়ে গেল, সিডকে ডাকল সে। নাড়াল তাকে। এতে কাজ হল, টমের গোঙানিও চলল। সিড হাই তুলে উঠে

বসল। টমের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। টমের গোঙানি চলেছে।

সিড ডাকল, 'টম! অ্যাই টম!' (সাড়া নেই)। 'অ্যাই টম—কি হয়েছে?' টমকে ঝাঁকাল ধ'রে, তার চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। টম গোঙাল, '—ওঃ—না—সিড! ঝাঁকাস না আমায়।'

'কি হয়েছে বল্—মাসিকে ডাকব?'

'না না। কিছু না। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। কাউকে ডাকিস না।'

'কিন্তু ডাকতে হবে তো! যেরকম গোঙাচ্ছিস। কতক্ষণ ধরে এ অবস্থা হয়েছে তোর?'

'অ-নে-ক ক্ষণ! ওঃ! ওরকম করে ঘোরাস না, মারবি নাকি আমাকে?'

'আমাকে আগে জাগালি না কেন? তোর গোঙানি শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কি হয়েছে বল্ না?'

'তোর সব দোষ ক্ষমা করে দিলাম, সিড। (গোঙানি)-যা করেছিস সব। আমি চলে গেলে—'

'ওঃ টম, তুই মরবি নাকি! নারে টম—না হয়ত—।'

'আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। (গোঙানি)। ওদের বলে দিস। সিড, তোকে আমার খেলার জিনিসগুলো দিয়ে গেলাম—এক চোখওয়ালা বেড়ালটা দিয়ে যাচ্ছি ওই নতুন মেয়েটাকে। ওকে বলিস—'

কিন্তু সিড ততক্ষণে তার কাপড়জামা ঠিক করে নিয়ে চলে গেছে।

টম যেন এখন সত্যিসত্যি অসুস্থ বোধ করছে, তার কল্পনা ক্রমে বাস্তব হয়ে দেখা দিচ্ছে। গোঙানিগুলোও এখন অনেক নির্ভেজাল হয়ে এসেছে।

সিড সিঁড়ি দিয়ে উড়ে নামল—'মাসি, টম মারা যাচ্ছে।'

'মারা যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ। দেরি করো না, শীগরির এস।

'ভাগ্! বিশ্বাস করিনে।'

তবু সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন মাসি দ্রুত পায়ে। সিড আর মেরি পিছনে পিছনে। চোখমুখ সাদা হয়ে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে। বিছানার কাছাকাছি হতে ককিয়ে উঠলেন, 'অ্যাই টম, কি হয়েছে রে?'

'ও মাসি, আমি—'

'কি হয়েছে, বাছা ?'

'মাসি, আমার পায়ের সেই ব্যথাটা খুব বেড়েছিল, এখন সেরে গেছে !'

চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন মাসি। ঠোঁটে হাসি দেখা দিল, সেই সঙ্গে কান্নাও। 'ও, কি দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি আমাকে ! এখন ওসব বাঁদরামো বন্ধ করে নেমে আয় দিকি !'

টম গোঙানি থামাল, কিন্তু একটু বোকা বনে গেছে সে। 'মাসি, ব্যথাটা এত বেড়েছিল যে আমার দাঁতের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'দাঁত ! কি হয়েছে দাঁতে ?'

'একটা নড়ে গেছে—খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'উঁহু, আর গোঙানো চলবে না। মুখটা খোল। হ্যাঁ—দাঁত তো আলগাই দেখছি। কিন্তু এজন্যে মরণ-কান্না জোড়বার দরকার নেই। মেরি, একটা রেশমী সুতো দে তো, রান্নাঘর থেকে কয়লার একটা টুকরোও আন্।

'ওঃ, না মাসি—না। ওটা টেনে বের করো না। আর ব্যথা হচ্ছে না তেমন। হলেও গোঙাব না—মাসি ! আমি ইস্কুল পালাব না।'

'পালাবে না—না ? তাহলে এটা তোর ইস্কুলে না-যাবার মতলব—মাছ ধরতে যাবার ফিকির ! টম, তোকে আমি এত ভালোবাসি আর তুই কিনা আমার বুক ভেঙে দিচ্ছিস !'

এর মধ্যে দাঁত তোলার যন্ত্রপাতিও তৈরি। সুতোর এক কোণ বেঁধে পলি-মাসি অন্য কোণ বাঁধলেন টমের দাঁতে। কয়লার টুকরোটা তুলে নিয়ে টমের মুখেই প্রায় ঠেসে ধরলেন। খাটের সুতোয় ঝুলতে লাগল দাঁত। টম ছুটে পালাল।

শহরের এক মাতালের ছেলে কিশোর হাকলবেরি ফিন-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টমের। শহরের মাতৃস্থানীয় সকলের কাছেই সে ঘৃণ্য—কারণ ছেলেটা অলস, মস্তান, নোংরাপ্রকৃতির, আর একটা কারণ তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে তার জনপ্রিয়তা। কাজেই হাকলবেরির সঙ্গে দেখা হলেও তার সঙ্গে খেলতে মানা আছে টমের। হাকলবেরির পরনে সবসময়েই বয়স্কদের পোশাক—সেগুলোকে ন্যাকড়া বলাই ভালো। টুপিটাও বদখত। কোট যখন পরে—প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসে।

হাকলবেরির কোথাও যাওয়া-আসায় কোন বাধানিষেধ নেই।

ইস্কুলে বা গির্জায় যাবার বালাই নেই। কাউকে মানার ব্যাপার নেই। যখন খুশি; যেখানে খুশি যাচ্ছে—সাঁতার কাটতে বা মাছ ধরতে। এক কথায় জীবনটাকে নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করার সমস্ত অস্ত্রই তার হাতে।

টম ডাকল, 'অ্যাই, হাকলবেরি।'

'এই যে!'

'কি আছে সঙ্গে?'

'মরা বেড়াল।'

'দেখি একটু, হাক। আরে—এ যে একদম শক্ত মেরে গেছে!'

'এক ছোঁড়ার কাছ থেকে কিনেছি।'

'কি দিলে বদলে?'

'একটা নীল টিকিট, আর কসাইখানায় পাওয়া একটা ব্ল্যাডার।'

'নীল টিকিটটা পেলে কোথায়?'

'বেন রোজার্স-এর কাছ থেকে হপ্তাদুয়েক আগে কিনেছি অন্য-কিছুর বিনিময়ে।'

'আচ্ছা—মরা বেড়াল দিয়ে কি হয় বল তো, হাক?'

'কি হয়! কেন—আঁচিল সারায়।'

'না! তাই কি! আমি আরও ভালো ব্যাপার জানি।'

'মোটেই জান না। কি সেটা?'

'কেন, মন্ত্রপড়া জল—।'

'মন্ত্র-পড়া জল! ওর জন্যে আমি একটা কানাকড়িও খরচ করব না।'

'কেন? তুমি এর গুণ পরীক্ষা করে দেখেছ কখনও?'

'না। কিন্তু বব ট্যানার করেছিল।'

'কে বলল তোমাকে?'

'কেন, বব নিজেই জেফকে বলেছে। জেফ বলেছে জনি বেকারকে, জনি বলেছে জিম হলিসকে, জিম বলেছে বেন রোজার্সকে, আর বেন বলেছে এক কালো চামড়ার ছেলেকে। সেই ছেলেটাই আমাকে বলেছে।'

'তাতে কি হল? ওরা সবাই মিথ্যে বলে। কালো ছোঁড়াটাকে অবশ্য চিনি না আমি। কিন্তু এমন কোন কালা আদমী দেখিনি যে

মিথ্যে বলে না। এখন আমাকে বল তো হাক, বব ট্যানার কি করে করল এটা ?'

'কেন, পচা গাছের গোড়ায় যেখানে বৃষ্টির জল পড়েছিল, তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়েছিল !'

'দিনের বেলা ?'

'আলবাত।'

'গাছের গোড়ার দিকে মুখ ক'রে ?'

'তাই তো জানি।'

'কিছু বলেছে সে ?'

'মনে হয় না। জানিনে।'

'শোন—কি করতে হবে। বনের মধ্যে চলে যাবে যেখানে পচা গাছের গোড়ায় জল দেওয়া যায়—তারপর মাঝরাতে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে হাত জোড় করে একটা মন্ত্র পড়তে হবে। তারপর হেঁটে যাবে এগার পা চোখ বুঁজে। তিনবার ঘুরে বাড়ি ফিরে যাবে কারুর সঙ্গে কথা না ব'লে। কথা বললেই গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।'

'ভালোই তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, কিন্তু বব ট্যানার ওইভাবে করেনি এটা।'

'না, করেনিই তো। কারণ আঁচিলে-ভরা ছেলেটার গা। আর মন্ত্র-পড়া জল দেওয়ার কায়দা জানা থাকলে আঁচিলই থাকত না ওর। জো হার্পার এটা ভালো জানে। আচ্ছা হাক, তুমি কিভাবে অসুখ সারাও বল তো।'

'কেন, বেড়ালটাকে নিয়ে মাঝরাতে কবরখানায় চলে যাও—যেখানে কুচুটে কাউকে মাটি দেওয়া হয়েছে। তারপর ঠিক রাতদুপুরে এক দানো দেখা দেবে, একটা বা দু-তিনটেও হতে পারে, কিন্তু ওদের দেখতে পাবে না তুমি, শুধু বাতাসে অনুভব করা যাবে, বুঝলে। বা বড়জোর ওদের কথা শুনতে পার, আর যখন ওরা ওই মরা লোকটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তুমি ওদের পেছনে লেলিয়ে দেবে, বলবে—দানো মড়ার পেছনে যা, বেড়াল যা দানোর পেছনে, আঁচিল যা বেড়ালের পেছনে। যা—আমার কাজ শেষ তোদের সঙ্গে। এতে যে-কোন আঁচিলই উঠে আসবে।'

'ঠিকই মনে হচ্ছে। আচ্ছা হাক, তাহলে বেড়ালটাকে নিয়ে কবে কাজ করবি ?' (অন্তরঙ্গ হয়ে আসছে ওরা)।

'আজ রাতেই। আজ না বুঝলি, ওরা হয়ত বুড়ো হস উইলিয়ামের খোঁজে আসবে।'

'কিন্তু বুড়োকে তো শনিবার মাটি দিয়েছে। ওই রাতেই নিয়ে যায়নি ওকে ?'

'কি যা তা বলছিস ! মাঝরাত পর্যন্ত কি দানোদের যাদু থাকে ? তারপর রোববার পড়ে যাচ্ছে—দানোরা রোববার বড় একটা ঘোরাঘুরি করে না—আমার তো মনে হয় না—'

'ওদিকটা ভাবিনি রে। তাই হবে। তোর সঙ্গে নিবি তো আমাকে ?'

'নিশ্চয়ই—যদি ভয়টয় না থাকে তোর।'

'ভয় ! নারে—তুই 'মিয়াঁও' করবি তো ?'

'হ্যাঁ। আর তুইও মিয়াঁও করবি। গতবার তো আমাকে বেড়াল ডাকতে ডাকতে বুড়ো হেস-এর হাতে ঢিল খেতে হয়েছে। 'নিকুচি করেছে বেড়ালের,' বলে বুড়ো চেঁচিয়ে উঠেছিল। শেষে ওর জানালায় একটা ইট ঝাড়তে হল।'

'সেবার তোর মিয়াঁও-এর জবাব দিতে পারিনি ভাই—মাসি আমাকে নজরে রেখেছিল। তবে এবার ঠিক জবাব পাবি। আরে, ওটা কি রে ?'

'ও—একটা এঁটুলি।'

'কোথায় পেলি ?'

'ওই—জঙ্গলে—'

'কি নিবি ওর জন্যে, মানে—'

'না ! এটা তো বেচব না।'

অনেক বলে-কয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ভাঙা দাঁতের সঙ্গে উকুনটার বিনিময় হল।

টম উকুনটাকে বাক্সে পুরল। যেটাতে এ পর্যন্ত গুবরে পোকাটা ছিল। ওরা দুজন দুদিকে চলল এবার, দুজনেই আগের চেয়ে নিজেদের লাভবান মনে করছে।

টম ইস্কুলে গিয়ে ঢুকল দ্রুত পায়ে। টুপিটা ঝুলিয়ে দিয়ে মাতব্বরের ভঙ্গিতে বসে পড়ল। মাস্টারমশাই একটা উঁচু আসনে বসে ঢুলছেন। একঘেয়ে পড়ার আওয়াজে আমেজ এসেছে। বাধা পেতে উঠে বসলেন,—'টমাস সয়ার।'

টম জানে তার নামটা পুরো উচ্চারিত হওয়া মানেই বিপদের ইঙ্গিত, 'স্যার।'

'এদিকে আয়—তা মশায়ের দেরি কেন? কোনদিনই তো সময়ে আসা হয় না।'

টম মিথ্যের আশ্রয় নেবার উপক্রম করতেই হঠাৎ তার নজরে পড়ল দুটো লম্বা চুলের বেণী, হলদে চুল. সঙ্গে সঙ্গে বলল সে, হাকলবেরি ফিন-এর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে থেমেছিলাম।'

মাস্টারমশাইয়ের নাড়ি বুঝি থেমে গেল। ছাত্রদের গুঞ্জনও বন্ধ। ওরা ভাবছে ছেলেটার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। মাস্টারমশাই শেষে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি—তুমি কি করছিলে?'

'হাকলবেরি ফিন-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য থেমেছিলাম।'

না। কথাগুলোর মধ্যে কোন ভুল নেই, ধাঁধা নেই।

'টমাস সয়ার। জীবনে এই ধরনের বিচিত্র বিস্ময়কর স্বীকারোক্তি কখনও শুনিনি। সাধারণ ছড়িতে কাজ হবে না দেখছি তোমার। জামা খোল—'

মাস্টারমশাইয়ের হাত চলতে লাগল ক্লান্ত হয়ে না-পড়া পর্যন্ত, শেষে আদেশ জারি করলেন, 'এবার যান মশাই—মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে বসুন। আর শোন - এটা কিন্তু শুধু হুঁশিয়ারি আমার। পরে—'

গুঞ্জন উঠল আবার। টমের লজ্জা হল কিন্তু সে মনে মনে খুশি। কারণ তার ঈপ্সিত মানুষের পাশেই জায়গা হয়েছে তার। পাইন কাঠের বেঞ্চির একধারে জায়গা করে বসতে মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে সরে গেল। কনুইয়ের ঠেলা, ফিসফিসানি আর চোখের ইশারা চলল। টম কিন্তু অনড় বসে, হাতদুটিকে তার লম্বা টেবিলে মেলা, যেন বই দেখছে মন দিয়ে।

ক্রমে তার উপর থেকে মনোযোগ সরে গেল সবার, সেই একঘেয়ে সুর ধ্বনিত হতে লাগল। টম চোরা চাহনি দিতে শুরু করল নবাগতার দিকে। মেয়েটা সেটা লক্ষ্য করে মুখভঙ্গি করল—মাথাটা ঘুরিয়েও নিল। সামান্য পরে যখন সাবধানে ঘাড় ঘুরিয়েছে সে—দেখে সামনে একটা পীচফল রাখা বেঞ্চিতে। সরিয়ে দিল সে ফলটা। টম সযত্নে আবার আগের জায়গায় রাখল সেটা। মেয়েটা আবারও সরিয়ে দিল ফলটা, এবার বিরক্তির ভাব কম। টম অধৈর্য হল না—আগের জায়গায় আবার রাখল ফলটাকে। তারপর স্লেটে লিখল, 'অনুগ্রহ করে এটা

নাও, আমার কাছে আরও আছে।' মেয়েটা কথাগুলো পড়ল; কিন্তু নির্বিকার রইল এবারও। এবার টম বাঁ হাত দিয়ে লুকিয়ে স্লেটে কিছু আঁকা শুরু করল। কিছু সময় মেয়েটা যেন কিছুই লক্ষ্য করছে না মনে হল। কিন্তু তার স্বাভাবিক কৌতূহল বাড়তে লাগল। টম কাজ করে চলেছে নিবিড় মনোযোগে। মেয়েটা টমকে বুঝতে না দিয়ে গোপনে দু-একবার সেদিকে তাকাল। কিন্তু টম যে সেটা লক্ষ্য করেছে তা জানিয়ে দিল হাবভাবে। শেষে হার মানল মেয়েটা, ফিসফিস গলায় বলে উঠল, 'দেখি, কি জিনিসটা ?'

টম হাত সরাল। একটা বাড়ির ছবি—চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মেয়েটার আকর্ষণ বাড়তে লাগল, ক্রমে ওর সব-কিছু ভুলে গেল সে। শেষ হলে, একমুহূর্ত দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'দারুণ একটা মানুষ আঁকো এবার।'

সামনের দিকে একটা মানুষের সৃষ্টি হল—বিরাট এক মূর্তি, বাড়ি টপকে যেতে পারে এমন কিছু। কিন্তু মেয়েটা খুঁতখুঁতে নয়, সে বলল, 'সুন্দর মানুষটা, এবার আমাকে আঁক।'

টম একটা চাঁদ এঁকে হাত-পা জুড়ে দিল তাতে। মেয়েটা এবার বলল, 'ইস, খুব ভালো হয়েছে! আমি যদি এমন আঁকতে পারতাম!'

'সোজা ব্যাপার,' টম ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি শিখিয়ে দেব।'

'দেবে ? কবে ?'

'দুপুরে। খেতে কি বাড়ি যাও ?'

'বল তো থাকব।'

'আচ্ছা। কি নাম তোমার ?'

'বেকি থ্যাচার। তোমার ? ও—জানি আমি—টমাস সয়ার।'

'ওই নামটা আমাকে খ্যাপাবার জন্যে—আমি যখন সুবোধ বালক, তখন শুধু টম। তুমি আমাকে টম বলে ডেকো, কেমন ?'

'তাই হবে।'

এবার টম স্লেটে লুকিয়ে কিছু লিখতে শুরু করল, কিন্তু মেয়েটা তখন আর পিছিয়ে নেই, সে দেখতে চাইল।

টম বলল, 'আরে, ও কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, কিছু একটা হবে।'

'না। দেখতে চেয়ো না।'

'হ্যাঁ। চাই—সত্যিই—'

'তুমি বলে দেবে—'

'না—দিব্যি—তিন দিব্যি—'

'কাউকে বলবে না? যতদিন বাঁচবে?'

'কখ্খনও—কাউকে বলব না। এবার দেখাও।'

'না! দেখতে চেয়ো না।'

'এমন যখন জোর করছ আমি দেখবই।' তার ছোট্ট হাতটা টমের হাতে রাখল, টানাটানি হল অল্প। টম যেন প্রাণপণে ধরে রাখতে চাইছে স্লেট, কিন্তু অল্প অল্প করে তার হাতটা সরেও যাচ্ছে—ক্রমে শব্দগুলো স্পষ্ট হল—'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'অসভ্য।' হাত দিয়ে কপট আঘাত করল টমকে, মুখচোখ তার লাল হয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে টমের কানের উপর একটা হাতের চাপ পড়ল, সেটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে ওঠাচ্ছে তার মাথাটাকে। ওইভাবেই তাকে তার নিজের আসনে নিয়ে যাওয়া হল। সারা ক্লাসে তখন হাসির হুল্লোড় উঠেছে। মাস্টারমশাই ওই অবসরে কয়েক মুহূর্ত তার মুখের উপর ঝুঁকে রইলেন, শেষে তাঁর সিংহাসনে ফিরে গেলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

টমের কান জ্বলছে, কিন্তু মন আনন্দে ভরপুর।



৭

টম বইয়ে মন দেবার বৃথা চেষ্টা করল। তার মন উধাও হয়েছে। শেষে হাই তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দুপুরের টিফিন যেন আসবেই না আজ। বাতাস নেই। পাঁচশটা ছেলে-মেয়ের গুঞ্জনও প্রাণহীন। দূরে কার্ডিক পাহাড়ের চূড়া সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল, অলস ডানা মেলে

পাখিরা আকাশে, ক-টা গরু ছাড়া জীবন্ত কোন প্রাণী চোখে পড়ছে না। টমের মনটা মুক্তি চাইছে এই অলস মুহূর্তগুলো কাটাবার জন্য। পকেটে হাত চলে যায় টমের, চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাক্সটা বেরিয়ে এল, এঁটুলিকে মুক্ত করে বেঞ্চির উপরে রাখল! মুক্তি-পেয়ে প্রাণীটি যাত্রা শুরু করল কিন্তু টম ঝটিতি তাকে আলপিন দিয়ে ঘুরিয়ে দিল।

টমের অন্তরঙ্গ বন্ধু জো হার্পার পাশে বসে, তারও যন্ত্রণা টমের মতোই। কিন্তু এই খেলায় সময় কাটানোর এক মহা সুযোগ পেয়ে সে আনন্দিত। সারা সপ্তাহ এই ছুটিতে পরম বন্ধু, শনিবারে লড়াই —ভীষণ শত্রু। জো একটা আলপিন বের করে প্রাণীটিকে সাহায্য করায় হাত লাগাল। খেলা মুহূর্তে জমে উঠল। একটু পরেই টম জানাল তারা পরস্পরের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছে, ফলে দুজনের কেউই পুরো সুবিধে ভোগ করতে পারছে না। শেষে স্লেটটা বেঞ্চির উপর ফেলে একটা দাগ টানল।

'শোন ও যতক্ষণ তোমার কোটের দিকে থাকবে, তুমি নাড়াচাড়া করবে, আমি বিরক্ত করব না। কিন্তু যদি তুমি ওকে ছেড়ে দাও —আমার দিকে এসে পড়ে যদি, তাহলে তুমি আর বিরক্ত করবে না ওকে।'

'ঠিক আছে—এগিয়ে যাও—ওকে চালাও।'

প্রাণীটি টমের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ামাত্র রেখা পার হয়ে গেল। এবার জো তাকে নিয়ে পড়ল। কিছু পরে আবার টমের এলাকায় ফিরে এল এঁটুলিটা। এভাবেই তাদের খেলা চলতে লাগল। দুই মাথা এক হয়ে যাচ্ছে বার বার—জগতের অন্য সবকিছু তারা ভুলে গেছে। ভাগ্য বুঝি জো-র অনুকূলে—কারণ প্রায় সময়েই তার এলাকায় থাকছে প্রাণীটা। ক্রমে ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠল টমের। সে দাগ ডিঙিয়ে হাত লাগাল।

জো খেপে গেল, 'টম, ওকে ছেড়ে দাও।'

'একটু চাঙ্গা করে দিচ্ছি, জো।'

'না, এটা ভালো নয়। ছেড়ে দাও ওকে।'

'ধুর, বেশিক্ষণ খোঁচাব না, ভাই।'

'বলছি, ছেড়ে দাও ওকে!'

'ছাড়ব না।'

'আলবাত ছাড়বে, আমার এলাকায় রয়েছে ও।'

'দেখো জো হার্পার—জিনিসটা কার?

'কার তা জানার দরকার নেই আমার—ও আমার এলাকায় আছে, যা খুশি করব ওকে নিয়ে আমি।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই টমের কাঁধে এক বিরাট চাপড় পড়ল, জোর কাঁধেও একই সঙ্গে। ওরা এতই মশগুল ছিল, মাস্টারমশাইয়ের নিঃশব্দ আগমন টের পায়নি। ওদের কাঁধে হাত চালাবার আগে বেশ কিছুক্ষণ খেলার মজা তিনিও উপভোগ করেছেন।

ইস্কুল ভাঙতেই টম বেকি থ্যাচারের কাছে ছুটে গেল, কানে কানে বলল তাকে, 'মাথায় টুপিটা চাপাও, যেন বাড়ি যাচ্ছ—আর মোড়ের কাছে গিয়ে ওদের ফাঁকি দিয়ে গলি ঘুরে ফিরে এসো। আমি অন্য দিক দিয়ে একইভাবে চলে আসব।'

ওরা দল বেঁধে চলল দু-দিকে। খানিক পরে গলির মোড়ে দেখা হল ওদের দুজনের। ইস্কুলে যখন ফিরল ওরা, আর কেউ নেই। একই সঙ্গে বসে ওরা ছবি আঁকা শুরু করল। শিক্ষার্থিনী বেকি। আর-একটা বাড়ি আঁকা হল। তারপর উৎসাহে ভাঁটা পড়তে ওরা গল্প শুরু করল। টম সুখে বিভোর, 'ইঁদুর ভালোবাস তুমি?'

'নাঃ! ঘেন্না করে।'

'আমিও—মানে জ্যান্ত ইঁদুর হলে। কিন্তু আমি মরা ইঁদুরের কথা বলছি, সুতোয় ঝুলিয়ে ঘোরাও যদি—'

'না। ইঁদুরের ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার পছন্দ চিউয়িং গাম।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। এখন যদি পাওয়া যেত কিছু—'

'চাও তুমি? আমার কাছে আছে। তোমাকে দিচ্ছি বটে, কিন্তু খানিক পরে আমাকে দেবে চুষে।'

প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য টমের কাছে। ওরা পালা করে চুষল আর তৃপ্তির আনন্দে পাগুলো বেঞ্চিতে ছুঁড়তে লাগল।

'সার্কাসে গেছ কখনও?' টমের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। বাবা আমাকে একবার নিয়ে যাবে বলেছে যদি লক্ষ্মী হয়ে থাকি।'

'আমি বার তিনেক গিয়েছি সার্কাসে—ওর কাছে গির্জার ব্যাপার-

স্যাপার কিছুই না। সার্কাসে সব সময়েই কিছু-না-কিছু ঘটে চলেছে। বড় হয়ে আমি সার্কাসের ক্লাউন হব ঠিক করেছি।'



'ও মা, তাই! ভালোই হবে। ওরা দারুণ—গায়ে ফোট-ফোট জামা।'

'হ্যাঁ। টাকাও অনেক—দিনে এক ডলার। বেন রোজার্স বলছিল। আচ্ছা বেকি, তোমার মনে পড়ে, স্লেটে কি লিখেছিলাম।'

'বলব না।'

'আমি বলি ?'

'হ্যাঁ—তবে – অন্য কোন সময়ে—'

'না, এখনই।'

'না, এখন না, কাল ’

'না, এখনই বেকি, কানে কানে বলব। খুব সোজা করে বলব—'

বেকি দ্বিধাগ্রস্ত, টম তার কানে কানে কথাটা উচ্চারণ করল—কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে। তারপর বলল, 'এবার তুমি আমার কানে কানে বল, যা বললাম।'

একটুক্ষণ ইতস্তত করল বেকি, 'মুখটা তাহলে ঘুরিয়ে নাও অন্যদিকে—কিন্তু, কাউকে বলবে না।'

'না, বলব না। কই --বেকি—'

মুখ ঘুরিয়ে নিল টম। আস্তে মুখটা ওর কানের কাছে আনল বেকি, তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি—তোমা-য় ভালো-বা-সি—।'

'শোন, এখন থেকে ইস্কুলে আসা-যাওয়ার সময়ে একসঙ্গে থাকব আমরা। পার্টিতেও আমরা একসঙ্গে নাচব।'

'ভারি ভালো লাগছে ভাবতে। এমনটা আগে শুনিনি কখনও।'

'হ্যাঁ—এইরকমই তো—যেমন ধরো অ্যামি লরেন্স আর আমি ’

বেকির ছানাবড়া চোখই জানিয়ে দিল কোথায় ভুলটা হয়েছে টমের, থেমে গেল।

'ও টম! তাহলে আমার সঙ্গেই তোমার প্রথম কথা দেওয়ার ব্যাপার নয় ?' কান্না শুরু হয়ে গেল বেকির।

'আহা, কেঁদ না—বেকি – ওর জন্যে আমার আর মাথাব্যথা নেই।'

'আছে টম, আছে এখনও –'

টম তার কাঁধে হাত রাখতে চেষ্টা করল. কিন্তু বেকি সরিয়ে দিল তাকে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেঁদে চলেছে সে। টম আর-একবার চেষ্টা করল, সান্ত্বনার কথা বলতে—কিন্তু ব্যর্থ হল। চুপ

করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর আবার বলল, 'বেকি—আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না।'

সাড়া নেই। শুধুই কান্নার আওয়াজ।

'বেকি,' অনুরোধের গলা টমের, 'বেকি, কিছু বলবে না?'

আরও কান্না।

টম এবার তার সবচেয়ে দামী সম্পত্তি বের করে ফেলল—পিতলের চাকতি একটা, মেলে ধরল বেকির সামনে, 'বেকি, এটা নেবে না?'

মেয়েটা হাতের ঝাঁকিতে মেঝেয় ফেলে দিল জিনিসটা। টম বেরিয়ে গেল এবার। বাড়ি পেরিয়ে, পাহাড়ের ওপশে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেকির মনে সন্দেহ দেখা দিল—দরজার কাছে দৌড়ে গেল ও। দেখা নেই। ঘুরে খেলার উঠোনে ছুটে গেল, টম নেই এখানেও। ডাকল, 'টম, ফিরে এস, টম—'

কান খাড়া করে রইল বেকি, কোন সাড়া নেই। আবার কাঁদতে বসল সে, কিন্তু এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে, দুঃখ লুকোতে হবে তাদের কাছ থেকে।



৮

এখান-সেখান দিয়ে চলল টম, গলিপথ দিয়ে, সহপাঠীদের চোখ এড়িয়ে। ক্রমে আস্তে হাঁটতে লাগল - শেষে এক জঙ্গলে ঢুকে একটা ওকগাছের নিচে বসে পড়ল—পশ্চিমা বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই। প্রচণ্ড গরমে পাখিদের গান বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে দূরে কাঠ-ঠোকরার আওয়াজ।

টমের মনটা দমে গেছে। মাথাটা হাত দুটোর মধ্যে রেখে বসে আছে সে। নিজেকে দুর্ভাগা মনে হল তার। কি করেছে সে? কিছুই না। শুধু দুর্ব্যবহার জুটেছে কপালে। একদিন ওকে এর জন্যে দুঃখ

পেতে হবে। হয়ত তখন দেরি হয়ে যাবে। যদি—যদি সে কিছু দিনের জন্য মরতে পারত !

কিন্তু কিশোর-মন স্থিতিশীল নয়, টম আবার বাস্তব জগতে ফিরে এল। এখন যদি সে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায় তাহলে কি হয় ? যদি দূরে কোথাও চলে যায়—অনেক দূরে, অজানা কোন দেশে সাগর পেরিয়ে ? ফিরে যদি না আসে কোনদিন ? তখন কেমন মনে হবে ওর ? ক্লাউন হবার স্বপ্ন এখন আর তার মনে নেই—বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। না, সে সৈনিক হবে, অনেক দিন পরে ফিরবে দেশে—যুদ্ধের ক্লান্তি, সেই সঙ্গে খ্যাতি নিয়ে। না, তার চেয়েও ভালো হবে যদি রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে—সুদূর পশ্চিমে বিচিত্র জীবন যাপন করবে টম। পাখির পালক জড়িয়ে রঙচঙা মুখে কোন রোববার ঢুকে পড়বে সদলে ইস্কুলে। চোখ জুড়িয়ে দেবে তার সঙ্গীদের। না। সে জলদস্যু হবে। হ্যাঁ, তাই ! এতক্ষণে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এক বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। তার নাম শুনে মানুষ আঁতকে উঠবে। উত্তাল জলরাশির উপর দিন কাটবে তার, লম্বা—নিচু জলাশয়—স্পিরিট অফ দ্য স্টর্ম-এ। হঠাৎই একদিন উদয় হবে তার গ্রামে—গির্জায় ঢুকবে লম্বা পা ফেলে। কালো মখমলের জামা আর প্যাণ্ট পরনে, বিরাট জুতো পায়ে, কোমরে পিস্তল গোঁজা, বাঁকানো টুপি। পতাকায় মড়ার খুলি আর হাড় খোদাই করা—চারদিকে ফিসফিসানি উঠবে টম সয়ার —জলদস্যু !

হ্যাঁ। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে টম। কালই সে বেরিয়ে পড়বে। তাহলে এখনই প্রস্তুত হতে হয়। কাছেই এক গাছের পচা শিকড় খুঁড়তে শুরু করল ছুরি দিয়ে। ফাঁপা জায়গায় আঘাত হল একটু পরেই। হাতটা সেখানে দিয়ে টম জোরালো গলায় মন্ত্র পড়ে চলল, 'যে এখানে আসনি—এস। যে এখানে আছ—থাক !'

ধুলো সাফ করতে বেরিয়ে পড়ল একটা জিনিস—একটা গুলি ! বিস্ময়ের সীমা নেই টমের। মাথা চুলকোল সে, গুলিয়ে যাচ্ছে যেন সব।

গুলিটা ছুঁড়ে দিল একদিকে বিরক্ত হয়ে। এতদিন সে আর তার বন্ধুরা যা বিশ্বাস করে এসেছে তা মিথ্যা হয়ে গেল। যদি কোন গুলি পুঁতে রাখা হয় মন্ত্রপূত অবস্থায়, এক পক্ষকাল সেটাকে

পেড়ে রাখা হয়, তো পরে দেখা যায় যেসব গুলি হারিয়েছে সবগুলোই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু আজ তা ব্যর্থ হওয়ায় টমের বিশ্বাসের ভিত্তিতে নাড়া লেগেছে। কিন্তু একবারও তার একথা মনে হল না যে এর আগের বারগুলোতে চেষ্টা চালিয়েও কোথায় পুঁতেছে গুলিগুলো আবিষ্কার করতে পারেনি। শেষে তার ধারণা হল কোন ডাইনীর জাদু-বলেই এটা সম্ভব হয়েছে, তাই সে একটা বালিমাটির জায়গা খুঁজে নিয়ে চোঙের মতো গহ্বরের কাছে মুখ নিয়ে গেল, তারপর বলল—

'হুতোম প্যাঁচা, হুতোম প্যাঁচা, আমি যা জানতে চাই বলে দাও।' কথাগুলো বারবার বলল সে।

বালিতে আলোড়ন হল, কিছু পরে একটা খুদে কালো পোকা দেখা দিল, পরক্ষণেই ভয়ার্ত জীবটি লুকিয়ে পড়ল।

'তাহলে ডাইনীর কাজ এটা, জানতাম না।' ডাইনীদের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়, জানে টম। তাই হাল ছেড়ে দিল সে। হঠাৎ মনে হল যে গুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেটা ফিরে পাওয়া দরকার। শান্ত হয়ে খোঁজ করল টম সেটার। কিন্তু খুঁজে পেল না। তাই আগের জায়গায় গিয়ে পকেট থেকে আর-একটা গুলি বের করে একই ভাবে ছুঁড়ে দিল সেটা,—'যাও, তোমার ভাইকে খুঁজে আন।'

গুলিটা কোথায় গিয়ে থামল সেটা দেখল টম, সেখানে চলে গেল সে। কিন্তু সেটা হয় আগে কোথায় পড়ে থাকবে বা আরও দূরে কোথাও গিয়ে পড়েছে। তাই আরও দুবার চেষ্টা চালাল সে। শেষ-বারে সফল হল টম—দুটো গুলি একে অন্যের এক ফুটের মধ্যে পড়ে।

ঠিক তখুনি বাঁশির ক্ষীণ আওয়াজ এল টমের কানে। টম জামা-কাপড় খুলে ফেলল। দ্রুতহাতে তীর-ধনুক বানাল, সেই সঙ্গে বাখারির তলোয়ার আর টিনের বাঁশিও একটা, সেটি বাজিয়ে দিল। সতর্ক চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। শেষে কাল্পনিক কিছুর উদ্দেশে বলে উঠল, 'দাঁড়াও! আমার আনন্দময় ফুর্তিবাজ মানুষেরা! আমার সঙ্কেত শোনা পর্যন্ত লুকিয়ে থাক।'

জো হার্পার বেরিয়ে এল, টমের মতোই অস্ত্রে সজ্জিত। টম আবার বলল,—'দাঁড়াও, আমার অনুমতিপত্র ছাড়া এখানে, শেরউড বনে কে আসে?'

'গাই অফ গিসবোর্নের অনুমতিপত্র লাগে না। তুমি কে যে—'

'এমন কথা বলতে পার'—টম তার হয়েই বাকিটা বলে দিল। কারণ তারা বই-এর উদ্ধৃতি দেয় স্মৃতি থেকেই।'

'আমি,—আমি রবিন হুড, শীগগিরই প্রমাণ পাবে তার—'

'তাহলে তুমিই সেই প্রখ্যাত দুর্বৃত্ত! এস, তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়ার জন্যে তৈরি আমি। এস।'

বাখারির তলোয়ার হাতে উঠল তাদের। অন্য জিনিসপত্র মাটিতে নামিয়ে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল দুজনে।

জোর লড়াই চলল, দুজনেই হাঁফাচ্ছে।

টম চেঁচিয়ে উঠল একসময়ে, 'পড়, পড়—পড়ছিস না কেন?'

'পড়ব না! তুই পড় না! তুই-ই তো মার খাচ্ছিস বেশি।'

'ও কিছু না। আমি পড়ছি না। বইয়ে এরকম কিছু লেখা নেই, বইয়ে আছে—তারপর এক উলটো হাতের মারে গাই অফ গিসবোর্নকে হত্যা করল সে। তোমার ঘুরে যাওয়া দরকার যাতে পেছন থেকে মারতে পারি আমি—'

এর পর আর কথা নেই। জো ঘুরল, আঘাত খেয়ে পড়লও! জো উঠে পড়ল, 'এখন তোমাকে মারতে দিতে হবে আমাকে, সেটাই ভালো দেখাবে।'

'তা হতে পারে না, বইয়ে নেই সেকথা।'

'ব্যাপারটা খারাপ হল কিন্তু।'

'শোন্ জো, তুই ফ্রায়ার টাক বা মিলারের ছেলে মাচ-ও হতে পারিস, আমাকে বর্শার খোঁচা দিতে পারিস তাহলে। নয়ত আমি নটিংহ্যামের শেরিফ হই, তুই রবিন হুড হ, আমাকে খতম কর।'

ফয়সালা হল। পরে আবার টম রবিন হুড হল, আর জো একদল দুর্বৃত্তের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে আহত অবস্থায় টেনে নিয়ে চলল। তার তীরটা টমের দুর্বল হাতে ধরিয়ে দিল। টম বলল, 'এই তীর যেখানে পড়বে, সেখানে গ্রীনউড গাছের তলায় রবিন হুডকে মাটি দিও। তীর ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ল সে, মরাই উচিত ছিল তার, কিন্তু বিছুটি গাছে পড়ে সে লাফিয়ে উঠল।

জামাকাপড় গায়ে চাপিয়ে নিল দুজনেই। লড়াইয়ের পোশাক লুকিয়ে ফেলল। সঙ্কল্প গ্রহণ করল, যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী রাষ্ট্রপতি হওয়ার চেয়ে এক বছর শেরউড বনের দস্যু হয়ে থাকবে।



৯

সে-রাতে, অন্যদিনের মতো টমাস আর সিডকে সাড়ে ন-টায় শুতে পাঠান হল। যথারীতি ওরা প্রার্থনা করল। সিড শীগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়ল। টম অধীরভাবে জেগে অপেক্ষা করছে। যখন রাত প্রায় শেষ বলে মনে হল তার, ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা বাজল। বিছানায় ছটফট করতেও পারছে না, সিড জেগে যাবে। তাই অন্ধকারে চোখ মেলে চুপচাপ পড়ে রইল সে। অন্ধকার ভেদ করে আস্তে আস্তে নানান আওয়াজ কানে এল। ঘড়ির টিক টিক আওয়াজ স্পষ্টতর হল। ঘরের ছাদ আর সিঁড়িতেও বিচিত্র আওয়াজ উঠল। নিঃসন্দেহেই অপরাধীদের গতিবিধি বাড়ছে। পলি-মাসির ঘর থেকে নাকডাকার চাপা আওয়াজ আসছে। ঝিঁঝিঁর ডাকও শুরু হল। রাতের বাতাস ভেদ করে দূরে কোথাও কুকুর ডেকে উঠল। তার উত্তরে আরও দূরে কোথাও আর-এক কুকুরের গলা ভেসে এল। টম বিচলিত। শেষে বুঝল সময় থেমে গেছে। ঝিমিয়ে পড়ল টম। এগারটার ঘণ্টা পড়ল ঘড়িতে। আধো-ঘুমের ফাঁকে চেনা আওয়াজ এল তার কানে, শেষে—'ভাগ্, শয়তান কোথাকার!' সেই সঙ্গে খালি বোতল ভাঙার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। এক মিনিট, টম জামাকাপড় পরে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল। হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে সে। অত্যন্ত সতর্কতায় একবার কি দুবার 'মিয়াঁও' উচ্চারণ করল টম, তারপর একলাফে কাঠের ছাদে উঠে অন্যদিকে মাটিতে নামল। হাকলবেরি ফিন রয়েছে সেখানে, সঙ্গে মরা বিড়ালটাও। ওরা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে ওরা কবরখানার লম্বা ঘাসের ফাঁক দিয়ে হাঁটছে। পুরনো ধরনের কবরখানা। পাহাড়ের উপরে—গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূরে। সারা কবরখানা ভরে গেছে ঘাস আর ঝোপে। অধিকাংশ কবরই মাটির ভিতর ঢুকে যেতে বসেছে।

গাছের ফাঁক দিয়ে বাতাস বইছে, টমের ভয় হল হয়ত মৃতদের আত্মার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। ওরা কথা কমই বলছে, যা বলছে তাও নিচু গলায়। চারদিকের স্তব্ধতা ওদের উপর প্রভাব ফেলছে। যে জায়গার খোঁজ করছিল ওরা, পেয়ে গেল সেটা। চুপচাপ অপেক্ষা করল একটুক্ষণ, দূরে এক প্যাঁচার ডাক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। কথা বলা দরকার, টম তাই ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'হাক, তোর কি মনে হয় যে মৃতেরা আমাদের এখানে আসা পছন্দ করে ?'

হাকলবেরিও গলা নামিয়ে বলল, 'জানতে পারলে হত। ভীষণ চুপচাপ চারদিকে, না রে ?'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

একটুখানি নীরবতা, ওরা মনে মনে ব্যাপারটা যাচাই করে নিল। টম বলল, 'হাক, তোর কি মনে হয় ? হস উইলিয়াম আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে ?'

'নিশ্চয়ই। অন্তত ওর আত্মা তো শুনছেই—'

টম কিছু পরে বলল,—'আমার মিস্টার উইলিয়াম বলা উচিত ছিল - কিন্তু আমি তাঁর অসম্মান করতে চাইনি, বুঝলি ? সবাই ওকে 'হস' বলে ডাকে তো।'

কথা থেমে গেল। পরক্ষণেই টম সঙ্গীর হাত ধরে ফেলল, 'স্।'

'কিরে টম।' ওরা আরও কাছে সরে গেল।

'স্ ! স্ ! আবার ! শুনতে পেলি না ?'

'আমি —'

'ওই তো—ওইখানে—এবার শোন্।'

'ব্যস্—টম ! ওরা আসছে রে ! নির্ঘাত আসছে। কি করব আমরা এখন ?'

'জানি না। আমাদের দেখতে পাবে মনে হয় ?'

'টম, ওরা আঁধারেও দেখতে পায়, বেড়ালের মতো। না এলেই হত।'

'আরে, ভয় পাবার কি আছে ! আমাদের বিরক্ত করবে মনে হয় না, বুঝলি ? আমরা যদি চুপচাপ থাকি, হয়ত নজরই করবে না আমাদের।'

'চেষ্টা করব টম। কিন্তু বাপস্, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে রে !'

'শোন।'

ওরা দুজন মাথা নামিয়ে দিল, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ। কবরখানার অন্য প্রান্ত থেকে কিছু চাপা আওয়াজ উঠল।

'দেখ্—দেখ্!' টম চাপা গলায় বলে উঠল, 'কি রে ওটা ?'

'দানোদের আগুন! টম – মাইরি কি বীভৎস!'

অন্ধকার ভেদ করে কিছু অস্পষ্ট মূর্তি বেরিয়ে এল। হাতে পুরনো ধাঁচের লণ্ঠন। তার আলো পড়েছে নানা জায়গায়। হাকলবেরি কেঁপে উঠল, 'দানো সব—বুঝলি! তিনটে—টম—আমরা গেছি! ঈশ্বরের নাম কর।'

'চেষ্টা করছি। কিন্তু তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন ? ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

'স্‌।'

'কিরে, হাক ?'

'মানুষ রে! একজন তো বটেই—বুড়ো মাফ—মাফ পটারের গলা পাচ্ছি।'

'না, তাই কি ?'

'হ্যাঁ রে—আমি জানি। নড়াচড়া করিসনি। আমাদের নজর করার মতো সেয়ানা নয় লোকটা। মাতাল। যেমন হয় রোজ—'

'ঠিক আছে। নড়ব না। এই তো আসছে। একবার গরম হয়ে উঠছে। আবার ঠাণ্ডা হচ্ছে। এই হাক, আমিও ওদের একজনের গলা চিনি—ইনজান জো-এর গলা।'

'হ্যাঁ, খুনীটা! কি করছে রে ওরা ?'

ওদের গলা থেমে গেল, কারণ তিনটে লোকই ওদের কাছাকাছি এসে পড়ছে।

'এইখানেই আছে।' তৃতীয় জনের গলা। লণ্ঠন তুলে ধরতে ওকেও চেনা গেল, তরুণ ডাক্তার রবিনসন।

পটার আর ইনজান জো একটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে এসেছে—তাতে দা আর গোটা দুয়েক কোদাল। ওরা সেগুলো নামিয়ে কবর খুঁড়তে লাগল। ডাক্তার লণ্ঠনটা কবরের মাথায় রেখে একটা এম গাছে পিঠ রেখে বসল। ও ওদের এত কাছে যে ওরা ইচ্ছে করলে ছুঁতে পারে ওকে।

'তাড়াতাড়ি করো হে!' নিচু গলায় নির্দেশ দিল সে, 'চাঁদ যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে।'

ওরা বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে খোঁড়ার কাজ চালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ শুধুই কোদাল চালানোর আওয়াজ আসছে। একঘেয়ে। শেষে শাবলের ঘা পড়ল কফিনে, মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সেটাকে টেনে তুলল ওরা দুজনে। শাবলের বাড়ি দিয়ে ঢাকনা খুলে ফেলল, লাশটা বের করে সেটাকে আছড়ে ফেলল মাটিতে।

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এসে মলিন মুখটার উপর পড়ল। ঠেলা তৈরি, তার উপর চাপানো হল লাশ। কম্বলে ঢাকা। দড়ি দিয়ে বাঁধা। পটার ছুরি বের করে দড়িটার এক প্রান্ত কেটে দিল।

'মাল তৈরি, আর-একটা পাঁচের পাতি লাগাও, নাহলে এখানেই থেকে যাবে লাশ!'

'হ্যাঁ, এই হল কথা।' ইনজান জো সায় দিল।

'আরে, এসবের মানে কি! তোমরা আগাম টাকা চেয়েছিলে, পেয়েছ।' ডাক্তার বলল।

'হ্যাঁ। তার চেয়েও বেশি করেছ তুমি।' ইনজান জো ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গেল। ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'পাঁচ বছর আগে তুমি আমাকে তোমার বাপের হেঁশেল থেকে বের করে দিয়েছিলে এক রাতে। আমি সেদিন কিছু খেতে চেয়েছিলাম। আমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর বদলা নেব—তার জন্যে একশ বছর লাগলেও সই। তোমার বাপ আমাকে ভবঘুরে বানিয়ে জেলেও পুরেছে। তুমি কি ভেবেছিলে আমি সেসব ভুলে গেছি? আজ তোমাকে কব্জায় পেয়েছি—ফয়সালা করতে হবে—।'

মুখের উপর ঘুষি পাকিয়ে ডাক্তারকে শাসাচ্ছে ইনজান। ডাক্তার হঠাৎ-ই হাত চালাল, মাটিতে পড়ল ইনজান। পটার তার ছুরি ফেলে দিল, 'অ্যাই, আমার চিতেবাঘের গায়ে হাত দেবে না!' পরমুহূর্তে সেও ডাক্তারের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে দিল। দুজনেই প্রচণ্ড শক্তির লড়াই চালিয়েছে। ইনজান জো এই ফাঁকে উঠে পড়েছে, চোখ জ্বলছে তার। পটারের ছুরিটা তুলে নিয়ে বিড়ালের পায়ে এগোল সে লড়িয়ে দুজনকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে—সুযোগের অপেক্ষায়।

হঠাৎ ডাক্তার নিজেকে মুক্ত করে নিল। উইলিয়ামসের কবরের কাঠ তুলে নিয়ে পটারের মাথায় বাড়ি মেরে তাকে ধরাশায়ী করল। ইনজান জোর সুযোগ এল—ছুরি আমূল চালিয়ে দিল ডাক্তারের বুকে। ঘুরে প্রায় পটারের উপরেই পড়ল ডাক্তার। তার রক্ত পটারের গায়ে।



মেঘ চাঁদকে আড়াল করতেই টম আর হাকলবেরি ভীতত্রস্ত হয়ে অন্ধকারে দৌড়ে পালাল।

পরে চাঁদ আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরোতে ইনজান জো-কে মূর্তি দুটোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। লক্ষ্য করছে ওদের। ডাক্তারের ঠোঁট থেকে বিড়বিড় করে কিছু শব্দ বেরোল—একটা কি দুটো হাঁফ ছেড়ে নিশ্চল হয়ে গেল।

ইনজান ফিসফিস করে উঠল, 'ফয়সালা হল। এবার নরকে যাও।'

লাশটার পকেট হাতড়াল সে। শেষে রক্তমাখা ছুরিটা পটারের হাতে গুঁজে দিল। কফিনটার উপর বসল কিছুক্ষণ। তিন-চার—পাঁচ মিনিট কাটল। পটার নড়াচড়া শুরু করল, মুখে গোঙানি। হাতটা তার ছুরিটার উপর মুঠো হল—তুলে দেখল সেটা, ফেলে দিল ছুরি—কাঁপছে সে। ডাক্তারের লাশটা ঠেলে দিয়ে উঠে বসল পটার—পরে চারপাশে ঘুরল তার বিভ্রান্ত চোখ। শেষে ইনজান জো-র সঙ্গে মিলল তার চোখ!

'আরে বাপ—কি করে হল এটা, জো?'

'নোংরা ব্যাপার।' জো নিশ্চল বসে, 'কি জন্যে করলে এটা?'

'আমি! আমি কখ্খনো করিনি।'

'দেখ—এতে কিন্তু চিঁড়ে ভিজবে না।'

পটার কাঁপছে, ফ্যাকাশে মেরে গেছে সে।

'আমি—আমার নেশা কেটে গেছে ভেবেছিলাম। আজ রাতে মদ খাওয়ার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু মাথাটা এখনও ভার আছে। কিছুই মনে পড়ছে না—জো-বল্, সত্য দিব্যি দিচ্ছি তোকে—বল্ আমি করেছি এই কম্ম—না, এরকম তো ইচ্ছে ছিল না আমার। মাইরি বলছি—দিব্যি। কখ্খনও না—কি করে হল, বল্ জো—সত্যি, কি ভয়ঙ্কর—।'

'আরে, তোমরা দুজনে তো ধস্তাধস্তি করছিলে ও তোমার ওপর, ওই কাঠটা ঝাড়ল, পড়ে গেলে মুখ থুবড়ে তুমি। পরে উঠে পড়লে, ধুকছ তুমি—ছুরিটাকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলে, ও ব্যাটাও সেই সঙ্গে আর-এক ঘা বসাল তোমাকে। আর এতক্ষণ পড়েছিলে তুমি মড়ার মতো—'

'আরে, আমি কি করছি বুঝতেই পারিনি, এই মুহূর্তে যদি মরতে

পারতাম তো শান্তি হত। সবই ওই হুইসকির জন্য। তোকে আমার খুব ভালো লাগে, জো—তোর জন্যে কত লড়েছিও—বলবি না বল্‌ - জো—' বেচারী পটার হাঁটু মুড়ে পড়ল জো-র সামনে—খুনীর সামনে। হাত দুটো জড়ো করল।

'না। তুমি আমার সঙ্গে দুনম্বরী করনি কখনও, তাই কথা দিলাম — তোমাকে ডোবাব না।'

'জো, তুই না দেবতা। এর জন্য শেষদিন পর্যন্ত আমি তোকে আশীর্বাদ করব।' পটার কান্না জুড়ে দিল।

'আরে থাম—অনেক হয়েছে। এটা ফোঁপানোর সময় নয়। তুমি ওদিক দিয়ে কেটে পড়। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি। চল—কোন চিহ্ন রাখা চলবে না।'

পটার ছুটতে শুরু করল। ইনজান তাকিয়ে রইল তার পালিয়ে-যাওয়া মূর্তিটার দিকে, শেষে বলল, —'নেশার ঘোরে ছুরিটার কথা ভুলে যাবে ব্যাটা, আর মনে পড়লেও ফিরে আসতে ভয় পাবে - ব্যাটা মুরগীর কলজে—।'

মিনিট দু-তিন পরে ডাক্তারের লাশ, কম্বলে-মোড়া মড়া, ঢাকনাবিহীন কফিন আর খোঁড়া কবরটা চাঁদ ছাড়া আর কারুর নজরে রইল না। স্তব্ধতা নামল আবার।



১০

গ্রামের দিকে ছুটে চলল ছেলে দুটো, ভয়ে কথা হারিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছে, কেউ তাড়া করছে কি না, দেখছে কি না। রাস্তায় যা কিছু দেখে, মানুষ-মানুষ মনে হয় তাদের। গ্রামের কাছাকাছি হতেই একপাল কুকুরের চিৎকারে পাড়া জেগে উঠল।

'পুরনো চামড়ার কারখানা পর্যন্ত যদি যেতে পারতাম কোনমতে।' টম হাঁফাচ্ছে, কথার ফাঁকে দম নিচ্ছে, 'আর সহ্য করতে পারছি না।'

হাকলবেরির দীর্ঘশ্বাস শুনল সে উত্তরে।

কোনরকমে গিয়ে পড়ল ছুটোতে। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে তারা পড়ে গেল, হাঁফাচ্ছে। শেষে নিশ্বাস স্বাভাবিক হতে টম বলে উঠল, 'হাক, কি হবে শেষ পর্যন্ত ?'

'যদি ডাক্তার রবিনসন মরে যায়—তাহলে অনিবার্য ফাঁসি।'

'বলছিস ?'

'জানি বলেই বলছি, টম।'

টম একটুক্ষণ ভাবল, 'কে মুখ খুলবে ? আমরা ?'

'কি বলছিস তুই ? যদি কিছু হয় আর ইনজান ফাঁসিতে না ঝোলে তাহলে তো আমাদেরও খুন করবে সে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম, হাক।'

'যদি বলার ব্যাপার থাকেই তাহলে মাফ পটারই করুক সেটা।'

টম চুপ করে রইল। পরক্ষণেই বলল মৃদু গলায়, 'হাক, পটার জানেই না কিছু, বলবে কি করে ?'

'না জানার কারণ কি ?'

'কারণ সোজা—ইনজান হতভাগা যখন কাজ সারে তখন তো ও মাটিতে পড়ে - সাড়া নেই। কি করে দেখবে ?'

'হ্যাঁ, তাই তো ?'

একটুক্ষণ পরে টম বলল, 'হাক, তুই ঠিক বলছিস, চুপ করে থাকতে পারবি ?'

'টম, আমাদের চুপ করে থাকতেই হবে। শয়তানটা জানতে পারলে ইঁদুরের মতো মারবে আমাদের। আয়, আমরা প্রতিজ্ঞা করি—চুপচাপ থাকব।'

'আমি রাজি। সেটাই সবচেয়ে ভালো। তুইও আমার হাত ধরে—।'

'না-না, ওতে হবে না। ছেলেমানুষি ব্যাপারে চলে ওসব ? রক্তে লেখা থাকবে আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা—।'

টমের মনঃপূত হল এ প্রস্তাব। সময়, পরিবেশ, সব মিলিয়ে। পাইনগাছের একটা ডাল কেটে তার টুকরো দিয়ে নিজের হাতে কি সব লিখল।

হাকলবেরি ওর লেখার মুন্সিয়ানায় চমৎকৃত! সৌন্দর্যেও। একটা আলপিন নিয়ে তার হাতে ফোটাতে যাবে, টম বলে উঠল,

'দাঁড়া ওটা করিস না। পিন পেতলের তৈরি—ওতে বিষ থাকতে পারে।'

টম সুচ থেকে সুতো খুলে ফেলল। ওরা একে একে বুড়ো আঙুলে সেটাকে ফুটিয়ে রক্ত বের করল। টম কোনরকমে তার নামের আদ্যক্ষর সই করতে পারল। পরে বন্ধুকে 'এইচ' আর 'এফ' অক্ষর দুটি কেমন করে লিখতে হয় দেখাল। শপথের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হল। কাঠের ফালিটা মন্ত্র পড়ে দেয়ালের কাছে পোঁতা হল।

পোড়ো বাড়িটার আর-এক প্রান্তে তখন চুপিসাড়ে ঢুকল একজন, ওদের অজ্ঞাতসারেই।

'টম, এটা কি আমাদের ওপর সবসময়ের জন্য বাঁধা রইল—কখনই বলা যাবে না?'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

ওরা নিচু গলায় কথা বলে চলল খানিক সময়। এরই মধ্যে এক কুকুর তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, বাইরে ওদের কাছ থেকে দশ ফুট দূরে। ওরা ভয়ে জড়িয়ে ধরল একে অন্যকে।

'আমাদের কাকে চাইছে রে?'

'কি জানি—ফুটো দিয়ে দেখ—জলদি।'

'না তুই দেখ, টম।'

'আমি পারব না—হাক।'

'টম, টম—ওই যে আবার—'

'বাপস! আমি ওর গলা চিনি—বুল হারবিসন।'

'যাক, বাঁচা গেল ভয়ে মরছিলাম আর কি! কুকুরটা বেওয়ারিশ।'

কুকুরটা আবার চিৎকার করে উঠল, ওদের ভয় বাড়ল।

'টম! ওটা বুল হারবিসন নয়। দেখ।'

টম, কাঁপতে কাঁপতে উঁকি দিল, তার গলা প্রায় শোনাই যায় না, বলল, 'হাক! বেওয়ারিশ কুকুরই বটে!'

'জলদি টম—কাকে চায় ও?'

'হাক—আমাদের দুজনই ওর লক্ষ্য মনে হচ্ছে—একসঙ্গেই আছি আমরা।'

'টম, গেলাম আমরা! এত খারাপ আমি—।'

'আমিও যা করার নয় করেছি—সিডের মতো লক্ষ্মী ছেলে হতে

পারতাম—কিন্তু পারিনি। এবারটা যদি পার পেয়ে যাই, তো রোববারের ইস্কুলে নিয়মিত—' ফোঁপাতে লাগল টম।

'তুমি খারাপ!' হাকও ফোঁপাচ্ছে, 'ধুর—টম আমি ভাবি যদি তোমার সুযোগের অর্ধেকও জুটত আমার কপালে।'

টমের গলায় আটকাল, 'নিচু গলায় বলল, দেখ হাক,—দেখ আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে ও।'

হাক তাকাল, চোখে খুশির ছাপ তার।

হঠাৎ ঘেউ ঘেউ থামল,—টম কান খাড়া করল—।

'স্! কি ওটা?'

'মনে হচ্ছে শুয়োরের ঘোঁতঘোঁতানি, না কেউ নাক ডাকাচ্ছে! টম—?'

'তাই তো! কোথায় হাক?'

'ওই কোণে হবে। প্যাপ ওখানে মাঝে মাঝে শুত শুয়োরগুলোর সঙ্গে। শুয়ে নাক ডাকাত। তবে আমার মনে হয় এ শহরে আর আসবে না প্যাপ।'

দুঃসাহসিকতায় আবার ওদের পেয়ে বসল।

'হকি, আমি যদি পথ দেখাই তো যাবি?'

'না, তেমন ইচ্ছে নেই, টম—যদি ইনজান জো হয়?'

টম দমে গেল। তবু কৌতূহল সামলাতে পারল না। ঠিক হল, ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখবে, তবে নাকডাকা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পালাবে। পায়ে পায়ে এগোল ওরা, একে অন্যের পিছনে। নাক-ডাকা মানুষটার চার-পাঁচ ফুট তফাতে টম একটা ছড়ি মাড়িয়ে দিতেই সেটা শব্দ করে ভেঙে গেল। লোকটা ককিয়ে উঠল ঘুমের ঘোরে—একটু নড়াচড়াও করল—মুখটা চাঁদের আলোয় দেখা গেল। মাফ পটার। ওদের নিশ্বাস বুঝি আর পড়ে না! বাইরে বেরিয়ে এল পায়ে পায়ে, দাঁড়াল বেশ কিছুটা পথ যাবার পর, বিদায় নেবার জন্যে। সেই দীর্ঘ, শোকাকুল কান্না আবার শোনা গেল কুকুরটার। ওরা ঘুরতে কুকুরটাকে পটার যেখানে পড়ে আছে, তার কয়েক হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। পটারের দিকেই মুখ তার—নাকটা উপর দিকে তোলা!

'আরে—ওকে চাটছে!' দুজনেই একনিশ্বাসে বলল।

ওদের ছাড়াছাড়ি হল, চিন্তিত দুজনেই।

টম যখন তার বিছানায় ফিরে গেল রাত প্রায় শেষ। অত্যন্ত

সাবধানে জামাকাপড় ছাড়ল সে—ঘুমিয়ে পড়ল নিজেকে ধন্যবাদ দিয়ে যে কেউ তার পালানোর কথা জানতে পারেনি। কিন্তু জানল না যে সিড, যার নাক ডেকে চলেছে মৃদুস্বরে—জেগে রয়েছে—এবং ঘণ্টাখানেক ধরেই সে জেগে।

টম যখন জাগল, সিড তখন জামাকাপড় পরে বেরিয়ে গেছে। বেশ বেলা হয়েছে—অবাক হল সে। তাকে ডাকা হয়নি কেন? ঠিক সময়ে না ওঠার জন্য গালাগালিও হয়নি অন্যদিনের মতো। চিন্তায় পড়ল টম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামাকাপড় পরে নিচে নেমে এল সে। ঘুমের ঘোর কাটেনি। পরিবারের অন্যেরা এখনও টেবিলে, কিন্তু প্রাতরাশ শেষ হয়েছে তাদের। ভর্ৎসনার কোন আওয়াজ নেই, কিন্তু চোখগুলো অন্যদিকে ঘুরছে। নিস্তব্ধতা। পরিবেশে গাম্ভীর্য—অপরাধীর মনে ভয় ধরাবার পক্ষে যথেষ্ট। টম বসে খুশি-খুশি ভাব দেখাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কারুর ঠোঁটে হাসি ফুটল না। সাড়াও না। টম চুপ মেরে গেল, মন দমে গেল তার।

প্রাতরাশের পর মাসি তাকে আড়ালে নিয়ে গেলেন। টম প্রতি মুহূর্তেই ভাবছে—মার খাবে, কিন্তু তা হল না। মাসি কাঁদলেন, বললেন কি করে সে তাঁর বুক ভাঙতে পারে এমন সব কাণ্ড ক'রে। শেষে বললেন, সে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারে, উচ্ছন্নে যেতে পারে—কারণ তাঁর পক্ষে আর চেষ্টা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। হাজারটা মারের চেয়ে এটা আরও মারাত্মক, টমের মন খারাপ হয়ে গেল। সে কাঁদল, ক্ষমা প্রার্থনা করল—ভালো হবার অঙ্গীকার করল—কিন্তু সে বুঝতে পারল—যথার্থ ক্ষমা সে পেল না, বিশ্বাসও নয়।

টমের মন এতই দমে গিয়েছে যে সিড যে তড়িঘড়ি খিড়কি দিয়ে পালাল তার ভয়ে, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করল না। বিরস মনে ইস্কুলে গেল সে, জো হার্পারের সঙ্গে মারও খেল আগের দিন হুকি খেলার জন্যে। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল সে, হাতদুটোয় মুখ ঢেকে, বেঞ্চির উপর কনুই রেখে। কনুইতে শক্ত কিছু ঠেকছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে আস্তে ঘুরে বসল টম, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বস্তুটি তুলে নিল। কাগজে জড়ানো সেটা, আস্তে খুলল কাগজ—হৃদয় ভেঙে গেল আর একবার টমের। তার সেই পিতলের চাকতি।



১১

দুপুর নাগাদ সারা গ্রাম সেই ভয়াবহ দুঃসংবাদে বিমূঢ় হল। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল খবর বিদ্যুৎ-গতিতে। ইস্কুলে ছুটিও দেওয়া হল বিকেলের দিকে।

নিহত মানুষটার পাশে একটা ছুরি পাওয়া গেছে, এবং সেটা মাফ পটারের বলে কেউ চিনিয়েও দিয়েছে। রাত-জাগা এক লোক তাকে নাকি রাতভর ধোয়া-মোছাও করতে দেখেছে—এবং রহস্যজনকভাবে তাকে চলে যেতেও দেখা গেছে। ধোয়াধুয়ির ব্যাপারটাও অস্বাভাবিক, কারণ পটার এতে অভ্যস্ত নয়। আরও জানা গেল 'খুনী'র জন্যে সারা শহর তোলপাড় হয়েছে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিকে দিকে ঘোড়সওয়ার চলে গেছে। নগর অধ্যক্ষের ধারণা শীগগিরই ধরা পড়বে অপরাধী।

সারা শহর ভেঙে পড়েছে কবরখানায়। টমও মিছিলে যোগ দিয়েছে, এক অজানা টানে চলেছে সে। সেই ভয়াবহ জায়গায় এসে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে তার খুদে শরীরটা চালিয়ে অকুস্থলে পৌঁছল। এখান থেকে যাবার পর যেন এক যুগ কেটে গেছে মনে হল তার। কেউ তার হাতে চিমটি কাটল—ঘুরতেই হাকলবেরি ফিনের সঙ্গে তার চোখা-চোখি। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ফিরিয়ে নিল ওরা, অন্য কেউ ওদের এই দৃষ্টিবিনিময় দেখেছে কিনা তা নিয়ে ভাবনায় পড়ল। কিন্তু সবাই কথায় মত্ত—তাদের সামনে সেই ভয়াবহ দৃশ্যই একমাত্র দ্রষ্টব্য।

'বেচারী! বেচারী! কবরখানার চোরদের শিক্ষা হল এবার। মাফ পটারকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে ধরা পড়লে।'

টম শিউরে উঠল আপাদমস্তক। কারণ তার চোখ এবার পড়েছে ইনজান জো-র বোকা-বোকা মুখে। এই সময়ে লোকদের মধ্যে যেন ধস্তাধস্তি শুরু হল, ধাক্কাধাক্কিও। একসঙ্গে অনেক গলায় চিৎকার উঠল—'ওই তো—আসছে সে! নিজেই আসছে।'

'কে? কে?' বিশটা গলায় প্রশ্ন উঠল।

'মাফ পটার।'

'অ্যাই—দাঁড়িয়ে গেছে! হুঁশিয়ার—ঘুরছে লোকটা—ওকে পালাতে দিও না।'

টমের মাথায় গাছের ডালে বসে-থাকা লোকগুলো জানাল পালাবার চেষ্টা আদৌ করছে না সে—শুধু খানিকটা বিভ্রান্ত আর সন্দিগ্ধ দেখাচ্ছে তাকে।

'নরকের বেহায়া!' একজন দর্শক বলল, 'নিজের কুকীর্তি দেখতে এসেছে, চুপিচুপি! এত লোকজন আশা করেনি বোধহয়।'

ভিড় ছড়িয়ে পড়ল। পটারের হাত ধরে শেরিফ এলেন। পটারের চোখমুখ বসে গেছে, ভয়ের ছাপ চোখে। মৃতদেহের সামনে দাঁড়াতেই কাঁপুনি শুরু হল তার, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল, চোখে তার জল।

'আমি করিনি,'—ফুঁপিয়ে বলল পটার। 'দিব্যি করে বলছি, করিনি।'

'কে তোকে দোষী বলছে রে?' একটা গলা এল।

এতে কাজ হল। পটার মুখ তুলে অসহায় দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল। ইনজান জো-কে দেখতে পেল,—'এই জো—তুমি কথা দিয়েছিলে আমাকে কখনও—'

'এটা তোমার ছুরি?' শেরিফ তার সামনে মেলে ধরলেন অস্ত্রটা।

তাকে ধরে না-ফেলা হলে পটার হয়ত পড়েই যেত, কোনরকমে বলল, 'হঠাৎ মনে হল আমার, যদি ফিরে না এসে ওইটা—' আবার কেঁপে উঠল, শেষে তার শূন্য মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিল,—'বল জো—ওদের বল, আর দরকার নেই—'

হাকলবেরি আর টম বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে শয়তানের কাহিনী শুনে চলেছে, মিথ্যের জাল বুনে চলেছে লোকটা—বজ্রপাতও হয় না ওর মাথায়—ভাবে ছেলেদুটো। পটারের বাঁচার কোন আশা নেই।

কেউ প্রশ্ন করল,—'চলে গেলে না কেন? এখানে এলে কি জন্যে?'

'পারলাম না—পারলাম না,'—পটার ককিয়ে উঠল,—'পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেই এখানেই আসতে হল?' ফোঁপানি শুরু করল আবার।

ইনজান জো তার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করল ঠাণ্ডা অবিকৃত গলায়। টম আর হাকের বিশ্বাস লোকটা পুরোপুরি এখন শয়তানের খপ্পরে—আর প্রত্যেকের দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে উঠেছে সে।

ওরা ওর উপর লক্ষ্য রাখবে মনে মনে ঠিক করল—বিশেষ করে রাতে।

লাশটাকে গাড়িতে তুলতে সাহায্য করল জো। ভিড়ের মধ্যে আওয়াজ উঠল—ক্ষতস্থান থেকে অল্প রক্তই পড়েছে। ছেলেদের কাছে এটা একটা শুভ ইঙ্গিত—সন্দেহটা ঠিক পথেই চালিত হবে এবার। কিন্তু তারা হতাশ হল, কারণ অনেকেই বলে উঠল, 'যখন এটা ঘটে লোকটা মাফ পটারের তিন-চার ফুটের মধ্যে ছিল।'

সারা সপ্তাহ বিবেকের সঙ্গে টমের লড়াই চলেছে। গোপনতা রক্ষা করাটাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। সিড একদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে বলল,—'ঘুমের মধ্যে তুই এত ঘোরাঘুরি আর বকবক করিস যে আমাকে অর্ধেক সময়ই জেগে থাকতে হয়।'

টম চোখ নামিয়ে নিল।

'ভালো কথা নয়!' মাসি গম্ভীর, 'কি ব্যাপার বল্ তো, টম?'

'না তো—কিছু নয়,' কিন্তু টমের হাত নড়ে গিয়ে কফি চলকে পড়ল।

'আর, এমন সব কথা বকিস'—সিড বলে চলল, 'গতরাতে বললি —রক্ত—রক্ত—হ্যাঁ তাই! বার বার বললি ওই কথাগুলো। তারপর বললি,—আমাকে এভাবে শাসিও না—আমি বলব! কি বলার ছিল? কি বলবি তুই?'

টমের চোখের সামনে সব ওলটপালট হয়ে গেল। কি ঘটত কেউ বলতে পারবে না, কিন্তু মাসির মুখ থেকে উদ্বেগের ছায়া সরে গেল,— 'এ নিশ্চয় সেই হতচ্ছাড়া খুনের জন্যে। আমি তো স্বপ্ন দেখছি ক-দিন থেকে—যেন আমিই খুন করেছি!'

মেরিও জানাল সে-ও একই রোগে ভুগছে। সিড কিছুটা সন্তুষ্ট। টম দ্রুত সরে গেল সেখান থেকে। পরের একটা সপ্তাহ দাঁতের যন্ত্রণার অভিযোগ ছিল তার। সে জানতেও পারল না যে সিড প্রতি রাতেই তার উপর নজর রাখছে। টম ক্রমে চাঙ্গা হয়ে উঠল—দাঁতের যন্ত্রণাও দূর হল। টমের বিড়বিড়ানি থেকে সিড কোন কিছু আবিষ্কার করে থাকলেও তা নিজের মনেই রাখল সে।

প্রতিদিন বা একদিন পর পর এই সময়ে টম জেলখানায় হাজির হত, ছোটখাট 'সুবিধে'র ব্যবস্থা করত খুনীর। জেলখানাটা একটা ছোট্ট ইটকাঠের কাঠামো—গ্রামের এক প্রান্তে। পাহারার কোন বালাই নেই, কারণ আসামীর সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়!

গ্রামবাসীদের একটা প্রবল ইচ্ছে ছিল ইনজান জোকে ধরবে লাশ গায়েব করার অপরাধে, কিন্তু ওর মোকাবিলা করার মতো কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই প্রস্তাব নাকচ হল। লোকটা সাবধানী, তাই তার কাহিনী শুধু সেই মারামারির মধ্যেই রইল, কবরখানার ডাকাতির ব্যাপারটা চেপে গেল। এখনকার মতো তাই ব্যাপারটা কাছারি পর্যন্ত না নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে হল।



১২

টমের মন অন্য দিকে যাওয়ার কারণ ছিল, নতুন আকর্ষণ জুটেছে একটা। বেকি থ্যাচার ইস্কুলে আসা বন্ধ করেছে। কিছুদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করেছে টম, মন থেকে ওকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, পারেনি। ওদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে তাকে—দিনে ও রাতে। বেকি অসুস্থ। যদি মরে যায় ও! আর কিন্তু টমের যুদ্ধে যাবার বা জলদস্যুর পেশায় কোন আগ্রহ নেই। চাকা সরিয়ে রাখল টম, ব্যাটটাও। এতে আর আনন্দ নেই। মাসি চিন্তিত হলেন, নানারকম চেষ্টা চালালেন, ওষুধপত্র ইত্যাদি। স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় নানা পত্রপত্রিকা তাঁর পড়া।

'জলের চিকিৎসা' চলল টমের। প্রতিদিন সকালে তাকে চান করানো হত। তোয়ালে দিয়ে ঝাড়পোঁছ, তারপর শেষে ভিজে চাদরে মুড়ে কম্বলের তলায় ফেলা। কাজ হল না কিছু, দিনের পর দিন ছেলেটা মনমরা হয়ে চলল। ফ্যাকাশেও। গরম জলে স্নান শুরু হল এবার।

শেষে মাসির কানে এল বেদনানাশক ওষুধের কথা। এক চামচ খাইয়ে তার প্রতিক্রিয়ার জন্যে উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা চলল। স্বস্তি পেলেন, কারণ উদাসীন ভাবটা কেটে গেল। প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠল টম।

টমের মনে হল এই অলস জীবন থেকে জেগে ওঠার সময় হয়েছে। বাইরে ভাব দেখাল যেন এই ওষুধের জন্যেই তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

খুব বেশি করে ওষুধ চাইতে লাগল। মাসি বিরক্ত হয়ে শেষে তাকে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে বললেন।

হ্যাঁ, ওষুধ সত্যি সত্যিই কমছে দিন দিন।

কিন্তু টম যে সেটা দিয়ে মেঝের একটা গর্ত মেরামত করছে তা মাসি জানবেন কি ক'রে!

একদিন টম যখন মেঝের কাজ করছে, মাসির হলদে বিড়ালটা হাজির হল সেখানে—গলায় ঘড়ঘড় শব্দ—চামচের দিকে চোখ তার। প্রসাদ চাই।

টম তার উদ্দেশে বলল, 'পিটার, তোর দরকার না থাকলে খেতে চাস না।'

কিন্তু পিটার সংকেতে জানাল, প্রয়োজন আছে তার।

'তুই যখন চাইছিস দেব তোকে—কারণ আমার মধ্যে কোন নীচতা নেই—কিন্তু খেতে ভালো না লাগলে আমাকে কিন্তু দুষতে পারবি না।'

পিটার রাজি। টম তার মুখটা ফাঁক করে 'বেদনানাশক' ওষুধ ঢেলে দিল গলায়। পিটার আনন্দে গোটা কয়েক লাফ দিয়ে উঠল, বিচিত্র গলার শব্দ সেই সঙ্গে। ঘরময় ছুটে চলল জীবটি। পিছনের পায়ে উঠে দাঁড়াল পিটার এবার—আহ্লাদে ডগমগ—গলায় সেই শব্দ। সারা বাড়ি তোলপাড় শুরু হল এবার।

মাসি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—বেশ কিছুক্ষণ, যেন পাথর বনে গেছেন। টম গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেয়, হাসিতে ফেটে পড়ছে সে।

'টম, বেড়ালটার কি হয়েছে রে?'

'জানি না, মাসি।'

'কেন, এরকমটা তো কখনও হয় না।'

'সত্যি বলছি, জানি না আমি কিছু, মাসি। খুশিতে ওইরকম করে থাকে বেড়াল।'

'করে বুঝি?' মাসির গলায় শান পড়ছে।

'—ইয়ে, হ্যাঁ। তাই তো শুনেছি।'

বৃদ্ধা এবার ঝুঁকে পড়েছেন। টম লক্ষ্য করছে তাঁকে, চোখে উদ্বেগ তার। মাসি এবার টমের কান ধরলেন, তাঁর নজর চামচের উপর চলে গেছে, খাটের তলায় পড়ে সেটা, 'তা, বাবুর হঠাৎ অবলা জীবটির ওপর দয়া হল কেন?'

'মানে—করুণা থেকে, ওর তো মাসি-পিসি নেই।'

'হুঁ! ওরে মুখ্যু কোথাকার! তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক।'

'অনেক—বিস্তর, মাসি। ওর মাসি থাকলে অত্যাচার হত ওইরকমই। তাই—'

পলি-মাসি অন্যমনা হয়ে গেলেন। বটেই তো, ছোঁড়া তো একহাত নিয়েছে ওঁকে—নরম হয়ে গেলেন মাসি হঠাৎই। চোখে জলও বুঝি এল। টমের মাথায় হাতটা রাখলেন আস্তে, 'আমি ভালো চাই রে তোর, টম। আর ওতে তো তোর ভালো বই ক্ষতি হয়নি।'

টমের চোখে মজা পাওয়ার ভাব,—'আমি জানি তুমি ভালো চাও, মাসি, আমিও পিটারের ভালো চেয়েছি। ভালো হয়েছেও ওর—এরকম চটপটে ভাব তো আগে দেখিনি।'

'আমাকে আর রাগাসনি টম, সরে যা। আর শোন্—ভালো যখন হতে পারবি না তুই—অন্তত একবারের জন্যেও—এখন তোকে আর ওষুধটা খেতে হবে না।'

টম অনেক আগেই ইস্কুলে পৌঁছল। তবে ইদানীং সতীর্থদের সঙ্গে খেলাধুলোয় না মেতে টম ইস্কুলের গেটে ঘোরা-ঘুরি করে। হয়ত কাউকে খোঁজে।

সেদিনও ঘোরাফেরার শেষে হতাশ মনে ইস্কুলে ঢুকতে যাবে, এমন সময় গেটে চোখ পড়তে একটা ফ্রকের আভাস মিলল, আর সঙ্গে সঙ্গেই টম উঠে পড়ল—নিচে গিয়ে উচ্ছল হয়ে উঠল সে হঠাৎই। ছেলেদের তাড়া করছে, বেড়া লাফাচ্ছে, নানান কায়দা দেখাচ্ছে—কিন্তু যার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এত কাণ্ড—সে নির্বিকার। বেকি থ্যাচার একবারও মুখ ফেরাল না। তাহলে? তার উপস্থিতি কি টের পায়নি ও?

খুব কাছে চলে গেল টম তার অভিনব সংগ্রহের ভাণ্ডার নিয়ে। লড়াইয়ের ডাক চলল—একটা ছেলের মাথা থেকে টুপি তুলে নিয়ে সেটা ইস্কুলবাড়ির ছাদে পাঠাল ছুঁড়ে। সহপাঠীদের মাঝখান দিয়ে ছুটল তাদের তছনছ করে দিয়ে।

বেকির নাকের গোড়াতেই শেষে পড়ল টম মাটিতে—মেয়েটাকে একদম বিভ্রান্ত ক'রে। টম বেকিকে বলতে শুনল,—'ফুঃ—কিছু লোক ভাবে খুব চালু—সব সময়েই খালি কায়দা!'

টমের গাল পুড়ে গেল যেন। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সরে গেল সে—বিপর্যস্ত, পরাজিত।



১৩

টম মনঃস্থির করে ফেলেছে। সবাই পরিত্যাগ করেছে তাকে। কেউ ভালোবাসে না তাকে, কিন্তু এর ফলে সে কোথায় চলে যাচ্ছে জানতে পারলে নিশ্চয়ই দুঃখ পাবে তারা। সে তো সৎপথেই চলতে চেয়েছে, কিন্তু ওরাই দিল না তাকে ঠিক থাকতে।

পাপের পথেই পা বাড়াবে টম। অন্য কোন পথ নেই। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে সে, ইস্কুলের ঘণ্টা এল কানে—ক্ষীণ সে আওয়াজ। ফুঁপিয়ে উঠল টম – এই আওয়াজ তার জীবন থেকে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাচ্ছে। বড় কঠিন এ পৃথিবী। কান্না পেল টমের।

ঠিক এমনি সময়ে দেখা হয়ে গেল জো হার্পারের সঙ্গে—তার প্রাণের দোসর। ওরা দুজনে দুটো আলাদা সত্তা হলেও মনের দিক থেকে এক। জামার হাতায় চোখ মুছে ফেলল টম, একরাশ কথা বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে – বাড়িমুখো আর হবে না সে, জো কি তার সঙ্গী হবে? দেখা গেল এই প্রস্তাব জো-এর কাছ থেকেই আসছিল, আর সেইজন্যেই নাকি টমকে খুঁজছে সে। মায়ের কাছে ঠেঙানি খেয়েছে দুধের সর চুরি করে খাবার জন্যে—অথচ এই ব্যাপারের কিছুই জানে না সে। মা তার উপর বিরক্ত, যেখানে খুশি চলে যেতে পারে জো, কিছু আসে যায় না।

বিষণ্ন মনে চলেছে ওরা দুটিতে। ওরা প্রতিজ্ঞা করল—একে অন্যের কাছ-ছাড়া হবে না আমৃত্যু। পরিকল্পনা ছকতে বসল ওরা। জো ভেবেছিল বিবাগী হবে—ঠাণ্ডায়, অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু টমের কাছে নতুন এক পথের সন্ধান পেল সে—অপরাধীর জীবন। তার সুযোগ-সুবিধের কথা নিয়ে আলোচনা হল। জলদস্যু হতে রাজি হল জো হার্পার।

সেণ্ট পিটার্সবার্গের মাইল তিনেক উজানে মিসিসিপি নদী যেখানে অনেকটা চওড়া—তারই গায়ে এক লম্বা, সরু দ্বীপ, অভিযানের পক্ষে

আদর্শ জায়গা। জায়গাটার নাম জ্যাকসনের দ্বীপ—এই দ্বীপেই ওরা বসতি করবে ঠিক করল। হাকলবেরি ফিন-কে প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একপায়ে খাড়া—কারণ সব পেশাই তার কাছে এক, সব-কিছু সম্পর্কেই তার দৃষ্টিভঙ্গি একই রকমের। মাঝরাতে এক গোপন জায়গায় মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখনকার মতো ওরা বিদায় নিল। একটা ছোট্ট কাঠের ভেলা আছে সেখানে, উদ্দেশ্য সেটাকে দখল করা। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু জিনিস আনবে – অবশ্যই চোরা-পথে, কারণ দুর্বৃত্তের খাতায় তো নাম লেখানোই হয়ে গেছে।

সন্ধ্যে নামার আগে সারা শহরে গুজব রটিয়ে দিতে ভোলেনি ওরা —শহরবাসীরা শীগগিরই কিছু একটা শুনবে - চমকপ্রদ কিছু। যাদের কাছে এই গোপন তথ্য পরিবেশিত হল - তাদের সকলকেই নীরবে অপেক্ষায় থাকার অনুরোধও করল।

রাত দুপুরে টম কিছু সিদ্ধ মাংস আর টুকিটাকি জিনিস নিয়ে উপস্থিত হল একটা ঝোপের ধারে, ওদের মিলনস্থানের অদূরেই। তারায়-ভরা আকাশ, চারদিক স্তব্ধ। সামনে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি, শান্ত। একমুহূর্ত কান পেতে রইল টম—না, কোন শব্দ নেই। স্পষ্ট মৃদুস্বরে শিস দিয়ে উঠল টম। তীরের দিক থেকে উত্তরও এল যথারীতি। টম আরও দুবার শিস দিল; একইভাবে উত্তরও এল। সতর্ক গলা—'কে যায়?'

'টম সয়ার। স্প্যানিশ মেন-এর 'কালো দস্যু'। তোমাদের নাম বল।'

'লাল-ফিতে হাক্ ফিন আর সমুদ্রের আতঙ্ক জো হার্পার।' টমের দেওয়া এসব বিশেষণ, তার প্রিয় স্বরচিত ভাষা থেকে।

'বেশ, প্রতি-সঙ্কেত দাও।'

দুটো কর্কশ গলা ভেসে এল, কালো রাতের বুক চিরে—ফিসফিস স্বরে—'রক্ত!'

তীরের দিকে মাংসের ডেলা ছুঁড়ে দিয়ে টম চলল সঙ্গে সঙ্গে—জামা ছিঁড়ল, গা-হাত-পাও ছড়ে গেল, আর একটা রাস্তা ছিল সেখানে পৌঁছবার কিন্তু তাতে তো বিপদের গন্ধ ছিল না—জলদস্যু তো টম!

অন্যেরাও এনেছে কিছু কিছু জিনিস। জো এনেছে শুয়োরের মাংস, হাক চুরি করে এনেছে একটা ছোট্ট হাঁড়ি আর তামাকও খানিকটা। কিন্তু সে নিজে ছাড়া জলদস্যুদের অন্য কেউ ধূমপান করে না।

নায়ক টম এই অবস্থায় ঘোষণা করল আগুন ছাড়া চলবে না। তখনকার দিনে দেশলাইয়ের প্রচলন হয়নি। কয়েকশ গজ দূরে একটা ভেলায় আগুন জ্বলতে দেখা গেল, এরা তার থেকে একটা বড় খণ্ড আনল। অভিযানের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ অঙ্গ হল কথায় কথায়—'চুপ' বলা। সেই সঙ্গে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া। পরের পর্যায়ে হাত চলে যায় কাল্পনিক ছোরার খাপে। শত্রুর দেখা মিললে ফিসফিস স্বরে নির্দেশ চলে—খাপের উপযুক্ত ব্যবহার করে জবাব দাও।

ভেলায় ওরা তিনজনে এগোল—টম প্রথমে। সে-ই নির্দেশ দিচ্ছে। হাক পিছনের দিকে আর জো সামনে। টমের হাতত্নটো জড়ো করা, দাঁড়িয়ে আছে চিন্তামগ্ন, নির্দেশ জারি করে চলেছে নিচু গলায়, কিন্তু কঠোর সে-কণ্ঠস্বর, 'বাতাসের দিকে নিয়ে যাও জাহাজ।'

'ঠিক আছে, স্যর!'

'সোজা—সো-জা!'

'সোজা আছে, স্যর!'

'আর-একটু এগিয়ে যেতে দাও—'

'ঠিক আছে, স্যর!'

ভেলা জলের মাঝবরাবরই চলেছে, কাজেই নির্দেশগুলো শুধুমাত্র অভ্যাসবশেই দেওয়া চলেছে—কোন বিশেষ কারণে নয়।

আরও নির্দেশ এল একের পর এক। তারপর একসময়ে সবাই চুপচাপ। দূরে দেখা যাচ্ছে শহর, রাতের এই প্রহরে দু-একটা আলো জ্বলছে। টম হাত জড়ো-করা অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে—বেকি দেখুক কিভাবে উত্তাল নদীতে, বিপদের মুখোমুখি হয়ে চলেছে সে। ঠোঁটে এক ভয়ানক হাসি তার, চলেছে শেষের সেদিনের মোকাবিলায়।

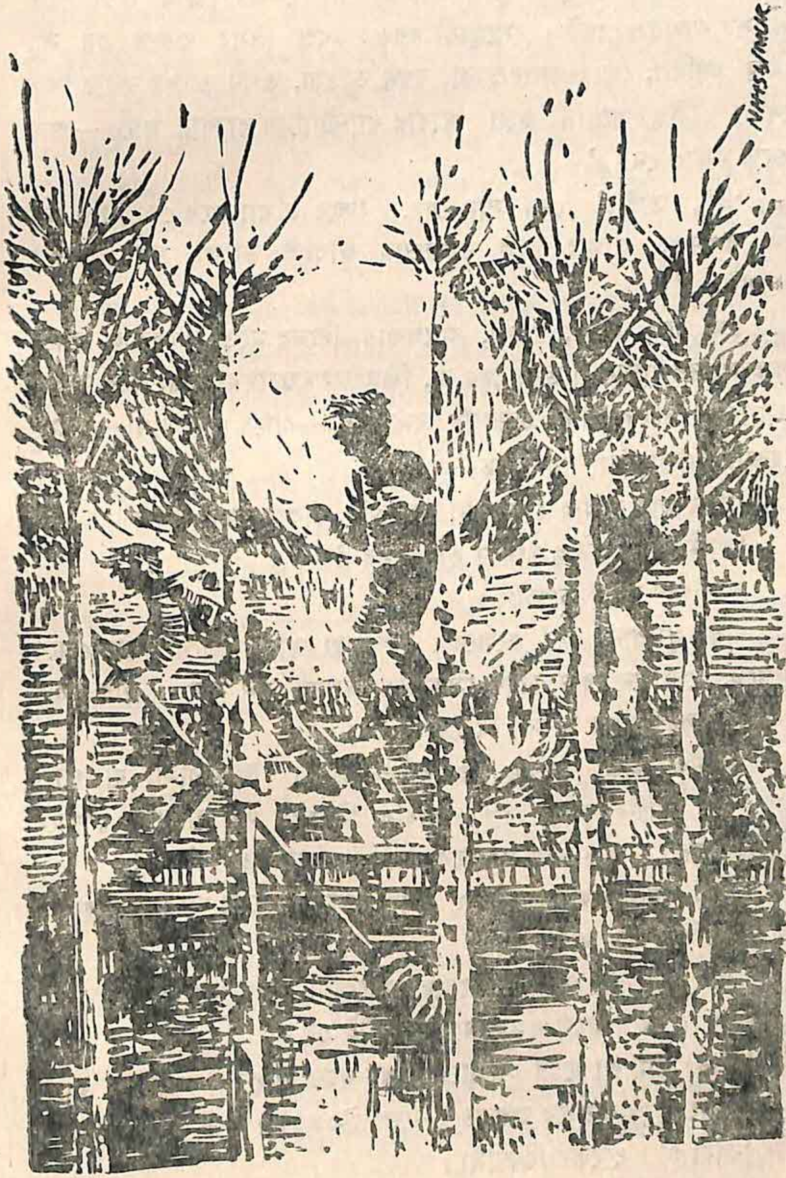
রাত দুটোয় তাদের যাত্রা শেষ হল। ভেলার একমাত্র বস্তু এক পুরনো মাস্তুল, সেটা পাতা হল ঝোপের ধারে, তাদের মালপত্র রাখার প্রয়োজনে শুধু। কিন্তু নিজেরা খোলা জায়গায় শোবে—কারণ ওরা তো এখন দস্যুদের তালিকায়।

রান্না চড়ল জঙ্গলের বেশ খানিকটা গভীরে। রাতের খাবার জন্য মাংস রান্না হল। নির্জন দ্বীপে, লোকালয় থেকে দূরে, এমন আয়োজন যথেষ্ট রোমাঞ্চও জাগিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিল ওরা, লোকালয়ে আর ফিরবে না কখনও। আগুনের আঁচে ওদের মুখগুলো জ্বলছে। খাওয়ার শেষে ওরা নিজেদের ঘাসের উপর ছেড়ে দিল, তৃপ্তির আবেশে ভরপুর।

'দারুণ লাগছে, না ?' জো বলল।

'দারুণ। ছেলেরা আমাদের এই অবস্থায় দেখলে কি বলত, বল্ ?' টম বলল।

'বলত ? এখানে আসার জন্যে খেপে যেত—বল্ হাক ?'



'নিশ্চয়ই।' হাকলবেরি সায় দিল। 'আমার বাবা—এই বেশ লাগছে। এর চেয়ে ভালো কিছুর দরকার নেই। পেট পুরে তো কখনও খেতে পাই না, আর জ্বালাবার লোকও নেই এখানে।'

'এই-ই হচ্ছে আমার স্বপ্নের জীবন—সকালে তাড়াহুড়ো করে ওঠার ঝামেলা নেই, ইস্কুলে যাবার বালাই নেই। স্নান করা আর ওইসব ঝঞ্ঝাটও নেই। সন্ন্যেসীদেরও অবশ্য ওসব করতে হয় না, কিন্তু জানিস, জো—জলদস্যুরা যখন ডাঙায়, তখন তাদের করার কিছু নেই। কিন্তু সন্ন্যেসী হলে আবার ধ্যানট্যানের ব্যাপার আছে—আর ওতে মজাও নেই।'

'হ্যাঁ, তাই।' জো সায় দেয়, – 'তবে ও ব্যাপারে তো মাথা দিই নি কখনও, আমার ভাই জলদস্যুর জীবনই ভালো, যখন শুরুই করেছি—।'

টম বলে চলল, 'দেখ, আগেকার দিনের মতো আজকাল লোকে সন্ন্যেসীদের তেমন পাত্তাও দেয় না, কিন্তু জলদস্যুদের শ্রদ্ধা করে তারা। তাছাড়া, ওদের শক্ত জায়গায় বসতে হয়—গায়ে ছাই মাখা—বৃষ্টিতে ভেজার ব্যাপার-স্যাপার আছে—।'

'গায়ে ছাই মাখার ব্যাপারটা কেন?' হাক জানতে চাইল।

'জানি না। কিন্তু মাখতে হয় ওদের।'

একটুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

হাক ধূমপান করে চলেছে। অন্যেরা তার নেশাকে ঈর্ষার চোখে দেখছে, গোপনে রপ্ত করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে মনে মনে। হাক হঠাৎ বলল, 'জলদস্যুদের কাজটা কি রে?'

'অনেক কাজ – জাহাজ ধর, পুড়িয়ে দাও। টাকাপয়সা যা পাবে সব নিয়ে মাটির তলায় রাখ—রাখবি বিদ্‌ঘুটে সব জায়গায়, যেখানে ভূতেরা চরে। জাহাজের সবাইকে মেরে ফেলতে হয়—।'

'আর মেয়েগুলোকে দ্বীপে নিয়ে আসা, ওদের মারে না ওরা—' জো সুচিন্তিত মত জানায় তার!

'না,' টম সায় দেয়,—'মেয়েদের মারে না, ওরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার, আর মেয়েগুলোও সবসময়ে সুন্দরীই হয়।'

'আর জামাকাপড়ের ব্যাপারেও খুব নজর ওদের। তারপর আছে সোনা, রুপো আর হীরে জহরত,'—জো উৎসাহের সঙ্গে বলে চলে।

'কারা?' হাকের জিজ্ঞাসা।

'কেন, জলদস্যুরা।'

হাক তার নিজের পোশাকে চোখ রাখে,—'আমার কাপড়জামা জলদস্যুর উপযুক্ত নয় মনে হচ্ছে,'—বিষাদের গলা তার,—'কিন্তু ওসবের কোনটাই তো নেই আমার।'

অন্য দুজন তাকে বোঝাল, শীগগিরই ভালো জামাকাপড় এসে যাবে, ওদের অভিযানগুলো শুরু হলেই। ওকে বোঝাল তারা, তার জীর্ণ কাপড়জামাতেই আপাতত চলবে। যদিও ধনবান জলদস্যুদের রীতি হল উপযুক্ত পোশাক দিয়ে কাজ শুরু করা।

ক্রমে ওদের কথাবার্তাও কমে গেল, অবসাদে জড়িয়ে এল চোখ। হাকের হাত থেকে খসে পড়ল পাইপ, নিশ্চিন্ত ঘুমে ঢলে পড়ল সে। টম আর জো-এর ঘুম অত শীগগির এল না—মনে মনে প্রার্থনা জানাল ওরা শুয়েই, কারণ হাঁটু গেড়ে জোরে জোরে প্রার্থনা জানাবার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না—বস্তুত, প্রার্থনা জানাবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না ওদের, কিন্তু সংস্কারের জন্য জানাল। এবার শুরু হল বিবেকের তাড়না —পালিয়ে আসাটা বোধহয় যুক্তিযুক্ত হয়নি, মাংস-চুরিটাও। নিজেদের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল বহুবারই তো মিষ্টি আর আপেল ইত্যাদি চুরি করেছে তারা বাড়ি থেকে, তাহলে? কিন্তু যুক্তি ধোপে টিকল না —মিষ্টি চুরিটা তেমন কিছু না, কিন্তু মাংস-চুরি—নির্ভেজাল 'চুরি'-র পর্যায়ে পড়ে—বাইবেলে নাকি বিধিনিষেধও আছে এ সম্পর্কে।

তাই ওরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যতদিন তারা এই ব্যবসায়ে থাকবে চুরি করে হাত গন্ধ করবে না। বিবেকের সঙ্গে শান্তির চুক্তি হল, ঘুমোল।



১৪

ঘুম ভাঙতে টম একটু অবাক হল। কোথায় আছে সে ভাবল। উঠে বসে চোখ মুছে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, শেষে বুঝল। সকালটা বেশ ঠাণ্ডাই, চারদিকেই শান্তভাব একটা, বিশ্রামের পরিবেশ। বনে নেমেছে নৈঃশব্দ্য। একটা পাতাও নড়ছে না, প্রকৃতির রাজ্যে কোন

আওয়াজ নেই। পাতায় আর ঘাসে শিশির ঝরছে। আগুনের উপর একটা ঘন স্তর পড়েছে, নীলাভ এক ধোঁয়ার ঝাঁক উঠছে আকাশের দিকে। জো আর হাক এখনও ঘুমিয়ে।

দূরে বনে একটা পাখি ডেকে উঠল, উত্তরে ডেকে উঠল আর-একটা। কিছু পরেই কাঠঠোকরার সাড়াও মিলল। পোকামাকড়ের চলাফেরাও শুরু হল। পিঁপড়ের মিছিলও দেখা গেল, তারই মধ্যে একটা পিঁপড়ে তার পাঁচ গুণ ওজনের এক মরা মাকড়সা নিয়ে গাছের শিকড় বেয়ে উঠছে।

একটা বাদামী রঙের 'লেডিবাগ' গুবরে পোকা দেখা গেল ঘাসের শিস ধরে উঠছে। টম তার খুব কাছাকাছি হল, 'লেডিবাগ, লেডি-বাগ,' সেটার উদ্দেশে বলল টম, 'বাড়ি উড়ে যা, তোর বাড়িতে আগুন লেগেছে, ছানারা একা আছে!'

এরপর এল আর-এক ধরনের একটা গুবরে পোকা—টাম্বলবাগ, তাকে স্পর্শ করল টম, পা গুটিয়ে নিল জীবটি—মরার মতো পড়ে রইল সেটা। পাখিরা এর মধ্যেই ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিয়েছে। কাঠবিড়ালীর দৌড় হল, সারা প্রকৃতি এখন সজাগ—ঘন গাছের আড়ালে রোদ্দুর এসে পড়েছে। সেই সঙ্গে কিছু প্রজাপতিও।

বাকি জলদস্যুদের তুলে দিল টম। হৈ-হৈ করে ওরা জলে নেমে পড়ল। দূরের গাঁয়ের জন্যে আর তাদের কোন টান নেই। জলে ভেসে গেছে তাদের ভেলা, আর তা চলে যাওয়া মানে ওদের আর সভ্যতার মধ্যেকার সংযোগটি হারিয়ে গেল।

শিবিরে ফিরে এল ওরা, দারুণ চাঙ্গা বোধ করছে, খুশিতে ভরপুর। আগুন জ্বালানো হল আবার, এবং কফির বিকল্প হিসেবে ওক বা হিকরি পাতার এক পানীয় তৈরি করল। জো প্রাতরাশের জন্যে মাংস কাটছে, টম আর হাক তাকে একমিনিট অপেক্ষা করতে বলল, দৌড়ে গিয়ে জল থেকে কিছু মাছ নিয়ে এল একটা গোটা পরিবারের উপযোগী। এই মাছ এর আগে এত স্বাদু মনে হয়নি।

প্রাতরাশের পর ওরা একটা গাছের ছায়া বেছে নিল। হাক ধূমপান করছে। পরে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছে অভিযানে। আমোদের মেজাজে চলেছে ওরা—খুশি হবার মতো অনেক কিছু পেল তারা কিন্তু অবাক হবার মতো নয়। ওরা আবিষ্কার করল—দ্বীপটা প্রায় তিন মাইল লম্বা, আর প্রায় মাইলখানেক চওড়া।

প্রায় প্রতি ঘণ্টায় ওরা জলে নামতে লাগল, ফলে শিবিরে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল। আবারও ঠাণ্ডা মাংস চালাল খিদের জ্বালায়। ছায়ায় বসল, গল্প হল। কথাবার্তা ফুরিয়ে এল ক্রমে, শেষে নৈঃশব্দ্য নামল। চিন্তায় পড়ল ওরা, ক্রমে বাড়ল সেটা, বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে। এমনকি হাকলবেরিও সেই বাড়িটার সিঁড়ি-র (যেটা তার আস্তানা) কথা ভাবছে। প্রত্যেকেই তার দুর্বলতার জন্যে লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু কেউই সেকথা বাইরে প্রকাশে ইচ্ছুক নয়।

বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ওদের কানে একটা শব্দ আসছে, বিচিত্র সে শব্দ; ঘড়ির টিকটিক আওয়াজের মতোই। এখন এই রহস্যময় শব্দটা অনেক বেশি স্পষ্ট—একটা পরিচিত শব্দের মতো লাগছে। ওরা চমকে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করল—শেষে কান পাতল। দীর্ঘ-সময়ের নীরবতা পরমুহূর্তে একটা বড় আওয়াজ এল।

'কি রে ওটা!' জো-র নিশ্বাস বন্ধ যেন।

'ভাবছি,' - টম ফিসফিসিয়ে বলল।

'বাজ পড়ার আওয়াজ যে,' হাকলবেরির গলায় ভয়—'কারণ বাজ -'

'দাঁড়া! শোন্ - কথা বলবি না!'

ওরা অপেক্ষা করে চলল—যেন একটা যুগ কেটে গেছে। তারপরই শব্দটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে এল।

'চল্ দেখি—'

উঠে পড়ল ওরা - দ্রুতপায়ে জলের ধারে গেল। ঝোপ সরিয়ে তাকাল সেদিকে। ফেরি নৌকোটা গ্রামের কাছেই - ডেক-বোঝাই মানুষ। আশেপাশে বেশ কয়েকটা ডিঙিও, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারল না ওরা। আওয়াজটি আবার এল।

'এবার বুঝেছি! কেউ জলে ডুবেছে!' টম বিজ্ঞের গলায় বলল।

'তাই!' হাক একমত,—'গত গ্রীষ্মেও ওরা করেছিল এটা—বিল টার্নার যখন ডুবে যায়। হ্যাঁ, ওরা রুটির টুকরো ভাসিয়ে দিয়েছিল জলে, যারা ডুবেছে তাদের কাছেই ভেসে যাবে।'

'হ্যাঁ, তাই-ই শুনেছি,' জো বলল।

'মাইরি, এসময় ওখানে থাকতে পারলে হত,' জো আক্ষেপ করে।

'আমিও লোকটা কে জানার জন্যে সব দিতে পারি,' হাকও বলে ওঠে।

ওরা শুনে চলেছে, হঠাৎ টমের মাথায় এল চিন্তাটা, বলল, 'শোন আমি জানি কাদের খুঁজছে ওরা – আমাদের!'

ওরা মুহূর্তে শহিদ হয়ে গেল যেন। বিরাট জয়! ওদের খুঁজে পাচ্ছে না। শোকপ্রকাশ হচ্ছে; কত বুক ভেঙেছে ওদের অদর্শনে। চোখের জল পড়ছে কতজনের, ওদের প্রতি যে-রূঢ়তা প্রকাশ করা হয়েছে সেজন্যে অনুতাপ, দুঃখপ্রকাশ, এককথায় সবার মুখেই ওদের কথা। ভালোই হল, জলদস্যুদের পক্ষে যথেষ্ট প্রাপ্তিই বলা যায়।

সন্ধ্যে নামতে ফেরি নৌকো ফিরে গেল, সেই সঙ্গে ডিঙিগুলোও। 'জলদস্যু'রা শিবিরে ফিরল। নিজেদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওদের মনে নতুন খুশির আমেজ লেগেছে। মাছ ধরল ওরা, তাই রান্না হল। খাওয়াও। পরে গ্রামের মানুষ তাদের ব্যাপারে কি ভাবছে তা নিয়ে আন্দাজে আলোচনাও শুরু হল। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথাও ফুরিয়ে এল। আগুনের দিকে চোখ রেখে বসে তারা। মন ওদের অন্য কোন্‌খানে উধাও হয়েছে। উত্তেজনার ভাবও কমে গেছে। টম আর জো তাদের পরিবারের মানুষদের দুশ্চিন্তার ভাগীদার হয়ে পড়েছে। নিজেদের অজ্ঞাতেই দীর্ঘশ্বাস পড়ল দু-একবার। জো ফিরে যাবার একটা প্রস্তাব ক্ষীণস্বরে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টম উপহাসের সঙ্গে সে-প্রস্তাব উড়িয়ে দিল।

রাত বাড়তে হাক ঝিমোতে শুরু করল। এবং কিছু পরে নাক ডাকতেও। জো তার কিছু পরেই। টম জেগে রইল—নিশ্চল, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে। সঙ্গীদের দেখছে গভীর দৃষ্টিতে। শেষে সাবধানে উঠে পড়ল সে, হাঁটু গেড়ে ঘাসের মধ্যে কিছু খুঁজছে। ডুমুরগাছের ছাল থেকে দুটো সাদা টুকরো বেছে নিয়ে তাতে কি-সব লিখল—পরে তারই একটা পকেটে ফেলল, অন্যটা জো-এর টুপির মধ্যে গুঁজে দিল। কিছু 'দুর্মূল্য' বস্তুও রাখল সেই সঙ্গে—খড়ি ক-টা, রবারের বল একটা, মাছের ছিপ গোটা তিনেক, স্বচ্ছ কাচের গুলিও একটা।

লঘুপায়ে এগিয়ে চলল টম গাছের ফাঁকে ফাঁকে, একটু পরেই দৌড়তে শুরু করল – গন্তব্য নদীর তীর।



১৫

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলের ধারে চলে এল টম। হাঁটু-জলে নেমে গেল, শেষ একশ গজ সাঁতরে যেতে হল তাকে। জোয়ারের মুখে সাঁতরে বেশ খানিকটা পরিশ্রান্ত হয়ে তীরে পৌঁছল। জামার পকেটে হাত দিল, ছালটা আছে জায়গামতো। ভিজে কাপড়ে এগিয়ে চলল টম বনের পথে। দশটার কিছু আগে সে গ্রামের উলটো দিকে একটা খোলা জায়গায় উপস্থিত হল। গাছের ছায়ায় সে ফেরি নৌকোটা দেখতে পেল। চারদিক শান্ত, স্তব্ধ। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সে, সতর্ক চোখে চারদিকে দৃষ্টি তার। আবার জলে নামল টম, সামান্য সাঁতার দিয়ে একটা ডিঙিতে উঠে পড়ল। মিনিট পনেরর মধ্যেই তার যাত্রা শেষ হল—নিভৃত একটা জায়গা বেছে নিয়ে নেমে পড়ল সে।

নির্জন গলিপথ দিয়ে দ্রুতপায়ে চলল টম—মাসির বাড়ির পিছন দিকটায় হাজির হল কিছু পরেই।

বৈঠকখানায় বাতি জ্বলছে। পলি-মাসিকে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে সিড আর মেরিও। আরও একজন রয়েছেন—জো হার্পারের মা। ওরা কথা বলছে। খাটে বসে তারা, আর খাটটা দরজা ও তাদের মাঝখানে। টম দরজার কাছাকাছি গিয়ে আস্তে হাতল ঘোরাল, খুট করে আওয়াজ হয়ে খুলে গেল দরজা। আস্তে আস্তে ঠেলল দরজা, প্রতিবারই আওয়াজ হচ্ছে একটু করে—এবার তার মনে হল ফাঁক দিয়ে কোনরকমে গলে যেতে পারবে সে। ক্রমে মাথাটা এগিয়ে দিল টম। সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে।

'মোমবাতিটা এমন করে জ্বলছে কেন?' পলি-মাসির গলা এল। টম দ্রুত এগোল। 'দরজাটা খোলা মনে হচ্ছে—হ্যাঁ, তাই তো - কত বিচিত্তির কাণ্ড ঘটছে যে—যা, বন্ধ করে দিয়ে আয় দরজা, সিড।'

টম খাটের তলায় অদৃশ্য হল ঠিক সময়েই। ওইখানেই বসে রইল সে, শেষে হাত বাড়ালেই মাসির পা ছোঁয়া যায় এমন জায়গায় এগিয়ে গেল।

'যা বলছিলাম, ছোঁড়াটা বদ ছিল না—দুষ্টুমি করত অবশ্য খালি

এখানে ওখানে ঘোরা; বুঝলে ? কোন দায়-দায়িত্ব নেই, তবে কারও কোন ক্ষতি করত না। মনটা দরাজ ছিল।' মাসির কান্না শুরু হল।

'আমার জো-টাও তো ওই রকমই ছিল। সবসময় বাঁদরামো, দুষ্টুমি—কিন্তু কুচক্কুরে নয়। সেই সর-চুরির জন্যে মারধোর করলাম—অথচ টকে গেছে বলে নিজেই ফেলে দিচ্ছিলাম সেটা,—আর এদিকে—ছেলেটাকে আর দেখতে পাব না ! বেচারা !'

জো-র মা শুরু করলেন বুক-ভাঙা কান্না।

'টমটা যেখানে আছে ভালোই আছে নিশ্চয়ই।' সিড বলল, 'কিন্তু থাকে যদি ভালোভাবে—'

'সিড !' বৃদ্ধার জ্বলন্ত চোখের চাউনি না তাকিয়েও অনুভব করতে পারছে—'আমার টমের বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করবি না ! ছেলেটা যখন চলেই গেছে—ভগবান দেখবেন তাকে।' তোকে খবরদারি করতে হবে না। বুঝলে জো-এর মা, কি করে ভুলব ছেলেটাকে—কি করে—আমার এত ভালোবাসার ধন, যদিও সব সময়ে আমাকে ত্যক্ত করছে।'

'ভগবান দিয়েছে আবার কোলে টেনে নিয়েছে—কিন্তু সহ্যি হয় না যে ! গত শনিবারই তো জো আমার নাকের গোড়ায় একটা পেটো ফাটাল, মারলামও ধরে ওকে—কিন্তু তখন কি আর জানি এমনটা। এখন পেলে ওকে কোলে টেনে নিয়ে চুমু খেতাম।'

'হ্যাঁ গো—হ্যাঁ—বুঝি জো-এর মা, তোমার ব্যথার কথাটা বুঝি। গতকাল, হ্যাঁ গতকাল দুপুরেই তো টম বেড়ালটাকে একগাদা ওষুধ গিলিয়ে দিয়েছিল—আর জন্তুটা তো প্রায় বাড়ি মাথায় করে তুলেছিল। আর, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন, ছোঁড়াটার মাথায় দিলাম এক গুঁতো—বেচারা, এখন যে পরপারে ! কিন্তু এখন তো সব ঝামেলার বাইরে সে, আর, তার শেষ কথাগুলো ছিল—'

কিন্তু এই স্মৃতিকথা বলতে বলতে বৃদ্ধা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন ; টমও ফোঁপাচ্ছে—নিজের উপরই করুণা হচ্ছিল তার। মেরির কান্নাও কানে আসছে টমের, তার সম্পর্কে মাঝে মধ্যেই একটা দুটো উষ্ণ কথাও। নিজের সম্বন্ধে ধারণাটাই হঠাৎ বদলে গেল টমের। আর একটু হলেই প্রায় বেরিয়েই পড়ছিল সে।

শুনে যাচ্ছে সে—ওদের কথায় বুঝল, সবারই এক ধারণা হয়েছে সাঁতার কাটতে গিয়ে সে জলে ডুবে গেছে। ছোট ভেলাটাও অদৃশ্য।

কেউ কেউ বলেছেও, ছেলেগুলো নাকি জানিয়ে গেছে যে শীগগিরই একটা খবর পাবে গ্রামের মানুষ। মাতব্বরেরা দুই আর দুইয়ে চার ধরে নিয়েছে, ভেলা থেকে ছেলেগুলো নেমে গিয়ে পরের গ্রামে দেখা দেবে. কিন্তু দুপুরের দিকে যখন মিসৌরীর তীরে ভেলাটাকে বাঁধা থাকতে দেখা গেল—সব আশাই চলে গেল। ডুবেই গেছে ওরা। নইলে খিদের চোটে নিশ্চয় রাতের মধ্যেই বাড়ি ফিরত।

তল্লাশি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই ভেবে যে মাঝনদীতে হয়ত ডুবেছে ওরা—নাহলে ছেলেগুলো তো ভালো সাঁতারু, তীরে ফিরে আসত। আজ বুধবারের রাত, রবিবার পর্যন্ত যদি খবর পাওয়া না-যায়, সমস্ত আশাভরসা ছেড়ে দিয়ে পারলৌকিক কাজটা করা হবে। শুনে টম কেঁপে উঠল।

জো-র মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়েই বিদায় নেবার জন্যে উঠে পড়লেন। সিড আর মেরিকে শুভরাত্রি জানিয়ে মাসি শুতে চললেন। সিড সামান্য ফোঁপাল, মেরি কিন্তু অঝোরে কাঁদতে লাগল।

পলি-মাসি টমের মঙ্গল কামনা করে কাঁপা-কাঁপা গলায় প্রার্থনা জানালেন। তাঁর চোখ জলে ভরে গেল।

শুতে গিয়েও অনেকক্ষণ ঘুম এল না মাসির, ছটফট করতে লাগলেন, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলেন। শেষে স্থির হলেন। ঘুমের মধ্যে একটু কান্নার আওয়াজ এল। টম বেরিয়ে এল চুপিসাড়ে খাটের তলা থেকে, হাত দিয়ে মোমের বাতি আড়াল করে দাঁড়াল মাসির সামনে। মাসির জন্যে তার সারা মনে সহানুভূতি। পকেট থেকে ছালটা বের করে বাতিটার পাশে রাখল। পরে কি ভেবে আবার সেটা তুলে পকেটে ফেলল, মুখ নামিয়ে দিল মাসির ফ্যাকাশে ঠোঁটে। চোরের মতো ধীর পায়ে বেরিয়ে এল টম দরজাটা আস্তে টেনে দিয়ে।

ফেরিঘাটে ফিরে চলল টম। পথে কারুর সঙ্গে দেখা হল না তার। সোজা হেঁটে গেল নৌকোর দিকে, খালিই আছে সেটা। টম ছেড়ে দিল ডিঙ্গি। অন্যপারে নিরাপদে পৌঁছল সে। জেগে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে।

টমের ঘুম ভাঙ্গল দিনের উজ্জ্বল আলোয়। আরও খানিক সময় পড়ে রইল ওইভাবে—রোদের তেজ বাড়তে সে জলে নেমে গেল। কিছু পরে ভিজে পোশাকে হাজির হল শিবিরে। জো-র গলা পেল সে, 'না রে হাক, টমটা বেইমান না, ফিরে আসবে সে ঠিক। সে জানে

পালানোটা জলদস্যুর পক্ষে মহাকলঙ্কের ব্যাপার। কিছু একটা করার চেষ্টায় আছে সে—কি সেটা কে জানে—।'

'যদি সে প্রাতরাশের মধ্যে না ফেরে, তো—'

'ফিরেই সে বসবে খেতে!' বলতে বলতে নাটকীয়ভাবে ঢুকল টম।

মাংস আর মাছ মিলে দারুণ একটা প্রাতরাশের আয়োজন হল। খেতে খেতে টম তার অভিযানের বর্ণনা দিয়ে চলল। নিজেদের ভীষণ মূল্যবান মানুষ মনে হতে লাগল ওদের। টম এবার বিশ্রামের জন্যে একটা নিভৃত জায়গা বেছে নিল, বাকি দুজন মাছ ধরার আয়োজন করতে লাগল।



১৬

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাছিমের ডিম ধরার জন্যে জলের ধারে উপস্থিত হল তিন বন্ধুতে। বালিতে লাঠি খুঁচিয়ে চলল ওরা। শেষে একটা নরম জায়গা পেয়ে খোঁড়ার কাজ শুরু হল। এক-একটা গর্ত থেকে পঞ্চাশ-ষাটটা ডিমও বেরোতে লাগল। খুদে খুদে সাদা জিনিসগুলো —আখরোট ফলের চেয়ে কিছু ছোট দেখতে। সে রাতে শুধু সিদ্ধ ডিমের ভোজ হল। শুক্রবার সকালেও আর-এক দফা।

প্রাতরাশ সেরে নাচতে নাচতে চলল জলের ধারে। ঘুরে ঘুরে একে অন্যকে তাড়া করে চলল। জলের নিচে ল্যাং-মারামারিও। জল ছেটাল পরস্পরকে। শেষে, একসময়ে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গরম, শুকনো বালিতে গা ছেড়ে দিয়ে টান-টান হল। বালিতে সারা শরীর ভরিয়ে দিল। আবার জলে নামল, আবার সেই একই ব্যাপার।

কিন্তু জো-র মন মেজাজ খুবই খারাপ। বাড়ির জন্যে তার মনটা এত বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। হাকও মনমরা। টমের অবস্থাও একই। তবে তা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে সে। খুশির গলায় বলতে চেষ্টা করল টম, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দ্বীপে আগে জলদস্যুর আবির্ভাব ঘটেছে—আর একবার সন্ধান

চালাতে হবে। এখানেই কোথাও তারা ধনরত্ন পুঁতে রেখেছে। ঘড়া আর বাক্সভর্তি সোনা-রুপোর তাল—'

কিন্তু—যেন বেশি উৎসাহ দেখা গেল না এতে, কোন সাড়াও পাওয়া গেল না। টম আরও দু-একটা প্রক্রিয়া চালাল, কিন্তু তাও ব্যর্থ হল। জো বিষণ্ণ মুখে বসে বালিতে কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে, শেষে বলল, 'বুঝলি, আয়—এবারে এর একটা ফয়শালা করি আমরা। আমি বাড়ি যেতে চাই—এত একা একা মনে হয়—'

'দুর—জো শোন্, ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।' টম আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে, 'মাছ ধরার ব্যাপারটা একবার ভাব!'

'মাছ ধরার মেজাজ নেই, বাড়ি যেতে চাই।'

'কিন্তু, জো, সাঁতারের এমন সুবিধে কোথাও নেই আর—'

'সাঁতার-ফাতার ভালো লাগে না। বাড়ি যেতে চাই।'

'ও খোকা—মাকে দেখতে চাস বুঝি—'

'হ্যাঁ। মাকে দেখতে চাই আমি—আর তুই-ও চাইতিস, যদি তোর মা থাকত।' জো-র গলা ধরে এল।

'ঠিক আছে কাঁদুনে খোক'—তাই যা, বাড়ি ফিরে যা। কি রে হাক? বেচারা মাকে দেখতে চায়—দেখুক তাহলে! তোর তো জায়গাটা পছন্দ, তাই না, হাক? আমরা থেকে যাব, কি বলিস?'

হাক 'হ্যাঁ' শব্দটা উচ্চারণ করল প্রাণহীন গলায়।

'যতদিন বাঁচব তোর সঙ্গে আর কথাই বলব না,' জো উঠে পড়ল। জামাকাপড় পরতে শুরু করে দিল।

'বয়েই গেল! তোর সঙ্গে কথা বলতে কে চায়। বাড়ি যা, লোকে ঠাট্টা করুক—কি বড় জলদস্যু, ভাই ও! আমি আর হাক তো কাঁদুনে খোকা নই, আমরা থেকে যাব—তাই না রে, হাক? ও যেতে চায়, যাক।'

কিন্তু জো-কে ফিরে যাবার প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে দেখে টমও নিরাশ হয়ে পড়ল, ক্রমে শঙ্কিতও। তারপর হাক যে-আগ্রহ নিয়ে জো-র হাবভাব লক্ষ্য করছে তাতেও অস্বস্তি বাড়ল টমের। পরক্ষণেই, জো বিদায় না জানিয়েই, ইলিনয়ের তীরের দিকে হাঁটতে লাগল। টমের বুক দুরদুর করছে—হাকের দিকে তাকাল। হাক সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না, মুখ নামিয়ে নিল। 'টম, আমিও বাড়ি যেতে চাই, রে।

এত একা লাগছে, আরও লাগবে এখন থেকে। চল, আমরাও ফিরে যাই, টম।'

'আমি যাব না! তোরা যা—যদি চাস। আমি থাকতে চাই।'

'টম, আমি বরং যাই—'

'ঠিক আছে, যা। কে আটকাচ্ছে তোকে?'

হাক তার ছড়ানো জামাকাপড় গোছাতে লাগল।

'টম, তুইও এলে ভালো হত। ভেবে দেখ একবার, আমরা না হয় দেরি করি—'

'দেরিই করবি শুধু। যা—'

হাক বিমর্ষমুখে চলল। টম তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। ভিতরে ভিতরে ইচ্ছে হচ্ছে ফাঁকা অহংকার ছেড়ে ওদের পিছনে চলে যায়। ভাবল ওরা থামবে, কিন্তু না—চলতেই থাকল ওরা।

টমের হঠাৎ মনে হল সমস্ত পরিবেশটাই যেন কেমন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। সে তার সঙ্গীদের পিছন পিছন ধাওয়া করল, 'দাঁড়া—দাঁড়া! একটা কথা বলব তোদের।'

ওরা তখুনি থেমে ঘুরে দাঁড়াল। টম তাদের কাছে পেঁাছে তার গোপন কথাটি ফাঁস করতে লাগল। ওরা মেজাজে দাঁড়িয়ে শুনল, শেষে ওর 'উদ্দেশ্য'-টা বুঝতে পেরে লাফিয়ে অভিনন্দন জানাল—'দারুণ' বলে চিৎকার ক'রে। অভিযোগ করল, টমের আগেই এটা বলা উচিত ছিল। তাহলে তো ওরা যেতে চাইত না।

ওরা খুশির মেজাজে ফিরে এল। আবার খেলা শুরু হল, আর টমের বুদ্ধির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ওরা। ডিম আর মাছের এক খানদানি ডিনার সেরে টম ঘোষণা করল সে 'ধূমপান' করবে! জো-ও তার সঙ্গী হবে জানাল। হাক তাদের জন্যে পাইপ তৈরি করে তামাক ভরে দিল। এই শিক্ষানবিশেরা এর আগে কখনও ধূমপান করেনি, ধূমপান করতে গিয়ে ওরা জিভে কামড় বসাল। এবং এই ধূমপানপর্বটা আর যাই হোক আদৌ পুরুষোচিত হল না।

কনুইয়ে ভর দিয়ে ওরা টেনে চলল পাইপ। ধোঁয়াটা তেমন ভালোও লাগছে না। টম বলল, 'আরে, এটা খুব সহজ ব্যাপার, রে—এ জানলে অনেক আগেই শুরু করে দিতাম!'

'আমিও। কিছুই না এটা!'

'সবাইকে দেখতাম নেশা করতে, ভাবতাম আমিও তো করতে পারি, কিন্তু কখনও ভাবিনি পারব—' টম মেজাজে বলছে।

'কিন্তু ওরা—মানে জেফ থ্যাচার, জনি মিলার—ওরা কি পারত ?' জো বলে।

'ধুস ! দুই টানেই ওরা মাটিতে শুয়ে পড়বে,' টম বলে !

'ওরা যদি একবার এই অবস্থায় আমাদের দেখত, মজা হত, না রে ?'

'তা আর বলতে !'

'ধর, ওরা যখন কাছাকাছি, ঠিক তখুনি আমি তোর কাছে এসে বলব,—জো, পাইপ আছে রে ? একটু টানতাম। তুই তখন বলবি, একটু আলগোছেই যেন কিছুই নয়,—হ্যাঁ, পুরনোটা আছে, সেই সঙ্গে আর একটাও—তবে তামাকটা তেমন যুতসই নয়। আমি তখন বলব, —আরে, ঠিক আছে—কড়া তো ? তুই তখন বের করবি পাইপগুলো, ঠাণ্ডা মাথায় ধরাব সে দুটো—আর তখন ওদের অবস্থাটা একবার ভাব—'

'দারুণ ! টম এখুনি যদি হত ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ ! আর যখন বলব জলদস্যুগিরি ফাঁকে এসব কাণ্ড করেছি তখন ওরা কি ভাববে না আমাদের সঙ্গে থাকলে কি মজাটাই হত ?'

'আলবৎ !'

আলোচনা চলতে থাকে। পাইপটা নাও। থুথু ফেলাও বাড়ল। গাল ফুলে উঠেছে, মাঝে মাঝে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লালা বেয়ে পড়ছে। ওদের বিষন্ন দেখাচ্ছে, এরই ফাঁকে জো-র অসাড় হাত থেকে পাইপটা পড়ে গেল। জো দুর্বল গলায় বলল, 'ছুরিটা হারিয়েছি, দেখি খুঁজে পাই কি না।

টম থেমে থেমে কাঁপা গলায় বলল, 'আমিও তোর সঙ্গে যাই—তুই এদিক দিয়ে যা, আমি ঝরনার পাশ দিয়ে দেখি—না, তোকে আসতে হবে না, হাক—আমরাই খুঁজে পাব।'

হাক আবার বসে পড়ল। ঘণ্টাখানেক একা বসে রইল। ক্রমে খুব একা লাগছে দেখে সঙ্গীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। বনের দুই প্রান্তে ওদের পাত্তা মিলল, দুজনই ফ্যাকাশে মেরে গেছে। ঘুমোচ্ছে দুজনেই।

রাতে খাবার সময়ে কথাবার্তা তেমন হল না। হাক পাইপ বের

করে ওদের ধূমপানের ব্যবস্থা করতে যাবে, ওরা জানাল—ওদের দরকার নেই তামাকের। ভালো লাগছে না—খাবার খেয়ে অস্বস্তি লাগছে।

মাঝরাতে জো উঠে অন্যদের ডাকল। চারধার কেমন থমথমে। আগুনের কাছাকাছি ওরা গায়ে-গায়ে বসল—অপেক্ষা করছে। কিছু একটা হয়ত ঘটবে। আগুনের সীমানার বাইরে সব-কিছুই আঁধারের গহ্বরে, তারই মধ্যে গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা কাঁপা-কাঁপা রশ্মি এল। তখুনি অদৃশ্য হল। তারপর আর একটা, আরও—শেষে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ ডালপালার ফাঁক দিয়ে, ওদের গাল ঘেঁষে চলে গেল একটা চাপা শ্বাস; রাতের আত্মা বুঝি পেরিয়ে গেল ওদের—ভাবে ওরা। একটুক্ষণের নীরবতা—একটা তীক্ষ্ণ আলোর ঝলক রাতকে দিল টুকরো করে—ভয়ে আধমরা হল ওরা তিনজন।

বাজের গুড়গুড় 'আওয়াজ' এল, ঠাণ্ডা এক ঝাপটা বাতাস—পাতাগুলো নড়ে উঠল। আর একটা ঝলক সারা বন আলোকিত করল, বজ্রপাত হল—ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। আতঙ্কে কাঁপছে।

'জলদি—অ্যাই—তাঁবুতে চল।' টম নির্দেশ জারি করল।

লাফিয়ে চলল ওরা। বন পেরিয়ে, এক-এক জন এক-এক দিকে। গাছের ফাঁকে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল—আবারও আলোর ঝলক, বাজ পড়ল, বৃষ্টি শুরু হল। ওরা পরস্পরকে চিৎকার করে নিজেদের অস্তিত্ব জানাতে চেষ্টা করে, কিন্তু হাওয়া আর বাজের প্রচণ্ড দাপটে ওদের গলা চাপা পড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত একে একে ওরা কোনরকমে এসে ঢুকল তাঁবুতে—ভিজে চুপসে গেছে, জল ঝরছে গা থেকে। কিন্তু তাঁবুতেও থাকা যাচ্ছে না। ঝড় বেড়ে চলল—তাঁবুর কাপড় উড়ে গেল—ওরা হাত ধরাধরি করে ছুট দিল নদীর পাড়ে বিরাট 'ওক' গাছের আশ্রয়ে। লড়াই তখন তুঙ্গে। সমস্ত প্রকৃতি যেন রণমূর্তি ধরেছে। গাছপালা উপড়ে ফেলছে—সারা দ্বীপ যেন ভেঙ্গে টুকরো করে ফেলতে চাইছে।

শেষে একসময়ে লড়াই থামল, তাঁবুতে ফিরে গেল ওরা। অবশ্য এখন আর তাকে তাঁবু বলা যায় না। সব কিছুই ভিজে আছে—আগুনও গেছে। কিন্তু না, পরে আবিষ্কৃত হল, এক টুকরো আগুনের আভা যেন মিলছে। মরা ডালপালা এনে জমা করল ওরা—আগুন আবার জ্বলে উঠল প্রচণ্ডভাবে।

ওদের মনও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। সিদ্ধ মাংস ঝলসে নিল

আগুনে। খানা-শেষে সারারাত ধরে চলল তাদের জল্পনা-কল্পনা আগুনের পাশে বসেই, কারণ আশেপাশে ঘুমোবার মতো শুকনো জায়গা একটুও নেই।



রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়তে ওদের অবসাদ বাড়তে থাকে—নদীর পাড়ে চলে যায় ওরা ঘুমোতে। ক্রমে মাটি তেতে উঠে। প্রাতরাশের বন্দোবস্তের জন্য ওরা উঠে পড়ে। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার অস্বস্তি বাড়ে ওদের, আবার বাড়ির জন্য মন কেমন করে। টম লক্ষ্য করে সেটা। ওদের চাঙ্গা করে তুলতে চায় শিকার, সার্কাস আর সাঁতারের প্রলোভন দেখিয়ে। পরে জলদস্যুর ব্যাপারটা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে রেড ইণ্ডিয়ান হবে ঠিক করে ফেলে। আকৃষ্ট হল তার সঙ্গীরাও। জামাকাপড় ছেড়ে আপাদমস্তক কালো মাটিতে মাখামাখি হল। সারা বন তোলপাড় করতে লাগল—যেন কোন ইংরেজ-ভূমি তাদের আক্রমণের লক্ষ্য।

ক্রমে ওরা তিন যোদ্ধা তিন উপজাতিতে পরিণত হয়ে ঝোপের আড়াল থেকে একে অন্যকে আক্রমণ করতে তারস্বরে চিৎকার চলল—'খুন' হয়ে চলল অসংখ্য।

শিবিরে মিলিত হল ওরা খাওয়ার সময়ে—তৃপ্ত, সুখী। ওরা বর্বর হতে পেরেছে বলে খুশি। অস্বস্তি তেমন নেই। বিকেলটাও বেশ আনন্দেই কাটল গল্পগুজবে, নানান রকমের পরিকল্পনায়।



১৭

সেই শনিবারে কিন্তু ছোট্ট শান্ত শহরটিতে কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। হার্পার আর পলি-মাসিদের দুই পরিবার শোকাকুল। সারা গ্রামে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছে। লোকে কম কথা বলছে। অন্যমনস্ক ভাবে তাদের দৈনন্দিন কাজ করে চলেছে। বাচ্চাদেরও খেলায় মন নেই।

বিকেলে বেকি থ্যাচার নির্জন ইস্কুলে ইতস্তত ঘুরছে, মনটা বিষণ্ণ। সান্ত্বনার কিছুই পাচ্ছে না সে। নিজের মনে বলে চলল, 'যদি সেই পেতলের হাতলওলা চাকতিটাও থাকত, আর কিছু তো রইল না ওকে মনে রাখার মতো।' কান্না চাপল বেকি। 'আর কখনও দেখা হবে না ওর সঙ্গে।'

ভাবতে ভাবতে ভেঙ্গে পড়ল সে—চলে গেল দূরে, গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার। ঠিক তখুনি—টম আর জো-র খেলার সাথী, এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে এল সেখানে। শ্রদ্ধার সুরে বলে গেল টম কি করত না-করত, কবে শেষ দেখেছে ওকে। জো কি বলেছিল—কোন্‌খানটায় ওরা শেষদিন দাঁড়িয়েছিল। 'আমি এখানটায়,' একজন বলল। আর একজন বলল, 'আমি ছিলাম ওইখানে।'

মৃত ছেলে দুটোকে শেষ কে দেখেছে তা নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ দেখা দিল—অনেকে সাক্ষাৎ প্রমাণও হাজির করল।

একটি ছেলে—যার কোন কিছুই বলার ছিল না—গর্বের গলায় বলে ফেলল, 'শোন, টম সয়ার একবার আমাকে ঠেঙ্গিয়েছিল।'

এতে তার গুরুত্ব কিছু বাড়ল না, কারণ উপস্থিত অনেকের ভাগ্যেই এমনটা ঘটেছে। ওরা চলে গেল সেখান থেকে স্মৃতিচারণ করতে করতে।

পরদিন সকালে গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল—অন্যদিন যেমনভাবে বাজে ঠিক সেভাবে নয়। গ্রামের মানুষেরা জমা হচ্ছে একে একে, মৃদু গলায় সেই বিষাদময় ঘটনার আলোচনা করছে, কিন্তু বাড়িটাতে কোন ফিসফিসানি নেই, শুধু মহিলাদের অন্ত্যেষ্টি-পোশাকের খসখসানি শোনা যাচ্ছে। গির্জায় অত ভিড় এর আগে কখনও হয়েছে কিনা কারুর মনে পড়ে না। পলি-মাসি ঢুকলেন, সিড আর মেরি পিছনে-পিছনে, এদের পিছনে হার্কার-পরিবার। সবারই পরনে কালো পোশাক। উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়ালেন, পরম শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে—যাজকও। শোকসন্তপ্তেরা আসন গ্রহণ করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল সবাই।

ধর্মীয় বিধি অনুসারে আর একবার নিস্তব্ধতা নামল, শুধু চাপা কান্না ভেসে আসছে। যাজক তাঁর হাত দুটো সামনে প্রসারিত করলেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে। গভীর স্বরে প্রার্থনা-স্তব গাওয়া হল। বিষয়ঃ 'আমিই পুনরুজ্জীবন ও জীবন।'

সভা চলেছে। পাদরি টম আর জো-র সঙ্গে তাঁর বিগত সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়ে চললেন। তাদের সঙ্গে সময়ে সময়ে তিনি দুর্ব্যবহার করেছেন একথাও স্বীকার করলেন। ওদের সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ ঘটনার উল্লেখ করলেন, তাতে অবশ্যই ছেলে দুটির মিষ্টি-মধুর চরিত্রের দিকই প্রকাশ পেল। দুঃখের কাহিনী বিবৃত হয়ে চলল একের পর এক।

বারান্দায় খসখসানি উঠল, কেউ নজর করেনি। কিছু পরেই গির্জার দরজায় শব্দ হল। যাজক তাঁর জলভরা চোখে সেদিকে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যেরাও তাকাল, শেষে একসঙ্গে প্রায় সবাই উঠে দাঁড়াল—'মৃত' তিন কিশোর হেঁটে আসছে মাঝের পথ দিয়ে। টম সবার আগে, তারপর জো—শেষে হাকলবেরি। নোংরা ন্যাকড়া পরনে। ওরা লুকিয়ে নিজেদের অন্ত্যেষ্টির প্রার্থনা শুনছিল।

পলি-মাসি আর জো-র মা একই সঙ্গে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তাদের ফেরত-পাওয়া ছেলেদের নিয়ে চলল আদরের আতিশয্য। হাক কিন্তু এককোণে দাঁড়িয়ে, অস্বস্তিকর অবস্থায়। কি করবে ভেবে পায় না সে। আস্তে সরে যাচ্ছিল, টম তাকে ধরে ফেলল,—'পলি-মাসি, এটা কিন্তু ভালো হল না, হাককে দেখে কারুর অন্তত খুশি হওয়া উচিত।'

'নিশ্চয়ই। আমি খুশি হয়েছি রে—আহা বেচারা মা-মরা ছেলেটা!' আর সেই সঙ্গে মাসির আদর বেচারা হাককে আরও বেশি অস্বস্তিতে ফেলল।

হঠাৎ পাদরির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সোচ্চার হল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যাঁর আশীর্বাদ সর্বত্র ঝরছে'—গাও, প্রাণভরে গেয়ে ওঠ।'



১৮

টমের গোপন ব্যাপারটাই ছিল এই—সাথী জলদস্যুদের নিয়ে নিজেদের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেবে। ভেলায় চড়ে মিসৌরী নদী পার হয়েছে শনিবার সন্ধ্যেয়, গ্রামের পাঁচ-ছ মাইল দূরে বনে রাত কাটিয়েছে। শেষে গির্জায়—সবার অলক্ষ্যে।

সোমবার সকালে প্রাতরাশের টেবিলে পলি-মাসি আর মেরি ওকে খুব যত্ন-আত্তি করতে লাগল। অনেক কথাও হল। মাসি একসময়ে বললেন, মস্করাটা ভালোই হয়েছিল টম, সারাটা হপ্তা সবাইকে হয়রানি ক'রে—তবে বলছিস ভালোই কেটেছে তোদের সময়টা। ভেলায়

চড়ে যখন নিজের শ্রাদ্ধে আসতে পারলি, তুই মরিসনি এটাও তো কোনরকমে জানিয়ে দিতে পারতিস আমাকে!'

'হ্যাঁ, এটা তোর করা উচিত ছিল, টম—' মেরি বলল, 'আর, তুই চিন্তা করলে নিশ্চয়ই তা করতিস—।'

'মাসি, তুমি তো জান তোমার জন্যে কত ভাবি।'

'জানি, কিন্তু সেটা কাজে দেখতে পেলে ভালো লাগত।'

'মনে হচ্ছে ভাবা উচিত ছিল আমার,' অনুতাপের গলা টমের, 'কিন্তু তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি—সেটাও তো কিছু—তাই না?'

'তেমন কিছু না। বেড়ালও স্বপ্ন দেখে, তবে একেবারে কিছু না-র চেয়ে ভালো। তা—কি দেখলি -'

'কেন –দেখলাম বুধবার রাতে তুমি খাটের পাশে বসে আছ—সিড কাঠের বাক্সে, মেরি পাশে—'

'বেশ, তাই তো ছিলাম। সবসময়েই থাকিও ওইরকম।'

'দেখলাম জো-র মাও এখানে—'

'হ্যাঁ ছিলই তো সে! আর কিছু দেখলি?'

'কত! তবে অনেক ঝাপসা এখন।'

'দেখ না, মনে পড়ে কিনা—'

'আমার যেন মনে হচ্ছে—বাতাস – বাতাস বইছিল—'

'টম, চেষ্টা কর—বাতাসে কিছু একটা উড়িয়ে নিয়েছে – বল—'

টম নিজের কপাল চেপে ধরে, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে – পড়েছে— মোমবাতি নিভিয়ে দিয়েছিল।'

'ভগবানের অসীম করুণা! বলে যা টম—'

'আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি বললে—ওই দরজাটা—'

'তারপর?'

'একমিনিট দাঁড়াও—হ্যাঁ—তুমি বললে—দরজা বোধ হয় খোলা—'

'হ্যাঁ, বলেছি, এখানে বসেই। তাই না মেরি?'

'তারপর – বল!'

'তারপর—তারপর – কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না—তবে সিড়কে যেন তুমি যেতে বললে, আর—'

'আর? বরং - কি করালাম ওকে দিয়ে? বল—'

'তুমি—ওকে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করালে।'

'ভগবানের দিব্যি – স্বপ্নে কিছু থাকে না বলিস না কেউ এরপর!

জো-র মাকে ডাকি, সব বলতে হবে—সংস্কারে ওর যে-অবিশ্বাস আছে তা ভাঙ্গতে হবে, তুই বলে যা টম—'

'হ্যাঁ, দিনের মতো সব পরিষ্কার হয়ে আসছে—তুমি বললে—আমি ছেলেটা মন্দ না, শুধু দুষ্টুমি করি—আর নির্বোধ, না কি ঘোড়ার বাচ্চার চেয়েও দায়িত্বজ্ঞানহীন না কি—'

'হ্যাঁ। তাই তো! বল—তারপর?'

'তুমি কাঁদতে শুরু করলে—'

'হ্যাঁ। কাঁদতে লাগলাম। এই প্রথম নয় যদিও; তারপর—'

'জো-র মাও কাঁদতে লাগল। বললেন সেটাও ওইরকমই—সব চুরি করে খাবার জন্যে—না মারলেই হত—'

'এ যে একেবারে অলৌকিক শোনাচ্ছে রে। তারপর?'

'তারপর সিড বলল—বলল—'

'আমি কিছু বলিনি বোধহয়,' সিড বলল।

'বলেছিলি সিড—' মেরি মনে করিয়ে দিল।

'থামবি তোরা! টমকে বলতে দে না! কি বলেছিল রে সিড?'

'বলেছিল—বোধ হয় বলেছিল, আমি যেখানে গেছি সেখানে যেন ভালো থাকি, তবে যদি ভালো হয়ে থাকতাম—

'ওই, শুনবি—শুনবি তোরা! একদম কথার পিঠে কথা—'

'আর, তুমি ওকে ধমকে থামিয়ে দিলে।'

'হ্যাঁ। দিব্যি করে বলছি, থামিয়েছিলাম।'

'তারপর নদীতে জাল ফেলার কথা হল, রবিবারে অন্ত্যেষ্টির কথাও। শেষে তুমি আর জো-র মা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলে। উনি চলে গেলেন।'

'অক্ষরে অক্ষরে। টম তুই বললি—যেন তোর নিজের চোখে দেখা এসব! তারপর কি হল, টম?'

'তারপর তুমি আমার জন্যে প্রার্থনা জানালে—আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, তোমার প্রতিটি কথা স্পষ্ট কানে আসছিল। তুমি শুতে গেলে, আমার তখন এত খারাপ লাগছিল—আমি একটা গাছের ছালে লিখলাম—আমরা মরিনি—আমরা শুধু জলদস্যু হবার জন্যে চলে এসেছি—মোমবাতির পাশে টেবিলের উপর যেন রাখলাম। আর, তোমাকে ঘুমের মধ্যে এত ভালো লাগছিল—মনে হল আমি যেন তোমার ঠোঁটে চুমু খেলাম।'

'খেলি! এই টম—তুই খেলি? তোর সব ক্ষমা করে দিলাম আমি,' টমকে জাপটে ধরলেন মাসি, পিষে ফেলবেন যেন।

'যদিও সব স্বপ্ন, তবু ব্যাপারটা এত ভালো মনে হচ্ছে'—সিড যেন নিজের মনেই বলল।

'চুপ কর সিড। স্বপ্নে মানুষ যা করে বাস্তবেও তাই করে। এই যে এই আপেলটা তোর জন্যে রেখে দিয়েছি—আর শোন, এবার ইস্কুলে যাবি—ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, তোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন—ওঁর আশীর্বাদেই—যাক গে—সিড, মেরি আর টম পালা এখন, অনেক ভোগান্তি হয়েছে তোদের জন্যে আমার—'

ওরা ইস্কুলের পথে রওনা হল, মাসিও চললেন। মিসেস হার্পারের উদ্দেশে টমের অভিনব স্বপ্নচরিত ব্যাখ্যা করতে।

টম এখন এক বিরাট মানুষ—হিরো। চোটপাট দৌড়োদৌড়ি করছে না আর। এখন সে দারুণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে জলদস্যুর কায়দায় চলাফেরা করছে—সবার চোখ যেন ওর উপরে। আশেপাশের মানুষের চোখ এড়িয়ে চলছে সে, তাদের মন্তব্যও কানে তুলছে না। বাচ্চারা চলছে তার পায়ে পায়ে, ওর সান্নিধ্যে গর্বের অবধি নেই তাদের। সমবয়সীরা কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সে আদৌ কোথাও যায়নি, তবু মনে মনে হিংসা করছে ঠিকই। টমের গায়ের রোদে-পোড়া চামড়া আর তার উজ্জ্বল কুখ্যাতিই এর মূলে।

ইস্কুলে সবাই তাকে আর জো-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করল—সকলেই প্রশংসায় উপচে পড়ছে। ক্ষুধার্ত শ্রোতাদের বলে চলেছে ওরা অভিযানের কাহিনী—কিন্তু সেগুলোর কেবল শুরুই আছে, শেষ হবার নয় যেন। আর শেষে পাইপ বের করে ঠোঁটের কোণে চেপে ধরতেই খ্যাতির শীর্ষে পেঁছনো গেল।

এমন অবস্থায় বেকি থ্যাচারের বন্ধুত্বের প্রয়োজন ফুরিয়েছে মনে হল তার। এখন শুধু খ্যাতির প্রয়োজনেই জীবন ধারণ করা। খ্যাতিমান এখন সে, বেকি নিশ্চয়ই 'সন্ধি' করতে চাইবে। করুক তাই সে—টম কতটা উদাসীন হতে পারে দেখতে পাবে। কিছু পরেই এল বেকি। টম ওকে না-দেখার ভান করল। আর-এক দিকে সরে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। খানিক পরেই টম দেখল বেকি উজ্জ্বল মুখে সহপাঠিনীদের ধাওয়া করছে, চোখ দুটো নাচছে

তার, খেলায় মেতেছে সে—হেসে উঠছে শব্দ করে ধরা পড়ে গিয়ে—আর এই বন্দীদশা প্রায় প্রতিবার ঘটছে টমের কাছাকাছি এসে। টম কিন্তু নরম হল না।

ক্রমে বেকি স্থির হল, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করল খানিক, এক-আধবার হাইও তুলল টমের দিকে তাকিয়ে। এবার মনে হল ওর, টম যেন অ্যামি লরেন্সের সঙ্গেই বেশি কথা বলছে। ভীষণ অস্বস্তি হল—চলে যেতে চাইল বেকি কিন্তু পা দুটো ওর বিশ্বাসঘাতকতা করছে। টমের খুব কাছাকাছি একটা মেয়ের উদ্দেশে বলল, 'আরে, মেরি অসটিন যে! দুষ্টু মেয়ে, রবিবারের ইস্কুলে আসনি যে?'

'এসেছিলাম তো—দেখিসনি আমাকে?'

'না তো! এসেছিলি—কোথায় বসেছিলি?'

'মিস পিটারের ক্লাসে, বরাবর যেখানে বসি। আমি কিন্তু দেখেছি তোকে—'

'তাই? তোকে দেখতে পেলাম না। ভারি আশ্চর্য তো! পিকনিকের কথাটা বলার ছিল—'

'ও, খুব মজা—কে ব্যবস্থা করছে রে?'

'মা-ই করছেন।'

'দারুণ! নিশ্চয়ই চান তিনি যে আমি যাই।'

'চান বইকি! আমার খাতিরেই তো পিকনিক—আমি যাদের চাইব সবাই আসবে। তোকে তো চাই-ই আমি—'

'তুই বড্ড ভালো রে। পিকনিক কবে?'

'হবে ছুটির মধ্যেই—'

'খুব মজা, তাই না রে? সবাইকে বলছিস—মানে—'

'হ্যাঁ, আমার বন্ধু যারা বা হতে চায় যারা—' আর একবার টমের দিকে গোপনে তাকাল বেকি—কিন্তু সে তো অ্যামি লরেন্সকে সেই দ্বীপের ভয়ঙ্কর ঝড়ের কাহিনী শোনাতে ব্যস্ত—কেমন করে তাদের মাত্র তিন ফুট দূরে বজ্রপাতে এক বিরাট ডুমুর গাছ তছনছ হয়ে গেল—।

'আমি যাব তো?' গ্রেসি মিলার বলল।

'হ্যাঁ।'

'আমি?' স্যালি রোজার্স জানতে চায়।

'হ্যাঁ।'

'আমিও ?' সুসি হার্পার সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ।'

আনন্দঘন হাততালি উঠল। সবাই আমন্ত্রণ আদায় করে নিল, বাকি শুধু টম আর অ্যামি। টম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে অ্যামির সঙ্গে কথা বলতে বলতে। বেকির ঠোঁট নড়ে উঠল, চোখ ভরে এসেছে জলে। এসব লুকোতে চেষ্টা করল বেকি কৃত্রিম আনন্দের আড়ালে—কথা বলে চলল সে, কিন্তু পিকনিকের ব্যাপার সব-কিছুই যেন প্রাণহীন এখন। তাড়াতাড়ি সরে গেল বেকি—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবার। ঘণ্টা পড়তে উঠে পড়ল বেকি, চোখে তার প্রতিশোধের সংকল্প। জামা টেনে নিজেকে গুছিয়ে নিল—কি করবে সে জানে, মনে মনে বলল বেকি।

টিফিনের অবসরেও টম অ্যামির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা চালিয়ে গেল, তারপর বেকিকে খুঁজে বের করতে চলল—তছনছ করে দেবে।

শেষে বেকিকে দেখতে পেল সে, কিন্তু তার উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়ল। ইস্কুল-বাড়ির পিছনে একটা ছোট বেঞ্চিতে বসে মেয়েটা, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে একটা ছবির বই দেখছে। সঙ্গে অ্যালফ্রেড টেম্পল। ওরা এত কাছাকাছি বসেছে যে টমের মাথায় হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। বেকির সঙ্গে বোঝাপড়ার এই সুযোগ নষ্ট হওয়াতে নিজেকে ধমক দিল সে। কথা থেমে গেল টমের। অ্যামি খুশি মনে চলেছে, গল্প করতে করতে, কিন্তু টম নীরব। অ্যামির কথা তার কানে ঢুকছে না, যখনই সে থেমে যাচ্ছে প্রত্যাশার ভঙ্গিতে, টম কোনরকমে তোতলাচ্ছে। অন্যমনস্ক। ইস্কুল-বাড়ির পিছনদিকে চলেছে সে—উত্তেজনা বাড়ছে তার। বেকি বুঝল, সে জয়ের পথে। টমের যন্ত্রণায় সে খুশি, কারণ সে তো যন্ত্রণা ভোগ করেছে এতক্ষণ!

অ্যামির কচকচি অসহ্য হয়ে উঠেছে। টমের অন্য কাজ আছে ইঙ্গিতে জানাল, কিন্তু সবই বৃথা। মেয়েটা বকেই চলেছে। ওঃ, কি করে এর হাত থেকে রেহাই পাব? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সুযোগ মিলল—'আশেপাশেই আছি ছুটি পর্যন্ত,' বলে সরে গেল মেয়েটা। টমও চলল।

সেণ্ট লুইয়ের ওই ছোকরা! নিজেকে খুব অভিজাত মনে করে। সবসময়ে পোশাকের বাহার। ঠিক আছে! যেদিন এই শহরে প্রথম

এসেছিলি ঠেঙিয়েছিলাম তোকে, আবারও ঠেঙাব—দাঁড়া, হাতে পাই তোকে, তারপর—।

ছেলেটাকে ঠেঙাচ্ছে, মনে মনে ভেবে চলেছে সে—শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ে। বল-করবি আর, বল ছুঁচো কোথাকার—এবার উচিত শিক্ষা হল তোর, যা—

কল্পনার ঠেঙানি শেষ হল। টম তৃপ্ত। ত্নপুরে বাড়ি গেল টম। অ্যামির সকৃতজ্ঞ খুশির মেজাজে আর সে মুগ্ধ নয়। ওদিকে বেকি অ্যালফ্রেডের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে তার ছবি-দেখা। গভীর মনোযোগ ত্নজনেরই। কিন্তু সময় বয়ে চলেছে, অনুতপ্ত টমের দেখা মিলছে না। বেকির মনোযোগ ছিন্ন হয়ে এল। প্রতিটি পায়ের আওয়াজে কান খাড়া করছে, কিন্তু বৃথাই। টম এল না। দমে গেল বেকি, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই হত। বেচারা অ্যালফ্রেড, শেষ চেষ্টা চালাল—'আরে, এটা দেখ, দারুণ—না?'

অধৈর্য বেকি ধমক দিল তাকে, 'আঃ, বিরক্ত করো না তো! দরকার নেই ওগুলোয় আমার—' জলে ভরে এল চোখ ত্নটো তার। উঠে চলে গেল বেকি।

অ্যালফ্রেডও উঠে পড়ল। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

'আমাকে একা থাকতে দাও। যাও তো! তোমাকে আমি ঘৃণা করি।'

দাঁড়িয়ে পড়ে অ্যালফ্রেড—কেন এই তিরস্কার ভাবতে চেষ্টা করে সে, কারণ বেকিই তো বলেছে সারা ত্নপুরই ছবি দেখবে ত্নজনে। এদিকে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে মেয়েটা। টমের উপর রাগ দেখাতে তাকে পাত্তা দিয়েছে এতক্ষণ তাহলে—ভাবতে ভাবতে ফাঁকা ইস্কুল-বাড়িতে ঢুকল অ্যালফ্রেড। টমের উপর তার বিদ্বেষ বাড়ছে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে। ছোঁড়াটাকে কোন প্যাঁচে ফেলা যেত যদি! টমের বানানের বই চোখে পড়ল তার, খুলল অ্যালফ্রেড, কালি ঢেলে দিল তাতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে জানালার পিছনে দাঁড়িয়ে বেকি দেখল ব্যাপারটা, সরে গেল সে নিঃশব্দে। বাড়ির পথ ধরল বেকি, টমকে বলে দেবে সব। টম খুশি হবে ওর উপর, মন-কষাকষির শেষ হবে। কিন্তু অর্ধেক রাস্তা পার হতে সে মত পালটাল। টমের ব্যবহার তার মনে পড়ল—কাঁটার মতো বিঁধছে তাকে—।



১৯

বিমর্ষ টম বাড়ি ফিরতেই মাসির সামনে পড়ে গেল। মনটা তার আরও দমে গেল তাঁর অভ্যর্থনার ভাষায়, 'টম, তোকে আজ ঠেঙিয়েই শেষ করব। আয় এদিকে।'

'কি হয়েছে, মাসি ?'

'কি হয়েছে! কি না হয়েছে? সেরেনি হার্পারের কাছে গেলাম কোথায় তাকে তোর স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করাতে, আর—সে জো-র কাছ থেকে ততক্ষণে জেনে ফেলেছে সব—তুই নাকি বাড়িতেই ছিলি, সব কানে শুনে ধাপ্পা দিয়েছিস! টম, তোর মতো ছেলেকে নিয়ে যে কি করি! আমি কি বোকাটাই না বনলাম ওদের কাছে!'

টম বলল, 'মাসি, ওটা করা উচিত হয়নি আমার, মানে—অতটা ভাবিনি আমি।'

'বাছা, তুমি কখনও ভেবে কিছু কর না—স্বার্থপরের মতোই শুধু কাজ করার ফিকির তোমার—অতখানি পথ বয়ে এসে আমাদের দুঃখের কথা শোনার সময় হল আর—উঃ, কি ছেলে রে!'

'মাসি, সত্যি ব্যাপারটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে মানছি, কিন্তু বিশ্বাস কর এমনটা করার ইচ্ছে ছিল না আমার—আর, সে-রাতে তোমাদের সঙ্গে মজা করতে আসিনি আমি।'

'তবে কি করতে এসেছিলি ?'

'আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তা না কর তাই বলতে, কারণ সত্যিই তো আমরা জলে ডুবে মরিনি।'

'টম, টম, ওরে ছোঁড়া—তোর মনটা যদি এত ভালো হত তো আমার মতো অমন সুখী কে ছিল রে—কিন্তু তা তো নয়, জানি আমি।'

'সত্যি মাসি, সত্যিই—'

'মিথ্যে বলবি না টম—মিথ্যে বলবি না।'

'মিথ্যে নয় মাসি, সত্যি—সত্যি। তোমরা যাতে দুঃখ না পাও সেই জন্যেই আসা আমার।'

'তা বললি না কেন ?'

'কেন জান—যখন তোমরা অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে কথা বলছিলে না—আমরা তখন ফিরে গির্জার মধ্যে লুকিয়ে থাকব ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে আমরা মত বদলাই। তাই ছালটা পকেটে—'

'কোন্ ছাল ?'

'যেটাতে আমাদের জলদস্যু হবার কথা লিখে রেখেছিলাম। সত্যিই—মাসি, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত।'

মাসির চোখমুখ কোমল হয়ে এল, 'আমাকে তুই আদর করেছিলি, টম ?'

'হ্যাঁ গো।'

'সত্যি বলছিস ?'

'হ্যাঁ মাসি, সত্যি বলছি।'

'কেন আদর করেছিলি, টম ?'

'তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি—তুমি আমার জন্যে কান্নাকাটি করছিলে এমন, তাই।'

ছেলেটা সত্যি কথাই বলছে বোধ হয়। বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে কাঁপুনি ধরা পড়ল, 'আবার আদর কর আমায়, টম—তারপর ইস্কুল যা। আমাকে আর জ্বালাসনে।'

টম চোখের আড়াল হতেই মাসি আলমারি থেকে টমের ছেঁড়া কোর্তাটা টেনে বের করলেন—যেটা পরে সে জলদস্যু সেজেছিল। তারপর নিজের মনে বললেন, 'না, সেজন্যে ভাবি না আমি। ছেলেটা মিথ্যে বললেও ব্যাপারটার মধ্যে হীনতা নেই। ভগবান ওকে ক্ষমা করবেন। সবই তো স্বীকার করেছে সে।' জামার পকেটে হাত দিতে ছালটা বেরিয়ে পড়ল, চোখে জল এল সেটা পড়তে পড়তে।



২০

পলি-মাসির ব্যবহারে এমন কিছু ছিল যে তাকে আদর করার সময় টমের মনের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিল। খুশির মেজাজে চলল টম ইস্কুলের পথে। মোড়ে বেকি থ্যাচারের সামনে পড়ে গেল টম।

মেজাজই সবসময়ে তাকে চালনা করে, তাই এতটুকু দ্বিধা না করে এক ছুটে বেকির কাছাকাছি হল সে, 'এত খারাপ ব্যবহার করেছি আজ বেকি, আমি সত্যি দুঃখিত—আর কখনও এমনটা হবে না। আর রাগ নেই তো ?'

বেকি দাঁড়িয়ে পড়ে, অবজ্ঞার চোখে তাকায়, 'মিস্টার টম সয়ার, নিজের মতো থাকুন আপনি, তাহলেই খুশি হব। কোনদিনই আর কথা বলছি না আপনার সঙ্গে।'

জামাটা উড়িয়ে হেঁটে চলল বেকি। টম এতই অবাক যে, 'কে পরোয়া করে, চালিয়াৎ মেয়ে'—বলার উপস্থিত বুদ্ধিও যোগাল না তার মাথায়। কিন্তু মেজাজ তার চড়ে গেল ঠিকই। মেয়েটা ছেলে হলে একহাত নেওয়া যেত। তাড়াতাড়ি এগিয়ে বেকির পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা চিমটি-কাটা মন্তব্য করল, বেকিও একটা জবাব দিল।

টমের শাস্তি পাওয়ার সময়টা এগিয়ে আসুক দ্রুত, ভাবে বেকি। কালি-ঢালার জন্যে ওর প্রতি যেটুকু সহানুভূতি জেগেছিল, তার উগ্র হাবভাবে তা উবে গেল।

বেচারা বেকি জানে না নিজের বিপদ ডেকে আনছে কত শীগগির। শিক্ষকমশায় মিস্টার ডবিনস যৌবনের শেষে পৌঁছেছেন অতৃপ্ত স্বপ্ন বুকে নিয়ে। লক্ষ্য ছিল ডাক্তার হওয়া, কিন্তু দারিদ্র্য তাতে বাদ সেধেছে। তাই গাঁয়ের সামান্য শিক্ষকতায়ই তাঁকে তৃপ্ত হতে হয়েছে। প্রতিদিন অবসর সময়ে একটা রহস্যময় বই বের করে তাতে মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন তিনি। ড্রয়ারে চাবি দেওয়া থাকত বইটা। হেন ছাত্র নেই যে তাতে উঁকি দিতে না চাইত, কিন্তু পারেনি। বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধারণা ছিল, কিন্তু কোন দুটি ধারণাই এক নয়। আজ বেকি সেখান দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করল, তালায় চাবি ঝুলছে। এক দুর্লভ সুযোগ! চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল, কেউ নেই—পরমুহূর্তে তার হাতে উঠে এল বইটা—প্রচ্ছদে লেখা 'অমুক অধ্যাপকের শারীরবিদ্যা,' তবু পাতা উলটে চলে সে। এক প্রমাণ-মাপের মানুষের ছবি এবার দেখা গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ছায়া পড়ল বইয়ের পাতায়—টম সয়ার দরজায়—ছবিটা দেখতে পেয়েছে সে-ও।

বেকি তড়িঘড়ি বইটা বন্ধ করে দিতে চাইল, ফলে ছবিটা মাঝ-

বরাবর ছিঁড়ে গেল—দুর্ভাগ্য ! ড্রয়ারে বইটা চালান করে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিল—লজ্জায়, বিরক্তিতে কাঁদছে সে।

'টম সয়ার, তুমি অতি নীচ, তাই চোরের মতো লুকিয়ে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাও।'

'কি করে জানব কি দেখছ তুমি ?'

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত টম সয়ার, ওঃ—জানি সব ফাঁস করে দেবে—কি করি আমি ! বেত খেতে হবে, মাগো—কখনও বেত খাইনি যে—' ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলল বেকি থ্যাচার। একটু পরে তার ছোট্ট পা-টা মাটিতে ঠুকল, 'ঠিক আছে, যদি এত নিচে নামতে চাও তো—জানি তাই ঘটতে চলেছে। দাঁড়াও—দেখতেই পাবে ! ঘেন্না—ঘেন্না—' আর-এক প্রস্থ চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বেকি।

টম অনড় দাঁড়িয়ে, এই আক্রমণে হতবুদ্ধি সে। নিজের মনে বলে উঠল, 'কি আজব মেয়ে রে, বাবা ! কখনও ইস্কুলে বেত খায়নি—তো কি—বেতে কি আছে—মেয়েগুলো তো পাতলা চামড়ার সব—ভীতু—অবশ্য ডবিনস-বুড়োকে ব্যাপারটা না বললেও ওকে শিক্ষা দেব ঠিকই, তবে সে-রাস্তা নোংরামির নয়। ডবিনস-বুড়ো তো জানতে চাইবে বই কে ছিঁড়েছে। কেউই মুখ খুলবে না—ও পরপর জানতে চাইবে, যেমনটা করে থাকে—আর ঠিক মেয়েটার কাছাকাছি হতেই জানা হয়ে যাবে ব্যাপারটা, কাউকে বলতেও হবে না কিছু, মেয়েদের মুখেই সব-কিছু লেখা থাকে। মেরুদণ্ড নেই ওগুলোর, মার খেয়ে মরবে আর কি ! বেকি থ্যাচারের পালাবার পথ নেই—টাইট অবস্থা—' আরও একটু ভেবে বলে চলল নিজের মনে, 'ঠিক আছে, আমি প্যাঁচে পড়েছি তাও তো দেখতে চায় ও—দেখুক !'

বাইরে লাফালাফি করছে পড়োরা, টম ভিড়ে গেল তাদের সঙ্গে। অল্পপরেই মাস্টারমশাই এসে পড়লেন। ইস্কুল বসে গেল।

পড়াশুনোয় টমের তেমন মনোযোগ দেখা গেল না, বেকির মুখে যতবারই তাকিয়েছে টমের অস্বস্তি বেড়েছে। বেকিকে করুণা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার, উল্লাসেরও কোন কারণ নেই। বইয়ে কালি ফেলার ব্যাপারটা টম অস্বীকার করে পার পাবে এ-আশা করেনি বেকি, এবং হলও তাই। এতে বেকির খুশি হওয়ার কথা এবং নিজেকে সে তা বোঝাতে চাইল, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না।

শেষে উঠে অ্যালফ্রেড টেম্পলকে বলতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু বসে পড়ল পরক্ষণে, নিজের মনে বলল, 'আমি ছবিটা ছিঁড়েছি নিশ্চয়ই বলে দেবে ও। একটা শব্দও করছি না আমি, ওর প্রাণ বাঁচাতেও না!'

টম বেত খেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। মনটা তার দমে নি একটুও।

একটা পুরো ঘণ্টা কাটল। মাস্টারমশাই ঢুলছেন চেয়ারে, বাতাসে পড়ার গুঞ্জন চলেছে, শেষে ডবিনস উঠে বসলেন। হাই তুলে তালা খুললেন দেরাজের বই বের করার জন্য। সামান্য দ্বিধা—বের করবেন কি না। ছাত্রদের অনেকেই চোখ তুলে তাকাচ্ছে, কিন্তু অন্তত দুজন গভীর মনোযোগের দৃষ্টিতে দেখে চলেছে। ডবিনস অন্যমনস্কভাবে বইয়ে আঙ্গুল বোলালেন কিছু সময়, বের করলেন বইটা পড়ার জন্যে। টম তীক্ষ্ণচোখে বেকির দিকে তাকাল—অসহায় খরগোশের দৃষ্টি মেয়েটার —বন্দুকের নল যেন মাথায় তাক-করা। বেকির সঙ্গে ঝগড়ার কথা ভুলে গেল টম—কিছু একটা করা দরকার—এখুনি! কিন্তু অসহায় হয়ে পড়েছে সে—কিছুই আসছে না মাথায়। হঠাৎ একটা প্রেরণা পেল, দৌড়ে বইটা কেড়ে নেবে সে, পালিয়ে যাবে সেটা নিয়ে। এক মুহূর্তের ভাবনা তার, কিন্তু সুযোগ নষ্ট হল—ডবিনস বই খুলে বসেছেন!

ডবিনস এবার চোখ তুললেন, সবার চোখ নেমে এল সেই দৃষ্টিতে —নিরপরাধের মনেও ভয় জাগল। নৈঃশব্দ্যে ডবিনস-এর রাগ বাড়ছে, 'বই ছিঁড়েছে কে?'

নিস্তব্ধতা। পিন পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাবে। প্রতিটি মুখের উপর চোখ ডবিনসের, অপরাধ অন্বেষণ চলেছে। 'বেনজামিন রোজার্স, বই ছিঁড়েছ তুমি?' অস্বীকৃতি। কাল বয়ে চলেছে।

'জোসেফ হার্পার, তুমি?'

আবারও অস্বীকৃতি। টমের অস্বস্তি বেড়ে চলেছে। ছেলেদের মুখ দেখা শেষ করে মেয়েদের দিকে ঘুরলেন, 'অ্যামি লরেনস?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দিল অ্যামি।

'গ্রেস মিলার?'

একই ইঙ্গিত।

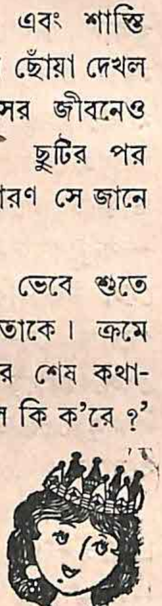
'সুসান হার্পার? তুমি করেছ?'

আবারও নেতিবাচক ইঙ্গিত। পরের জন বেকি থ্যাচার। টম উত্তেজিত।

'রেবেকা থ্যাচার (টম বেকির দিকে চাইল—ভয়ে সাদা হয়ে গেছে ঠোঁট)—তুমি ছিঁড়েছ? না - আমার মুখের দিকে তাকাও—(বেকির হাত উঠে আসছে আবেদনের ভঙ্গিতে)—তুমি কি বইটা ছিঁড়েছ? টমের মাথায় এক ভাবনার ঝিলিক খেলে গেল, লাফিয়ে উঠল সে, 'আমি করেছি।'

সারা ক্লাস বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে এই অবিশ্বাস্য বোকামি দেখছে। টম একমুহূর্ত দাঁড়াল তার বিক্ষিপ্ত মনকে সামলাতে এবং শাস্তি নিতে যাবার মুহূর্তে বেকির চোখে যে কৃতজ্ঞতা ও সম্ভ্রমের ছোঁয়া দেখল তা শত বেত্রাঘাতের ভীতিকে উড়িয়ে দিল। ডবিনসের জীবনেও যে বেত্রাঘাতের তুলনা নেই, তা টম নিঃশব্দে গ্রহণ করল। ছুটির পর দুটি ঘণ্টা কাটানোর শাস্তিও নির্বিকারভাবে গ্রহণ করল, কারণ সে জানে বাইরে কে তার অপেক্ষায় রয়েছে।

টম সে-রাতে অ্যালফ্রেড টেম্পল-এর বদলা নেবে ভেবে শুতে গেল। বেকি লজ্জায়, অনুতাপে জর্জরিত হয়ে সব বলেছে তাকে। ক্রমে প্রতিশোধের স্পৃহা কমে এল। ঘুমিয়ে পড়ল টম, বেকির শেষ কথা-গুলো তার কানে বাজছে, 'টম, তুমি এত মহৎ হতে পারলে কি ক'রে?'



২১

ছুটির দিন এগিয়ে আসছে। নির্মম ডবিনস দিনের পর দিন আরও কঠোর হয়ে উঠছেন। পরীক্ষার পরেই ছুটির আগের দিনটিতে তিনি একটা উঁচুদরের অনুষ্ঠান করে লোকজনের প্রশংসা পাবেন ভাবলেন। অনুষ্ঠানটিকে নিখুঁত করার জন্য তিনি খুব খাটছেন, ছেলেমেয়েদেরও খাটিয়ে নিচ্ছেন। কথায় কথায় হাতের ছড়িটা সচল হয়ে ওঠে। ছেলেরা খেপে গিয়ে প্রতিশোধ নেবার মতলব করল।

সেই দিনটি এল। সন্ধ্যে আটটায় সারা ইস্কুল আলোয় আলোময়, চারদিকে ফুলের তোড়া আর মালার সমারোহ। ডবিনস তাঁর বিখ্যাত

চেয়ারে ব'সে, পিছনে ব্ল্যাক-বোর্ড। মেজাজ একটু নরমই। সামনের বেঞ্চিগুলোতে শহরের বিশিষ্ট মানুষ আর অভিভাবকেরা। বাঁ-দিকটায়, জনসাধারণের পিছনে একটা অস্থায়ী চওড়া তক্তা—তাতে বসে যারা সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে। আর বাকি জায়গা জুড়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর দল।

অনুষ্ঠান শুরু হল। একটি খুদে বাচ্চা উঠে আবৃত্তি করল, প্রশংসাও পেল।

একটি লজ্জানত মেয়ে উঠল এবার। 'মেরি অ্যাণ্ড লিটল ল্যাম্ব' আবৃত্তি করে সে-ও প্রশংসিত হল।

টম সয়ার এবার উঠে এল। আত্মবিশ্বাসে, গর্বে ভরপুর—'আমাকে মুক্তি অথবা মৃত্যু দাও' আবৃত্তি করতে শুরু করল। শুরু ভালোই হল, কিন্তু কিছু পরে মঞ্চভীতিতে পেয়ে বসল তাকে, পা দুটো যেন ছেড়ে যাচ্ছে, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে তার! ডবিনসের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল, আর তাতেই বাড়ল বিপদ। টম কিছুক্ষণ চেষ্টা চালাল, শেষে বসে পড়ল। পরাজিত সে।

এরপর আরও কিছু আবৃত্তির পর অন্যান্য অনুষ্ঠানও হল।

মাস্টারমশাই এবার উঠে শ্রোতাদের দিকে পিছন ফিরে বোর্ডে আমেরিকার মানচিত্র আঁকতে লাগলেন, ভূগোলের ক্লাসের অনুশীলন পর্ব—কিন্তু চিত্রটি তেমন সুবিধের হল না। শ্রোতাদের মধ্য থেকে গুঞ্জন উঠল। তাড়াতাড়ি নতুন করে আঁকলেন, ফল হল আরও খারাপ, গুঞ্জন বেড়ে চলল। কিন্তু ডবিনস নতি স্বীকার করবেন না। সবার চোখই তাঁর কাজে নিবদ্ধ। ডবিনসের মনে হল সাফল্যের মুখোমুখি তিনি, কিন্তু আওয়াজ যে বাড়ছে। এমন সময়ে উপরের দিক থেকে একটা বিড়ালের ছায়া দেখা গেল, ঝাঁঝরির ফাঁকে তার মুখ, বাঁধা যদিও, মাথায় নেকড়া জড়ানো—গলায় সুতো, নেমে আসছে ক্রমে। থাবা শূন্যে আন্দোলিত হচ্ছে। গুঞ্জন স্পষ্টতর। ডবিনসের মাথা থেকে মাত্র ইঞ্চি ছয়েক উপরে, বিড়ালটা নামছে, নামছে—কাছে, আরও কাছে, ডবিনসের পরচুলোয় তার থাবা নামল। আর পরমুহূর্তেই উপর থেকে সুতোয় টান পড়ল—বিড়ালের থাবায় তার মূল্যবান বস্তুটি অর্থাৎ পরচুলো! চকচকে টাকে আলো ঝলসে উঠল।

সভা ভাঙল। ছেলেদের প্রতিশোধ নেওয়া হল। ইস্কুলের ছুটিও শুরু হয়ে গেল।



ছুটিটা টমের মোটেই ভালো কাটল না। অসুখের জন্য বাড়িতে আটকে রইল কিছু দিন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ তেমন হচ্ছে না। নতুন ঘটনাও কিছু নেই।

ক্রমে পরিবেশ বদলে গেল। আদালতে খুনের মামলা উঠল। শহরের লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল ব্যাপারটা। হাককে সে ডেকে নিল একান্তে, আলোচনার জন্যে। কথা বলে তো একটু হালকা হতে পারবে অন্তত, দুঃখের ভাগীদার তো মিলবে একজন। তাছাড়া সে নিশ্চিত হতে চায়, হাক এ ব্যাপারে সতর্ক কিনা।

'হাক্ 'ওই' ব্যাপারটা সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেছিস ?'

'না, বলি নি,—'

'একদম না ?'

'না। তা জানতে চাইছিস কেন ?'

'ভয় করছিল রে।'

'আরে, জানাজানি হলে দুদিনও জ্যান্ত থাকবি !'

টম অনেকটা আশ্বস্ত এবার, কিছু পরে বলল, 'তোর মুখ দিয়ে কিছু বের করতে পারবে না, কি বল ?'

'আমার মুখ দিয়ে ? অসম্ভব !'

'ঠিক আছে ! যদ্দিন মুখে কুলুপ এঁটে থাকব তদ্দিন কোন বিপদ নেই। আয়, আবার প্রতিজ্ঞা করি—'

'করলাম।'

ওরা শপথ নিল।

'হ্যাঁরে হাক, সবাই কি বলাবলি করছে বল তো।'

'ও—পটার সম্পর্কে—মাফ পটার,—সবার মুখেই ওই নাম। আমাকে সব সময় সাবধান থাকতে হয়।'

'লোকটার তাহলে বারটা বেজে গেছে বল ? ওর জন্যে দুঃখ হয় না তোর ?'

'হয়, তবে সব সময়ে নয়। লোকটা কারও অনিষ্ট করে না। মদটদ

খাবার জন্যে যা কিছু—ভবঘুরে মানুষ। আমার বিপদ আপদে দু-একবার পাশে দাঁড়িয়েছেও।'

'হ্যাঁ, আমার ঘুড়িও জোড়া দিয়েছিল—যদি ওখান থেকে বের করে আনতে পারতাম ওকে।'

'অ্যাঁ! পাগল হয়েছিস, টম—তাছাড়া তাতে কাজও হবে না—আবার পাকড়াও করবে ওকে।'

'তা করবে। কিন্তু ওই জো না ওর নামে এমন গালাগাল করে শুনতে খারাপ লাগে, বিনা দোষে—'

'আমারও টম। ওকে যা-তা বলে। অনেক আগেই নাকি ওকে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত ছিল—।'

অনেক কথা হল ওদের। তবে খুব স্বস্তি পেল না কেউই। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। ওরা নির্জন জেলটার আশেপাশে ঘুরছে, হঠাৎ কিছু ঘটে যাবার আশায়—কিন্তু কিছুই ঘটল না। কোন পরীই এই ভাগ্যহীন বন্দীর প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। ওরা আগে যেমনটা করেছে, এবারও তাই করল—জেলের চিকের ফাঁক দিয়ে তামাক আর দেশলাই চালান করে দিল পটারকে—সান্ত্রী-পাহারা নেই এমন সময়ে।

পটারের কৃতজ্ঞতা বোধ যেন অন্যান্য বারের চেয়ে বেশি এবার। ওদের অস্বস্তি বাড়ছে পটারের কথায়, 'তোরা আমার জন্যে এত করছিস, এ শহরে এমন করে কেউ করে না রে—আমি ভুলব না—না। প্রায়ই নিজেকে বলি,—আমি কতজনের ঘুড়ি মেরামত করে দিয়েছি, মাছ ধরার ভালো ভালো জায়গা বাতলে দিয়েছি, আর ওরা কিনা মাফের এই দুর্দিনে তার ছায়া মাড়ায় না—তবে টম আর হাক—ওরা তাকে ভোলেনি। আর আমিও ভুলিনি ওদের। তবে বুঝলি ওই ব্যাপারটা হঠাৎ করে ফেলি, কি জানি তখন মদ খেয়ে আছি—পাগলা হয়ে, তাই হবে—নইলে—আর, সেজন্যেই ঝুলতে হবে এবার—ঠিকই—ও কথা থাক, তোদের মন খারাপ করে দিতে চাই না—অনেক করেছিস তোরা, শুধু একটা কথা বলব, কখনও নেশা করিস না—নইলে আমার অবস্থায় পড়তে হবে। হাত মেলা, তোদেরটা ফাঁক দিয়ে আসবে, ছোট্ট হাতগুলো তোদের—দুর্বল হাত, কিন্তু ওই হাতই মাফ পটারকে সাহায্য করেছে, দরকারে আরও করবে।'

টম মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরল। সে-রাতে ঘুমিয়ে অনেক দুঃস্বপ্নও দেখল। পরের দিনটা, এবং তারও পরের দিন আদালতের আশে-

পাশে ঘুরল। হাকের অভিজ্ঞতাও এইরকম। মানুষজন আদালত থেকে বেরিয়ে আসতে তারা কান খাড়া করেছে—খবর প্রতিবারই আগের চেয়ে খারাপ। দ্বিতীয় দিনের শেষে চারদিকে একটা কথাই শোনা গেল জো-এর সাক্ষী দৃঢ়, অবিচল সে। ফলে, জুরীদের রায় কি হবে তা নিয়ে আর কারুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

টম সে-রাতে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরল। অনেক পরে ঘুম এল তার। পরদিন সারা গাঁয়ের মানুষ আদালতে হাজির। দীর্ঘ অপেক্ষার পর জুরীরা এলেন, তাঁরা আসন গ্রহণ করার কিছু পরে পটারকে আনা হল—নৈরাশ্যের ভেঙ্গে-পড়া একটা লোক। সবার চোখের উপরই বসানো হল তাকে—ইনজান জোও আছে সেখানে, সেই বোকা-বোকা মুখ নিয়ে। কিছু পরে এলেন বিচারক, শেরিফ আদালতের কাজ শুরু ঘোষণা করলে উকিলদের মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হয়ে গেল।

সাক্ষী ডাকা হল। পুকুরে মাফ পটারকে কাপড় কাচতে দেখেছে খুনের দিনেই। ভোরবেলায়। আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযোগকারীর কৌঁসুলী বললেন, 'সাক্ষীকে প্রশ্ন করবার থাকলে—'

বন্দী ক্ষণিকের জন্যে চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। তার কৌঁসুলী বললেন, 'আমার কোন জিজ্ঞাসা নেই।'

পরের সাক্ষী জানাল, শবের কাছে ছুরি পড়ে থাকতে দেখেছে। কৌঁসুলী বললেন,—'সাক্ষীকে প্রশ্ন করুন।

'না, কোন প্রশ্ন নেই,' পটারের আইনজীবী জানালেন।

তৃতীয় সাক্ষী জানাল পটারের কাছে ছুরিটা প্রায়ই দেখত সে।

'কোন প্রশ্ন ?'

পটারের কৌঁসুলী কোন প্রশ্ন করলেন না। দর্শকেরা কিছুটা উত্তেজিত—তবে কি উনি মক্কেলের জীবনরক্ষার কোন চেষ্টাই করবেন না ?

আরও অনেকে সাক্ষ্য দিল, খুনের জায়গায় পটারকে আনা হল, তার মুখে অপরাধবোধ ফুটে উঠেছিল। এবারেও জেরা করা হল না। গুঞ্জন বাড়ল দর্শকদের মধ্যে। অভিযোগকারীর কৌঁসুলী শেষে ঘোষণা করলেন, 'নাগরিকদের সাক্ষ্যের দ্বারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্যে, সন্দেহাতীতভাবে বন্দীকে দায়ী করা যাচ্ছে, আমাদের সওয়াল এখানেই শেষ হল।'

পটারের ঠোঁট থেকে গোঙানি মতো ও অস্ফুট একটা শব্দ উঠল, হাতের ফাঁকে মুখ লুকিয়ে কান্নায় কেঁপে উঠল সে। আদালত-জুড়ে বেদনাদায়ক এক নিস্তব্ধতা নেমেছে। পুরুষেরা অনেকেই বিহ্বল, মেয়েদের চোখে জল। এবার আসামীর কৌঁসুলী উঠলেন, 'হুজুর, এই মামলার শুরুতেই আমি বলেছিলাম আমার মক্কেল এই জঘন্য কাজ করেছে সত্য, কিন্তু মদ্যপানের প্রভাবে নেশার ঘোরে। এখন আর এই অজুহাত আমরা দেখাতে চাই না। (আদালতের করনিকের উদ্দেশে) টমাস সয়ারকে ডাকা হোক!'

আদালত-ঘরের সবার চোখ-মুখেই বিহ্বলতার ছাপ, পটারও বাদ যায়নি। টম উঠে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে সবার দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হল। টমকে হতচকিত দেখাচ্ছে—সে ভীত। শপথ গ্রহণ পর্ব সাঙ্গ হল।

'টমাস সয়ার, জুনের সতের তারিখের মাঝরাতে কোথায় ছিলে তুমি?'

ইনজান জো-এর কঠিন মুখের উপর চোখ পড়তে টমের কথা আটকে গেল। শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাস। কিছুক্ষণ পরে টম অবশ্য নিজেকে ফিরে পেল। সবাইকে শুনিয়ে দেবার মতো গলায় বলে উঠল, 'কবরখানায়।'

'একটু জোরে ভাই, ভয় নেই। তুমি ছিলে—'

'কবরখানায়।'

ইনজান জো-এর মুখে ফুটে উঠল অবজ্ঞার হাসি।

'হর্স উইলিয়ামস-এর কবরের কাছাকাছি কি?'

'হ্যাঁ, স্যর।

'জোরে বল—আর একটু। কতটা কাছে?'

'এখন আপনার যতটা কাছে আছি—'

'লুকিয়ে ছিলে কি, না?'

'লুকিয়ে।'

'কোথায়?'

'কবরের ধারে! 'এলম' গাছের পেছন দিকটায়।'

ইনজান জো এবার স্পষ্টতই চমকে উঠল।

'কেউ সঙ্গে ছিল?'

'হ্যাঁ, স্যর, হাক আমার সঙ্গে ছিল।'

'দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—সঙ্গীর নাম বলতে কোন দ্বিধা করো না। তাকে যথাসময়ে হাজির করব আমরা। সঙ্গে কিছু নিয়ে গিয়েছিলে কি ?'

টম ইতস্তত করছে, চারদিকে দৃষ্টি তার।

'বল, লজ্জার কিছু নেই—সত্য সবসময়েই তার মর্যাদা পেয়ে থাকে। কি নিয়ে গিয়েছিলে ?'

'একটা—একটা মরা বিড়াল।'

উল্লাসের ধ্বনি উঠল সারা আদালতে, আবার আদালতের নির্দেশে সবাই স্তব্ধও হল।

'ঠিক আছে, বিড়ালের শব প্রদর্শিত হবে, এখন বল তো—সব-কিছু খুলে বল। কিছু বাদ দেবে না, আর ভয়ের কিছু নেই।'

টম দ্বিধাগ্রস্তভাবে শুরু করে ক্রমে অনেকটা সহজ হয়ে গেল—তার গলা ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ নেই এখন, সমস্ত চোখ তার মুখে। নাটকীয়তার চরম মুহূর্তে সে বলল, 'আর, ডাক্তার যেই কাঠের টুকরোটা ঘুরিয়েছে, মাফ পটার পড়ে গেল, সেই মুহূর্তে ইনজান জো ছুরিহাতে লাফিয়ে—'

ঝনঝন! বিদ্যুৎবেগে জো জানালার দিকে ছুটে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল সমস্ত বাধা পেরিয়ে।



২৩

আর একবার 'হিরো' হয়ে গেল টম। বয়স্কদের প্রিয়, আর কমবয়সীদের হিংসার পাত্র। গ্রামের কাগজেও লেখালেখি হল তাকে নিয়ে। মাফ পটারকে নিয়ে যতটা কুৎসা রটেছিল, ততটাই আদরের পাত্র হয়ে উঠল সে।

দিনগুলো টমের বেশ ভালোই কাটছিল, কিন্তু রাতগুলো আতঙ্কে—তার স্বপ্ন জুড়ে রইল বিরাট ভয়।

বেচারা হাকের অবস্থাও একই দাঁড়াল, কারণ মামলার আগের

রাতে উকিলের কাছে সে সব জানিয়ে দিয়েছে, যদিও জো-এর পলায়নের ফলে তাকে সাক্ষ্যদান করতে হয়নি, কিন্তু সব ফাঁস হয়ে যাবে। মাফ পটারের দৈনিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন টমকে খুশি করলেও রাতে একা একা সে ভেবেছে মুখ না খোলাই বোধহয় ভালো ছিল।

লোকটা না মরা পর্যন্ত আর তার মৃতদেহ না-দেখা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। পুরস্কার ঘোষিত হল, সারা তল্লাট জুড়ে চলল খোঁজ, কিন্তু জো-কে পাওয়া গেল না। সেন্ট লুই থেকে গোয়েন্দাও এল, মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে জ্ঞানী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করল—'সূত্র' মিলেছে বলে পেশাদারী ঘোষণাও করল। কিন্তু খুনের দায়ে তো 'সূত্র'-কে ঝোলানো যায় না, তাই গোয়েন্দা ফিরে গেল। টম তেমনি অসহায় বোধ করতে লাগল।

দিন গড়িয়ে চলেছে। আর প্রতিটি দিনই টমের কিছুটা ভয় কমিয়ে দিচ্ছে।



২৪

মোটামুটি প্রায় সব কিশোরের জীবনেই কোথাও গিয়ে লুকোনো রত্নের সন্ধান করার এক অদম্য বাসনা থাকে। সে-ইচ্ছা একদিন টমের জীবনেও দেখা দিল। জো হার্পারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল টম। কিন্তু তাকে না পেয়ে বেন রোজার্সকে খুঁজল, সে গেছে মাছ ধরতে। শেষে হাক ফিনকে পাকড়াও করে গোপনে ব্যাপারটা জানাল তাকে। হাক রাজি। পয়সা-কড়ি দেবার নেই এমন যে-কোন ব্যাপারেই সে উৎসাহী। কিভাবে কোথায় কাজ শুরু করা যাবে হাক জানতে চাইল। টম বলল, 'ডাকাতেরা কোন দ্বীপে বা হানাবাড়িতে পুঁতে রাখে তাদের টাকাকড়ি—হয়ত কোন মরা গাছের তলায়—যার শিকড় বেরিয়ে থাকে। তা হ্যাকসনের দ্বীপে তো একবার চেষ্টা করেছি আমরা, আবারও করতে পারি। স্টীল-হাউস-এর দিকটায় একটা হানাবাড়ি আছে—মরা গাছও আছে—'

'সবগুলোর তলাতেই আছে নাকি এগুলো ?'

'কি যে বলিস ! না !'

'তাহলে কোন্‌টায় আছে জানবি কি ক'রে ?'

'সবগুলোই দেখতে হবে। ওই স্টীল-হাউসের ওপাশে পাহাড়ের দিকটায় যে মরা গাছ আছে, ওইটে দিয়েই শুরু করা যাক।'

'আমি খুব রাজি।'

ওরা একটা ভোঁতা খন্তা আর কোদাল যোগাড় করে ফেলল। তিন মাইল পদযাত্রা শুরু হল। ঘামে ভিজে, হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে একটা 'এলম' গাছের তলায় আরামে বসল।

'আচ্ছা, হাক—যদি এখানে আমরা ধনরত্ন পেয়ে যাই তো তোর ভাগ নিয়ে কি করবি তুই ?'

'আমি—রোজ মাংসের চপ-কাটলেট খাব, সেই সঙ্গে এক গ্লাস করে সোডা। সব ক-টা সার্কাস দেখব—দারুণ হবে।

'কিছু বাঁচাবি না ?'

'বাঁচাব—কি করতে ?'

'মানে পরে যদি দরকার হয় দিন চালাতে ?'

'না, তার দরকার নেই বাবা ফিরে এসে হাতাতে পারে—কাজেই তড়িঘড়ি খরচা করাই ভালো। তোরটা দিয়ে কি করবি, টম ?'

'নতুন ঢোল কিনব একটা, একটা নিখুঁত তরোয়াল—লাল টাই, একটা বাচ্চা কুকুর, আরও অনেক মতলব আছে। সে তোকে পরে বলব।'

ওরা আধ ঘণ্টা কাজ করল, ঘেমে উঠল। কিছু পাওয়া গেল না। আরও আধ ঘণ্টা পরিশ্রম করল—না, কিছুই না। হাক বলল এবার, 'ওরা কি এত নিচে পুঁতে রাখে এসব ?'

'সব সময়ে নয়—মনে হচ্ছে ঠিক জায়গা বাছা হয়নি।'

ওরা নতুন করে জায়গা বেছে কাজ শুরু করল আবার—নিঃশব্দে চলল কাজ। শেষে হাক কোদালের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কপাল থেকে ঘাম মুছল জামার হাতায়, 'এর পর কোথায় খুঁজবি ?'

'ওই বুড়ির বাড়ির পেছনটায়—কাডিফ পাহাড়ের সেই বুড়ো গাছটা—'

'ভালোই হবে, কিন্তু বুড়ি আবার সব কেড়েকুড়ে নেবে না তো—ওরই জমি কিনা—'

'কেড়ে নেবে ! চেষ্টা করেই দেখুক ! শোন, এ সম্পত্তি যে পায়—

সেই মালিক তার। কার জমি সেটা বড় কথা নয়।'

হাক সন্তুষ্ট। কাজ এগিয়ে চলল। খানিক পরে হাক বলল, 'ধুস— আবার ভুল জায়গা ধরেছি আমরা, তাই না ?'

'তাজ্জব ব্যাপার ভাই—বুঝতে পারছি না রে। তবে ডাইনীরা মাঝে-মধ্যে বাগড়া দেয়, হয়ত সেইরকমই কিছু ঘটেছে।—'

'ডাঃ—ডাইনীরা আবার দিনের বেলায় কিছু করতে পারে নাকি !'

'তাই তো—সে কথা ভাবিনি তো,—কি হয়েছে বুঝেছি—আমরা কি বোকা রে ! আসলে গাছের শিকড়ের ছায়া মাঝরাতে যেখানে পড়বে সেখানে খুঁজতে হবে।'

'তাহলে আবার রাতেই আসব। কিন্তু অনেক দূরের রাস্তা—ঠিক ঠিক বেরোতে পারবি ?'

'আলবত পারব। আজ রাতেই কাজ সারতে হবে। এইসব গর্ত অন্য কারুর চোখে পড়লেই বুঝে যাবে ব্যাপারটা—আর তারাই সব মাল সরিয়ে ফেলবে।'

'ঠিক আছে, আমি এসে বেড়াল ডাকব।'

'আচ্ছা। শোন, যন্তরপাতিগুলো ঝোপের আড়ালে চালান করে দিই, আয়—।'

নির্দিষ্ট সময়ে ওরা হাজির হল সে-রাতে। ছায়ার জন্য দেরি করতে লাগল। নির্জন জায়গা—চারদিকে এক অপ্রাকৃতিক পরিবেশ।—ক্রমে বারটা বাজল—ছায়ায় একটা চিহ্ন এঁকে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিল ওরা।—গর্ত বেড়ে চলল। কোন কিছুতে তাদের কোদাল পড়তেই বুকের ধুকপুকানি বাড়ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে জুটল শুধু হতাশাই।

শেষে টম বলল, 'হাক, কোন কাজ হবে না রে—আবার ভুল করেছি আমরা।'

'কিন্তু ভুল হতে পারে না, আমরা ঠিকঠাক ছায়ায় দাগ দিয়েছি,' —হাক দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

'কিন্তু সময়ের ব্যাপারটা শুধু আন্দাজেই ঠিক করেছি আমরা। হয় আগে, না-হয় পরে হয়েছে সব-কিছু।'

হাক কোদাল নামিয়ে দিল, 'তাই হবে বোধ হয়। এখন কাজ বন্ধ করে দিই তাহলে। ঠিক সময় তো কখনও কিছুতে ধরতে পারব না। তাছাড়া এসব কাজে ঝুঁকিও আছে রে—ভূত পেত্নী আর ডাইনীরা

যেভাবে চারদিকে ঘুরঘুর করছে। আমার তো সব সময়েই মনে হয় পেছনে কেউ রয়েছে, ফিরে দেখতে ভয়—।'

'আমারও একই অবস্থা, হাক—ওরা সব সময়ে একটা করে মরা মানুষও রাখে ধনরত্নের সঙ্গে।'

'ওরে বাপস্!'

'হ্যাঁরে! তাই—শুনেছি আমি।'

'টম, আমার একদম ভালো লাগছে না এখানে। চল, অন্য কোথাও যাই।'

'তাই চল।'

'কোথায় যাওয়া যায়?'

টম সামান্য সময় ভেবে নিল, 'পোড়ো-বাড়িটায়—'

'মার্ গুলি—ওসব পোড়ো-বাড়ি-টাড়ি আমার একেবারে পছন্দ না—ওগুলো মরা মানুষদের চেয়েও ভয়ঙ্কর রে—মড়া কথা বলে উঠতে পারে হয়ত রেগে।'

'তা ঠিক হাক, কিন্তু ভূত-প্রেতেরা শুধুই তো রাতে চলাফেরা করে—দিনে ঘোরাঘুরিতে তো বাধা দেবে না।'

'কিন্তু ওই বাড়িটা দিনের বেলাতেও লোক মাড়ায় না, জানিস—'

'সেটা এইজন্যে যে যেখানে খুনখারাপি হয় সেখানে বড়-একটা কেউ যেতে চায় না—কিন্তু রাতে ছাড়া ওখানে তেমন কিছু একটা দেখা যায়নি—এই এক-আধটা নীল আলোর ঝলকানি—'

'তাহলে দেখ, যেখানে নীল বাতির সংকেত আছে, তার ধারেকাছে ওঁদের উপস্থিতির কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না—বল্। ওঁরা ছাড়া কেউ ওসব ব্যবহার করে না—'

'হ্যাঁ, কিন্তু দিনের বেলাতে যখন ওঁদের দেখা মেলে না—ভয়ের কি আছে?'

'ঠিক আছে বলছিস যখন, পোড়ো-বাড়িটায়ই যাওয়া যাবে। কিন্তু দেখ, ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।'

ওরা ঢিবি থেকে নেমে এল। চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে 'পোড়ো-বাড়ি'—নির্জন। বেড়াগুলো বহুকাল আগেই গেছে—আগাছায় ছেয়ে গেছে সদর। চিমনিটা বিধ্বস্ত, সার্সিগুলো ভেঙ্গে গেছে—ছাদের একটা অংশ ধসে পড়েছে। ওরা খানিক সময় তাকিয়ে রইল—হঠাৎ

নীল আলোর ঝলকানির প্রত্যাশায়। নিচু গলায় কথাবার্তা বলে চলেছে দুটিতে; শেষে ডানদিকে চলল বাড়ির পথে।



২৫

পরের দিন দুপুরে ওরা মরা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। টম পোড়ো-বাড়িটায় হানা দেবার জন্যে অধীর, হাকও খানিকটা। কিন্তু হঠাৎ সে বলে উঠল, 'শোন টম—আজ কি বার মনে আছে?'

মনে মনে দিনগুলো আওড়ে নিল টম, শেষে চমকে চোখ তুলে তাকাল, 'আরে! আরে, একদম মনে ছিল না তো!'

'আমারও—কিন্তু হঠাৎই মনে পড়ে গেল। আজ শুক্রবার।'

'ধুস! অত মনে থাকে নাকি! তা আজকের দিনে কাজে নামলে গণ্ডগোল হতে পারে বলছিস?'

'হতে পারে কি—হবেই! অন্য দিন চেষ্টা করা যাবে, আজ কখ্খনও না।'

'ঠিক আছে, তাহলে কালই আবার আসা যাবে। আজ আয়—দুজনে রবিনহুড খেলি।'

'রাজি।'

সারাটা দিন ওরা রবিনহুড খেলল। মাঝেমাঝে ব্যাকুল চোখে তাকাচ্ছে পোড়ো-বাড়িটার দিকে। পরের দিনের সম্ভাবনার কথাও আলোচনা করে নিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে। সূর্য পশ্চিমে হেলতে শুরু করতেই ওরা লম্বা ছায়াগুলোর ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরে চলল।

শনিবার দুপুরের কিছু পরে ওরা সেই গাছের কাছে হাজির আবার। ধূমপান আর খানিক গল্প-গাছার পর কাজ শুরু করল ওরা। আগেকার গর্ত আর-একটু খুঁড়ল, কিন্তু লক্ষণ আশাপ্রদ মনে হচ্ছে না। পোড়ো-বাড়িটা একবার ভালো করে দেখা দরকার। এই ভেবে ওরা এগিয়ে গেল। কিন্তু পরিবেশটা এতই থমথমে যে দিনের বেলাতেও ভিতরে ঢুকতে ভয় হয়। দরজার কাছে গিয়ে কাঁপা চোখে উঁকি দিল। মেঝে চটা, আগাছায় ভরা ঘর, একটা পুরনো পাল্লাহীন জানালা,

জীর্ণ সিঁড়ি, মাকড়সার জালে ভরে গেছে দেয়ালগুলো! ওরা ঢুকল। ওদের নাড়ির বেগ বেড়ে গেল। মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল।

যে-কোন অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্যে ওরা সতর্ক।

পরিবেশের সঙ্গে কিছুটা যেন খাপ খাইয়ে নিয়ে ওরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, নিজেদের সাহসে যেন নিজেরাই মুগ্ধ ওরা।

এরপর উপরতলায় উঠে গেল।

সাহস বেড়ে গেছে ওদের। উপরতলার অবস্থাও একই। এক কোণে একটা আলমারি দেখতে পেল—রহস্যময় মনে হচ্ছে সেটাকে। কিন্তু রহস্যের ইতি ঘটল অচিরাৎ—ভিতরটা ফাঁকা। সাহস আরও বেড়েছে, নিচে নেমে আবার কাজ শুরু করবে—এমন সময়ে টম ঠোঁটে হাত দিল, 'শ্‌শ্‌—'

'কি ?' হাক ভয়ার্ত গলায় ফিস ফিস করে শুধোয়।

'শ্‌—ওই যে! শুনতে পাচ্ছিস ?'

হ্যাঁ! আরে—পালা—'

'থাম—একদম নড়বি না—চুপ! দরজা-বরাবর আসছে,' ওরা মেঝেতে টান-টান হয়ে পড়ল, কাঠের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকিয়ে অপেক্ষা করে চলেছে, ভয়ে আধমরা।

দুটো লোক ঢুকল। টম আর হাক মনে মনে বলল—সেই বুড়ো বোবা-কালা স্পেনীয়টা, যে হালে শহরে এসেছে। অন্যটাকে কিন্তু আগে কখনও দেখা যায়নি।

অন্যজনের জামা-কাপড় অপরিষ্কার, মুখ-চোখও নোংরা। গায়ে কিছু একটা জড়ানো, লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল, চোখে সবুজ রোদ-চশমা। ওরা যখন ঢুকল 'সে-লোকটা' নিচু গলায় কথা বলছে; মেঝেয় বসে পড়ল ওরা দরজার দিকে মুখ ক'রে—দেয়ালের দিকে পিঠ। ক্রমে স্পষ্ট হল তার স্বর, উচ্চ গ্রামে উঠল, 'না, আমি ভালো করেই ভেবেছি, এ ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়। বিপদ আছে তাতে।'

ছেলেদের চমকে দিয়ে বোবা-কালা স্পেনীয়টি বলে উঠল, 'বিপদ! দূর ভিতু কোথাকার!' এ-গলা শুনেও চমকায় টম আর হাক—এ গলা ইনজান জো-এর। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। জো বলল, 'আগেকার সেই কাজটার চেয়ে বিপদের আর কি থাকতে পারে, কিন্তু কিছুই তো হয়নি।'

'সেটা ছিল আলাদা ব্যাপার। যাই হোক, এখান থেকে যত শীগগির সম্ভব সরে পড়তে চাই। গতকালই চুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু ওই হতচ্ছাড়া ছোড়াগুলো ঢিবির ওপর সারাদিন খেলল।'

'হতচ্ছাড়া ছোড়ারা,' এই মন্তব্যে কেঁপে উঠল, ভাগ্যিস ওদের মনে পড়েছিল—দিনটা শুক্রবার!

লোকটা খাবার বের করে খাওয়া শুরু করল। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জো বলে উঠল, 'শোন—তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই ফিরে যাও—আমার সঙ্কেত পাওয়া পর্যন্ত দেরি কর। আমি আর একটিবার ঢুঁ মারব এখানে, তারপর সুযোগ-সুবিধে মতো বিপদের কাজটি সমাধা করব। তারপর টেকসাস—একসঙ্গে।'

হাই উঠতে লাগল একের পর এক, শেষে জো বলল, 'আমার দারুণ ঘুম পেয়েছে, এবার তোমার পাহারা দেবার পালা।' সেখানেই শুয়ে পড়ল জো।

নাক ডাকাও শুরু হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সঙ্গীটি দু-একবার ঝাঁকানি দিল জো-কে, শেষে নিজেও ঢুলতে শুরু করল। দুজনেই নাক-ডাকা শুরু করেছে।

টমেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। টম ফিসফিস গলায় বলল, 'এই সুযোগ, আয়।'

হাক বলল, 'পারব না। ওরা জেগে উঠলে আর রক্ষে নেই।'

টম যত এগোয়, হাক তত চেপে ধরে। শেষে টম একাই বেরোবার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রথম পা পড়তেই এমন শব্দ উঠল, ভয়ে সিঁটিয়ে গেল সে নিজেই—আর কোন চেষ্টা চালাল না। ওরা শুধু মুহূর্ত গুনে চলল—মনে হল যেন অনন্ত প্রতীক্ষা শুরু হয়েছে। শেষে সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখে খানিক স্বস্তি পেল।

একজনের নাক-ডাকা বন্ধ হল। জো উঠে বসল। সঙ্গীর দিকে কঠিন চোখে তাকাল, ঠোঁটে হাসি, অন্যজনের মাথা হাঁটু ছুঁয়েছে। জো তাকে ঠেলে দিল, 'অ্যাই। তুমি পাহারায় ছিলে—তাই না? যাক—কিছু তেমন ঘটেনি যদিও—'

'ওঃ! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নাকি?'

'ওই আর কি—একটু—এখন আমাদের ফেরার সময় হয়ে এল—কিন্তু যে-মালটা থেকে গেল তার কি গতি হবে?'

'কি জানি—যেমন রেখে যাই, যাব। দক্ষিণ দেশে রওনা দেবার আগে নিয়ে লাভ নেই। সাড়ে ছ-শ রুপোর টাকা সঙ্গে নেওয়া সোজা নয়।'

'ঠিক আছে—আরও একবার এখানে আসতে আপত্তি কি?'

'আপত্তির কিছু নেই, তবে দিনে না এসে রাতে আসব—যেমন আসতাম। তাতে সুবিধেই হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেখ—সুযোগ-সময় নাও আসতে পারে, দুর্ঘটনার কথা বলা যায় না। আর খুব একটা ভালো জায়গাতেও নেই তো মালটা—শুধু পুঁতে দেব এখন—বেশ খানিকটা গভীর ক'রে—

'ভালো বুদ্ধি,' লোকটা এবার ঘরের এককোণে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পিছন দিককার পাথর সরিয়ে একটা থলি বের করে আনল—রুপোর মিষ্টি বাজনার আওয়াজ। তা থেকে বিশ-ত্রিশ ডলার বের করে নিল নিজের জন্যে, জো-এর জন্যেও একই—বিশ-ত্রিশ। ব্যাগটা জো-এর কাছে চালান করে দিল—জো তার বাঁকানো ছুরি দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণ।

ছেলে দুটো তাদের ভয়-ভাবনা ভুলে গেছে, চকচকে চোখে তারা লোকগুলোর প্রতিটি কাজ লক্ষ্য করছে। কোথায় কোদাল চালাতে হবে তা নিয়ে আর-কোন ভাবনা নেই—কনুইয়ে কনুইয়ে ঠেকাঠেকি চলেছে ওদের প্রতি মুহূর্তে, তার ভাবার্থ একটাই—কি, এখানে আসার জন্যে খুশি তো!

জো-এর ছুরিটা কিছুতে ঠেকল এবার।

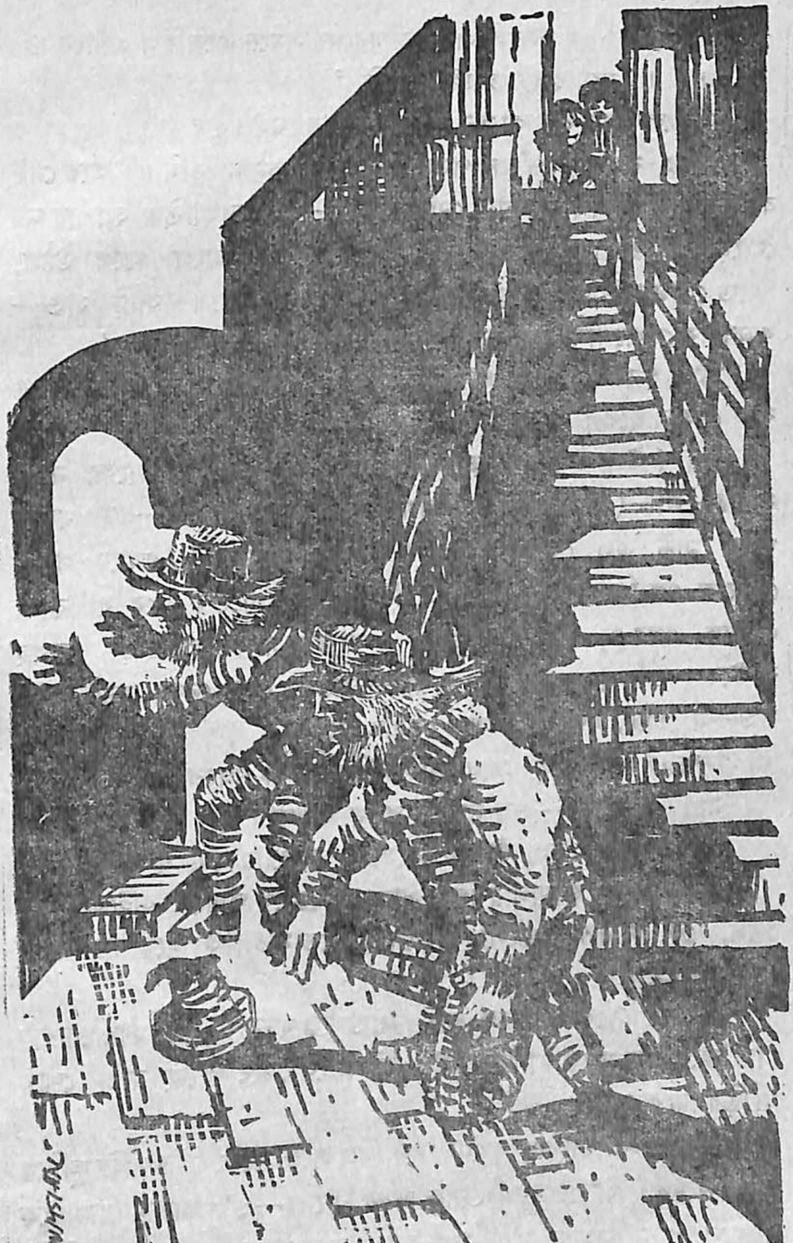
'কি ব্যাপার?' বলল জো।

'আধ-পচা কাঠের পাটাতন—না, একটা বাক্স মনে হচ্ছে। অ্যাই, হাত লাগাও তো দেখি।' হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল পরক্ষণে, 'আরে—টাকা—গুপ্তধন।'

ওরা নতুন-পাওয়া টাকাগুলো ভালো করে দেখল। উপরে ছেলেরাও কম পুলকিত নয়।

জো-এর সঙ্গীটি বলল, 'কাজটি খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার, ওদিকটায় একটা খন্তা দেখেছিলাম কিছু আগে।' দৌড়ে গিয়ে টমের কোদাল আর খন্তা নিয়ে এল সে। জো খন্তাটা হাতে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল—নিজের মনে বিড়বিড় করে কি বলে কাজ শুরু করল।

বাক্সটা শীগগিরই তোলা গেল—খুব বড় নয়, লোহার পাত আটকানো যথেষ্ট মজবুত।



ওরা দুজনে লোভী চোখে অনেকক্ষণ ধরে বাক্সের ভিতরকার টাকা-পয়সা দেখল, 'পার্ড, হাজার কয়েক ডলার আছে।' ইনজান জো যেন রুদ্ধশ্বাস।

'হ্যাঁ, মুরেল-এর দলবল একবার গরমের সময়ে এসেছিল এখানে।'

'জানি। মনে হচ্ছে তারই সম্পত্তি।'

'তাহলে আর ওই কাজটা করার দরকার নেই।'

জো-র কপালে ভাঁজ পড়ল, 'আমাকে চেন না তুমি। আর সেই ব্যাপার সম্পর্কে কিছুই জানা নেই তোমার—এটা ডাকাতির ব্যাপার নয় মোটেই, প্রতিশোধ!' ওর চোখে এক শয়তানী আলো জ্বলে উঠল, 'এতে তোমার সাহায্য চাই—শেষ হলেই—টেকসাস। বাড়ি যাও—বাচ্চাদের দেখাশোনা কর, আর আমার ডাকের অপেক্ষায় থেক।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এটার কি হবে? আবার মাটির নিচে চালান করে দেওয়া হবে?'

'হ্যাঁ (উপরতলায় আহ্লাদের গুঞ্জন)—না—কালা সর্দারের নামে বলছি—না—(উপরতলায় হতাশার দীর্ঘশ্বাস এবার)—এই খন্তায় তাজা মাটি এল কোত্থেকে? (উপরতলায় ত্রাস) এখানে খন্তা-কোদাল এল কিভাবে? তাজা মাটিই বা কেন এতে? কে বা কারা এনেছে এসব? তারা কোথায়? কারুর গলা পেয়েছ? দেখেছ কাউকে? কি! পুঁতে রেখে যাব—তারপর এসে দেখব মাটি লণ্ড-ভণ্ড—না ভায়া, এগুলো আমার ডেরায় যাবে।'

'নিশ্চয়ই। আগেই ভাবা উচিত ছিল—এক নম্বরে তো?'

'না। দু-নম্বরে—এক নম্বরটা বাজে জায়গা।'

'ঠিক আছে। চল, আঁধার নেমেছে—যাওয়ার সময় হল—।'

জো জানালায় জানালায় গিয়ে সাবধানী চোখে তাকাল বাইরে, পরে বলল, 'কে আনল এগুলো এখানে? তোমার কি মনে হয় তারা উপরে আছে?'

টম আর হাকের দম বন্ধ হয়ে এল উপরে ব'সে। জো তার ছোরায় হাত রেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষে সিঁড়ির দিকে ঘুরল।

ছেলেরা আলমারির কথাটা ভেবে নিল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু শক্তি ফুরিয়ে গেছে ওদের। সিঁড়িতে আওয়াজ উঠল পায়ের—ওরা আলমারির দিকে এগোবে এমন সময়ে পচা কাঠের দুমদাম শব্দ শোনা গেল, জো সিঁড়ি

ভেঙ্গে পড়ল। উঠে পড়ে গালাগাল দিল খানিক, সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'ঠিক আছে, উপরে যদি কেউ থেকেই থাকে তো থাক, কি যায় আসে? ওরা যদি এখন লাফিয়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনতে চায় তো আনুক, কে বারণ করছে?'

জো বিড়বিড় করে চলল নিজের মনে। সঙ্গীর সঙ্গে একমত হল যে যতটুকু দিনের আলো আছে তার মধ্যেই ওদের গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। একটু পরেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। গোধূলির আলোয় ওরা নদীর দিকে চলেছে, মহামূল্য বাক্সটা সঙ্গে।

টম আর হাক উঠল। দুর্বল যদিও, কিন্তু অনেক হালকা—কাঠের ফাঁক দিয়ে ওদের চলে-যাওয়া লক্ষ্য করছে। পিছনে ধাওয়া করার কথা চিন্তা করছে না আদৌ—ঘাড় মটকে পড়ে থাকতে হয়নি এ জন্যে কৃতজ্ঞ তারা। কথা কম বলছে ওরা, নিজেদের উপর রাগ হচ্ছে যন্ত্রপাতিগুলো ওভাবে ফেলে রাখার জন্যে, নইলে জো কি সন্দেহ করতে পারত? সবই রেখে যেত, আর 'প্রতিশোধ' নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত—শেষে—এসে দেখত সবাই উধাও! দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য! নাহলে ওইগুলো কেন আনতে যাবে ওরা এখানে?

ওরা ঠিক করল জো-র সঙ্গীর উপর নজর রাখতে হবে—প্রতিশোধের কাজটি করতে আসবে সে শহরে—এবং তার পিছন-পিছন গিয়ে দু-নম্বরে হাজির হওয়া, যেখানেই হোক জায়গাটা!

হঠাৎ টমের মাথায় এক বিকট চিন্তা ঢুকল,—'প্রতিশোধ? আমাদের ওপর প্রতিশোধের কথা ভাবছে না তো, হাক?'

'ও কথা বলিস না,' হাক ভয়ে প্রায় অচৈতন্য।

গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ওরা কথা বলল। শেষে শহরে ফিরে এসে নিশ্চিন্ত হতে চাইল যে অন্য কারুর সম্পর্কে বলেছে ওরা—অন্তত হাক হতেই পারে না, সে তো সাক্ষ্যই দেয়নি। তবে টম—!

টম নিজেকে একা বিপদের মুখোমুখি দেখতে পেয়ে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। সঙ্গী-সাথী থাকলে কিছুটা হালকা হতে পারত।



সে-রাতে টমের ঘুম ভালো হল না। দিনের বেলা যা ঘটেছে তারই জের—চারবার সে সম্পত্তি হাতাবার স্বপ্ন দেখল এবং প্রতিবারই ঘোর কেটে বাস্তবে ফিরে এল। ভোরের দিকে শুয়ে শুয়ে সব-কিছু মনে করতে চেষ্টা করল। তারপর দ্রুত প্রাতরাশের পর্ব সেরে হাকের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

নৌকোর পাটাতনে বসে হাক পা দুটো নাচাচ্ছে, অন্যমনস্ক, বিমর্ষ।

'অ্যাই, হাক!'

'বল্—'

'টম, আমরা যদি যন্ত্রপাতিগুলো গাছের নিচে রেখে যেতাম তাহলে ওগুলো ফিরে পেতাম রে—'

'উঃ—ফসকে গেল সব।'

'শোন, অতটা হতাশ হলে চলবে না। লোকটাকে খুঁজে পেতে হবে—আর, দু-নম্বর পর্যন্ত পেছু নিতে হবে।'

'দু-নম্বর! হ্যাঁ—আমিও ভেবেছি কথাটা, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। তোর কি মনে হয় ওটা—'

'জানি না। অনেক গণ্ডগোলের ব্যাপার মনে হয়। আচ্ছা হাক—'

'তাই তো। দাঁড়া—নম্বরটা কোন ঘরের, সরাইখানার—বুঝলি!'

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই হবে। মোটে তো দুটো সরাইখানা—খুঁজে বের করে ফেলব ঠিক।'

দুজনে আলাদা আলাদা রওনা দিল। কোন প্রকাশ্য জায়গায় হাক তাঁর সঙ্গে থাকুক এটা চায় না সে। আধঘণ্টা পরে সেরা সরাইখানার দু-নম্বর ঘরের খোঁজ নিয়ে জানল অনেকদিন ধরেই সেটা এক অল্পবয়সী উকিলের দখলে। অন্যটার দু-নম্বর ঘরটা রহস্যে ঘেরা। মালিকের ছেলে জানাল—ঘরটা নাকি সব সময়েই তালা-বন্ধ থাকে, রাতের বেলা ছাড়া কাউকেই ঢুকতে-বেরোতে দেখেনি। আগের রাতে একটা বাতি জ্বলতে দেখেছে সে ঘরটাতে।

'হাক, মনে হচ্ছে ওইটাই আসল নম্বর।'

'হতে পারে। তাহলে কি করবি এখন ?'

'দাঁড়া, ভেবে দেখি।'

অনেক সময় নিল টম ভাবতে। শেষে বলল, 'শোন, দু-নম্বর ঘরের খিড়কির দরজাটা সরাইখানা আর একটা ইঁটের দোকানের ফাঁকের মাঝা-মাঝি জায়গাতে পড়ছে। এখন যতগুলো চাবি হাতের কাছে পাস জড়ো কর—আমিও মাসির সবগুলো সরিয়ে ফেলছি। প্রথম আঁধার রাতেই শুরু হবে আমাদের কাজ। আর—জো-এর ব্যাপারে সাবধান থাকবি, কারণ ব্যাটা শহরে ঢুকবে বলেছে—'প্রতিশোধ' নিতে। দেখা পেলেই পেছু নিবি। যদি দু-নম্বরে না যায় তাইলে জানবি ওটা আসল জায়গা নয়।'

'ঠিক আছে, টম।'



২৭

সে-রাতে টম আর হাক তাদের অভিযানের জন্য তৈরি। রাত ন-টা পর্যন্ত সরাইখানার আশেপাশে ঘুরঘুর করল—গলির উপর নজর তাদের। কিন্তু কারুর দেখাই মিলল না। ঠিক হল—কোন গাঢ় অন্ধকার রাতে চাবিগুলো দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা চালানো হবে। তিনদিন পরে বৃহস্পতিবার সেই সুযোগ এল। টম তার মাসির পুরনো টিনের লণ্ঠনটা নিয়ে চুপি-চুপি বেরিয়ে এল—বড় একটা তোয়ালে দিয়ে সেটা আড়াল ক'রে। পিপের মধ্যে লণ্ঠনটা লুকিয়ে ফেলে পাহারা শুরু হল। রাত এগারটা নাগাদ সরাইখানার আলোগুলো নিভে গেল। কাউকে দেখা গেল না। গলিতেও কেউ নেই। সবই ভালো। আঁধার নামছে—নৈঃশব্দ্য বাড়ছে।

টম লণ্ঠন জ্বালিয়ে তোয়ালেতে ঢেকে নিয়ে আস্তে আস্তে সরাইখানার দিকে পা বাড়াল। হাক পাহারা দিচ্ছে, টম গলির মধ্যে ঢুকল। হাকের উদ্বেগ বেড়ে চলেছে—লণ্ঠনের কোন সঙ্কেতের আশায়। মনে হচ্ছে টম গেছে অনন্তকাল আগে—হয়ত সে অজ্ঞান হয়ে গেছে ;

হয়ত ভয়ে বুক ফেটে মরেছে। উত্তেজনায় হাক গলির অনেক কাছে চলে এসেছে, মনে অনেক এলোমেলো চিন্তা—হঠাৎ আলোর একটা ঝলক খেলে গেল। টম দৌড়ে এল, 'পালা! বাঁচতে চাস তো পালা।'

দ্বিতীয়বার বলার দরকার ছিল না তার আগেই হাক ঘণ্টায় তিরিশ-চল্লিশ মাইলের ম্যারাথন দৌড় লাগিয়েছে।

এক পরিত্যক্ত কসাইখানায় পৌঁছে ওরা দম নিল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি নামল মুষলধারে। টম ধাতস্থ হয়ে বলল,—'হাক, সাংঘাতিক ব্যাপার রে—দুটো চাবি লাগাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু তালায় ঢোকে না চাবি! তারপর, কি করছি না-করছি চিন্তা না করেই হাতল ঘুরিয়ে দিই—দরজা খুলে গেল! তালা মারা ছিল না। ঢুকে, তোয়ালে সরিয়ে দিলাম আলোর, তারপর—'

'তারপর? কি—কি দেখলি, টম?'

'হাক, আমি জো-এর হাতের ওপরই প্রায় গিয়ে পড়েছিলাম আর কি!'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ রে, হাত পা ছড়িয়ে পড়েছিল লোকটা সেখানে, গভীর ঘুমে অচেতন।'

'আরে ব্বাস, তা কি করলি? ও কি জেগে গিয়েছিল?'

'না, নট নড়ন-চড়ন একেবারে, নেশায় চুর হয়েছিল বোধহয়। তোয়ালেটা তুলে দে দৌড়।'

'আমি হলে তো লণ্ঠনটা ফেলেই আসতাম।'

'আমাকে আনতে হয়েছে, নাহলে মাসি ভূত ছাড়াত মেরে।'

'তা টম, বাক্সটা নজরে পড়ল?'

'হাক, আমি চারপাশে দেখিনি, শুধু মেঝেয় একটা টিনের কাপ আর বোতল—জো-এর সম্পত্তি! ঘরময় আরও বোতল, পিপে—এবার বুঝলি তো ভূতুড়ে ঘরের রহস্য?'

'কি রকম?'

'আরে—মদের বোতলে ভর্তি, হয়ত সবগুলো সরাইয়ের এরকম 'ভূতুড়ে' ঘর আছে।'

'হবে। তবে বুঝলি টম, ব্যাটা যখন নেশায় বুঁদ, এই সুযোগে বাক্সটা হাতানো যায়।'

'হাতাবি—চেষ্টা করি তাহলে!'

হাক্ কেঁপে উঠল, 'না, থাক—'

'হ্যাঁ, থাক। জো যদি গোটা তিনেক বোতল খেয়ে পড়ে থাকত তাহলে না হয় একটা চেষ্টা করা যেত—কিন্তু অতটা তো খায়নি।' একটু থেমে বলে চলল, 'দেখ হাক—আমার মনে হয় ওই জো-টা ওখানে থাকা অবস্থায় চেষ্টা না করাই ভালো। আমরা এখন থেকে রোজ রাতে পাহারা দেব। ও বেরোবেই কোন-না-কোন সময়ে, আর সেই ফাঁকে বাক্সটা সরাব।'

'রাজি। আমি রোজই সারা রাত পাহারা দেব—যদি তুই অন্য কাজটা করিস।'

'ঠিক আছে, করব। তাহলে আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, আমিও গিয়ে বেন রোজারের খড়ের গাদায় একটু ঘুমিয়ে নিই আজ। ওদের যে কাজের লোকটা আছে—জেক খুড়ো, সে আমাকে শুতে দেয় ওখানে। খেতেও দেয় মাঝে-মধ্যে—জেক লোক ভালো।'

'আচ্ছা, তাহলে চলি। শোন, দিনের বেলা দরকার না থাকলে তোকে বিরক্ত করব না। কিন্তু রাতে জেগে থাকবি—যদি কিছু দেখিস তো সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেড়াল ডাকবি।'



২৮

শুক্রবার সকালে প্রথমেই যে আনন্দের খবরটি টমের কানে এল তা হল থ্যাচার-পরিবার আগের রাতেই ফিরে এসেছেন। টম বেকিদের বাড়িতে গেল। অনেকক্ষণ একসঙ্গে খেলে কাটাল ওর সঙ্গে। বেকি তার মাকে বলে পরদিনই চড়ুইভাতির দিন ঠিক করে ফেলল। সন্ধ্যের আগেই সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেল।

এই উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসতে দেরি হল টমের। হাকের সংকেত শোনার জন্যেও কান খাড়া করে রইল, কিন্তু কোন খবরই এল না।

দিনের আলো ফুটল, বেলায় থ্যাচারদের বাড়িতে উল্লসিত জনতার ভিড় বেড়ে চলল। ফেরি নৌকো ভাড়া করা হল। যুবক-যুবতীদের সঙ্গে চলল বাচ্চারা। সিড অসুস্থ, তাই ভাগীদার হতে পারেনি, মেরি থেকে

গেল তার কাছে। বেকিকে তার মা বলেছিলেন, 'তোদের দেরি হতে পারে ফিরতে, ফেরি-ঘাটের কাছাকাছি যাদের বাড়ি তাদের কারুর কাছে রাতটা থেকে যাস।'

'তাহলে সুসি হার্পারের ওখানে থাকব, মা।'

'বেশ। তবে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকবি।'

যেতে যেতে টম বলল বেকিকে, 'শোন, কি করব আমরা। জো হার্পারদের ওখানে না গিয়ে টিবির ওপরে মি. ডগলাসের ওখানে থাকব। আইসক্রিম খাওয়া যাবে—আর আমাদের দেখলে খুশিও হবে ওর বউ।'

'কি মজা!' বেকি একটু থেমে বলল, 'কিন্তু মা কি বলবে?'

'জানতে পারলে তো!'

বেকি ভেবে নিল, 'যদিও ঠিক হবে না সেটা, কিন্তু—'

'দুত্তোর! তোমার মা জানতেই পারবেন না। তাহলে দোষটা কোথায়? তোমার কোন বিপদ-আপদ না হলেই হল—আর খেয়াল করিয়ে দিলে ওখানে যাবার কথা তিনিই বলতেন, জানি আমি! তবে এ-ব্যাপারটা আর কাউকে জানানো হবে না।' টমের হঠাৎ মনে হল, হাক আজ রাতেই হয়ত সংকেত দিয়ে বসবে। মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল এই ভাবনা, কিন্তু তবু—এখানকার মজার খামতি হোক তাও সে চায় না। আর হতেই বা দেবে কেন! গতরাতে তো হাক কিছু জানায় নি, আজই বা জানাবার কিছু থাকবে এমন কি কথা! তামাশার জোয়ারে ভেসে গেল ধনরত্নের স্বপ্ন।

ফেরি নৌকো একসময়ে থামল। হই-হুল্লোড় আর গানে সময় কেটে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকল, বিশ্রাম এবার—ওক-গাছের ছায়ায়। কে যেন এক ফাঁকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে কে গুহায় বেড়াতে যাবি?'

সবাই রাজি। গাদাখানেক মোমবাতি জড়ো হল। হুড়োহুড়ি আর চেঁচামেচির মধ্যেই সবাই ঢুকে পড়ল ম্যাক ডুগালের গুহায়, যার সদর-মুখটা চওড়ায় আট-দশ ফুটের মতো। মোমবাতিগুলো নিভে গেল—মিছিল তবুও চলেছে সেই গোলকধাঁধায়, একের পর এক। অন্তহীন।

সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল। কাদা-মাটি মেখে, ছেলেমেয়েগুলো বেরিয়ে এল, আর বাইরে আসতেই বুঝল দিনের শেষ হয়ে এসেছে। নৌকো ছেড়ে দিল।

হাক তার পাহারার জায়গা থেকেই নৌকোটা দেখতে পেল। কোন হৈ-চৈ আর নেই এখন, কারণ সবাই পরিশ্রান্ত।

রাত দশটা বাজল, গাড়িঘোড়ার আওয়াজ কমে আসছে, আলো নিভে আসছে। এগারটা—সরাইয়ের আলোও নিভল—চারদিকেই আঁধার এখন। হাক অপেক্ষা করেই চলেছে—কিছুই ঘটল না। ভাবছে—চলে গেলে হয়।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। উৎকর্ণ হল হাক। গলির দরজায় আওয়াজ উঠল। লাফিয়ে সরে গেল হাক—পরক্ষণেই দু-দুটো লোক তার ঘাড়ের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওদের একজনের হাতের ফাঁকে কিছু একটা! বাক্সটা বোধহয়! তাহলে ওরা সরিয়ে ফেলছে মাল! টমকে ডাকতে যাওয়া নিরর্থক এখন, ওরা সরে পড়বে ততক্ষণে।

হাক ঠিক করল সে ওদের পিছু নেবে। আস্তে বেরিয়ে এল সে। বিড়ালের পায়ে চলল—বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে।

নদীর ধার দিয়ে লোক দুটো তিনটে রাস্তা পেরিয়ে সোজা কার্ডিক হিল-এর দিকে চলল। টিবির মাঝপথে ওয়েলসম্যান-এর বাড়ি পেরিয়ে চলল তারা। 'ভালো,' হাক ভাবল—'পুরনো পাথর-কাটা খনিতেই তাহলে মালটা রাখবে ওরা।'

কিন্তু সেটা পেরিয়েও চলল ছায়ামূর্তি দুটো। চুড়োয় উঠে গেল, একটা ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা। হাক দ্রুত এগিয়ে এসে গতি কমিয়ে দিল। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, কোন আওয়াজ নেই। পেঁচার ডাক ভেসে এল একসময়ে—অমঙ্গলের সংকেত!

হঠাৎ মাত্র ফুট চারেক দূরত্বে কেউ গলা খাঁকারি দিল! হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলায় চলে আসতে চায় হাকের। কাঁপছে দাঁড়িয়ে। সে এখন কোথায় জানে হাক—ডগলাসের জমির পাঁচ পায়ের মধ্যে! ঠিক আছে ওরা পুঁতে ফেলুক মালটা—বের করে ফেলতে তাহলে কোন অসুবিধে হবে না, ভাবল হাক।

এবার নিচু গলায় কথা ভেসে এল—জো-এর গলা। 'বুড়িটার নিকুচি করেছে—নিশ্চয়ই কেউ আছে বাড়িতে, এখনও বাতি জ্বলছে, এত রাতে—।'

'আমি তো কিছুই দেখছি না।'

সেই গলা—পোড়ো-বাড়ির সেই আগন্তুকের গলা! হাকের

শিরদাঁড়া বেয়ে এক শিহরণ নামে—তাহলে এই হল 'প্রতিশোধে'র ব্যাপার! পালাবে ভাবল সে—কিন্তু ডগলাসের বিধবা তার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছে বার বার—আর এই লোকগুলো হয়ত ওঁকেই খুন করার মতলব করেছে। এরই ফাঁকে আবার গলা পেল আগন্তুকের প্রথমে, পরে জো-এর, 'ঝোপটা তো তোমার পথেই পড়ছে—এই দিকে, দেখছ না ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু লোক রয়েছে যে—আজ থাক বরং—'

'থাকবে—আরে, দেশ ছেড়ে চলে যাব চিরকালের মতো—আর কখনও সুযোগ পাব কিনা কে জানে। তোমাকে বলছি—আগেও বলেছি, বুড়ির সম্পত্তির ওপর আমার লোভ নেই, তুমি তা নিতে পার—কিন্তু ওর স্বামীটা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে—বহুবার, আর পল্লীর শান্তিরক্ষক হিসেবে আমার খুব হেনস্তা করেছে। শুধু তাই নয়—ঘোড়ার চাবুক চালিয়েছে—জেলের সামনে, কালা আদমীদের মতো! সারা শহরের চোখের ওপর। বুঝলে ? তারপর মরে গেল। এখন বুড়ির—'

'আরে, ওকে মের না। না, না—।'

'মারার কথা কে বলছে ? সে থাকলে তাকে খুন করতাম! বুড়িকে নয়। কোন স্ত্রীলোকের ওপর যদি প্রতিশোধ নিতে হয় তো, তাকে প্রাণে মেরে নয়—নাক কেটে দাও, কান কেটে দাও।'

'আরে বাপ! এ তো—'

'কোন কথা নয়। তাতে তোমার ভালোই হবে। শোন, খাটের সঙ্গে বুড়িকে বাঁধব, যদি রক্ত ঝরে মরে সেটা কি আমার দোষ ? সে কাঁদলেও আমি স্থির থাকব। বন্ধু, আমাকে সাহায্য করার জন্যেই তোমাকে এখানে আনা। যদি পেছপা হও তো তোমাকেই খতম করব! বুঝলে, আর—যদি তোমাকে শেষ করতেই হয়, তো ওকেও মারব—যাতে কেউ টের না পায়।'

'ইয়ে, যদি কাজ সারতেই হয় তো এস তড়িঘড়ি সারি। আমার কেমন মনে হচ্ছে—'

'এখনই ? আর ওখানে লোক রেখে ? তোমার ওপরই তো সন্দেহ হচ্ছে—না—তাড়াহুড়োর কিছু নেই—বাতি নিভুক।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। হাকের মনে হচ্ছে খুনের কথাবার্তার চেয়েও ভয়াবহ সে নৈঃশব্দ্য।

দম বন্ধ করে সাবধানে পিছিয়ে এল সে—এক পা এক পা করে, প্রায় হোঁচট খাওয়ার অবস্থা।

পাথর-খনির কাছে ফিরে যাবার পর হাক দৌড় শুরু করল—একেবারে ওয়েলসম্যানের বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত। দরজায় টোকা দিল জোরে—আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির কর্তা আর তার দুই জোয়ান ছেলে জানালার ফাঁকে মুখ বাড়াল, 'গোলমাল কিসের অ্যাঁ? কে দরজা ধাক্কাচ্ছে—কি চাই?'

'আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিন, জলদি—বলছি সব!'

'কেন, কে তুমি?'

'হাকলবেরি ফিন, জলদি ঢুকতে দিন।'

'হাকলবেরি! বটে! ও নাম শোনার পর দরজা তো খোলে না সকলের—যাক, দে ঢুকতে ছোঁড়াটাকে, দেখি কি ফ্যাচাং বাঁধিয়েছে।'

'দয়া করে বলবেন না যে আমিই আপনাকে জানিয়েছি'—হাক ঢুকেই প্রথম বলল কথাগুলো। 'তাহলে আমাকে ওরা মেরে ফেলবে—ঠিক। কিন্তু বিধবা মহিলাটি যে আমার উপর সদয় ছিলেন—তাই, বলছি, আমার কথা যেন না জানতে পারে।'

'হুঁ। কিছু যেন বলতে চায় ছোঁড়া, নাহলে এমন করছে কেন!' বৃদ্ধ বলে উঠল; 'ঠিক আছে বল তুমি—বাবা, কেউ ফাঁস করবে না।'

মিনিট তিনেকের মধ্যেই বৃদ্ধ আর তার ছেলেরা সশস্ত্র হয়ে টিবির পথ ধরল। সন্তর্পণে।'

হাক কিন্তু ওদের সঙ্গে গেল না। দীর্ঘ সময়ের নিস্তব্ধতার পর গুলির আওয়াজ পেল, সেই সঙ্গে আর্তনাদ।

হাক আর অপেক্ষা করল না। সে ছুটে পালাতে লাগল—যত দ্রুত সম্ভব।



২৯

ভোরের আলো দেখা না দিতেই হাক ওয়েলসম্যানের দরজায় ধাক্কা দিল—রবিবার দিন বাড়ির লোকে তখনও ঘুমিয়ে। জানালায় মুখ বাড়িয়ে কেউ প্রশ্ন করল।

'কে ওখানে ?'

হাকের ভয়ার্ত গলা পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই, 'আমাকে ভেতরে আসতে দিন—আমি হাক ফিন।'

'হ্যাঁ, এ নাম এখন সবার কাছেই স্বাগতম্।

এ-ধরনের কথা হাকের কাছে হেঁয়ালি ঠেকছে—আগে তো কখনও শোনেনি। ভিতরে ঢুকল। হাককে বসিয়ে বৃদ্ধ আর তাঁর ছেলেরা দ্রুত পোশাক পালটাতে লাগল।

'বাবা হাক, তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত, প্রাতরাশ অবশ্য শীগগিরই তৈরি হয়ে যাবে। আমার ধারণা ছিল কাল রাতেই তুমি এসে যাবে।'

'দারুণ ভয় পেয়েছিলাম, তাই দৌড় দিয়েছি। গুলির আওয়াজ পেয়েই তিন মাইল দৌড়ে তবে থেমেছি। এখন ব্যাপারটা জানতে এসেছি। রাতের অন্ধকারে ওদের মৃতদেহ দেখার সাহসও আমার ছিল না।'

'হুঁ, বেচারা—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে রাতটা ভালো কাটেনি। খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়তে পার। না, ওরা মরেনি—সেজন্যে আমরা দুঃখিত। তোমার কথানুযায়ী ওদের চুপি চুপি ধরব ঠিক করে পনের ফুটের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছি—আঁধারে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে হাঁচি পেল আমার—বোঝ! চেষ্টা করলাম সামলাতে, পারলাম না—হাঁচি শুরু হতে গুলির হুকুম জারি করলাম যেদিকটা থেকে খসখসানি আসছে—নিজেও চালিয়ে দিলাম গুলি।

কিন্তু বদমাশগুলো পালাল, চোখের নিমেষে, আমরাও ধাওয়া করলাম—জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ওরাও গুলি চালিয়েছিল, তবে আমাদের লাগেনি। ওরা পালাতে গিয়ে একটা ভারী বড় থলে ফেলে গেছে—তার মধ্যে সব ডাকাতি করার অস্ত্রশস্ত্র। ওদের মতলবটা

বোঝা যাচ্ছে। সেপাইরা কাল রাত থেকেই জঙ্গলটা ঘিরে রেখেছে। আজ ভোর হতেই শেরিফ তাঁর লোকজন নিয়ে জঙ্গলে তল্লাশি চালাবেন। আমার ছেলেরাও যাবে ওদের সঙ্গে—বদমাশগুলোর চেহারার একটা বর্ণনা পেলে হত। তুমি তো অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পাওনি ওদের, তাই না ?

'দেখেছি পেছু নেবার সময়ে।' হাক ওদের বর্ণনা দিল। একটুক্ষণ পরে বলল, 'ইয়ে, কাউকে বলবেন না, আমিই ওদের জব্দ করেছিলাম।'

'ঠিক আছে, হাক—যদি চাও তাই হবে, কিন্তু তোমারই তো কৃতিত্ব—'

'না, না। দয়া করে বলবেন না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'আমার ছেলেরা মুখ খুলবে না, আমিও না, কিন্তু কেন জানাতে চাও না তুমি ?'

হাক এর কোন ব্যাখ্যা দিতে চায় না, ওই দুজনের একজনকে যে সে বিলক্ষণ চেনে, তাও বলে না।

একটা খবরে সে নিশ্চিত হয়েছে। ওরা সেদিন তাহলে ধনরত্নের বাক্সটা সঙ্গে নেয়নি। সেগুলো তাহলে দু-নম্বরেই আছে। লোকদুটো তো সেদিনই ধরা পড়ে কয়েদ হবে, টম আর সে নিরুদ্বেগে হাতাবে বাক্সটা।

প্রাতরাশ শেষ হতেই সদর দরজায় টোকা পড়ল। হাক উঠে লুকোবার জায়গা খুঁজছে—এই ঘটনার সঙ্গে যে সে যুক্ত তা কোনভাবেই জানাতে চায় না। বৃদ্ধ দরজা খুলে দিতে দলে দলে মানুষ ঢুকল, ডগলাস-বিধবাও আছেন তাদের মধ্যে—খবর ছড়িয়ে পড়েছে তাহলে।

তাদের কাছে রাতের কাহিনীর বিবরণ দিলেন ওয়েলসম্যান। বিধবা মহিলা তাঁকে রক্ষা করার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

'না মাদাম, মোটেই বলবেন না ওকথা। আর একজন আছে যার জন্যে এত কাণ্ড, কিন্তু সে তো তার পরিচয় দিতে চায় না।'

এতে কৌতূহল বেড়ে গেল—সারা শহরে ছড়িয়ে গেল সে-কথা, তবু নাম গোপনই রইল।



৩০

রবিবারের সকাল। সবাই হাজির গির্জায়। দুর্বৃত্তদের কোন হদিশ মেলেনি। স্তোত্রপাঠের শেষে থ্যাচারের স্ত্রী মিসেস হার্পারের পাশে এসে দাঁড়ালেন,—বেকিটা কি সারাদিন ঘুমিয়েই কাটাবে নাকি? খুব হৈচৈ করেছে তো—বেশ পরিশ্রান্ত।

'বেকি!'

'হ্যাঁ—গত রাতে তোমার ওখানে ছিল না?'

'না তো!'

থ্যাচার-গিন্নীর মুখ শুকিয়ে গেল। পলি-মাসি কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন, পাশে সরে গেলেন উনি। মাসি বললেন, 'নমস্কার মিসেস থ্যাচার। নমস্কার মিসেস হার্পার। ছেলেটার তো পাত্তা নেই, তোমাদের ওখানেই ছিল বোধহয় কাল রাতে—মানে দুজনের একজনের কাছে। আজ গির্জায় আসতে ভয় পেয়েছে, ধরি ছোড়াটাকে একবার—।'

মিসেস থ্যাচার মাথা ঝাঁকালেন, মুখ আরও সাদা,—'আমাদের সঙ্গে ছিল না টম।' অস্বস্তি বাড়ছে তাঁর। পলি-মাসির মুখেও উদ্বেগের চিহ্ন।

'জো হার্পার, আজ সকালে আমার টমকে দেখেছ?'

'না তো।'

'শেষ কখন দেখেছ তাকে?'

জো মনে করতে চেষ্টা করল। নিশ্চিত হতে পারল না। কানাঘুষো চলছে। অস্বস্তিকর পরিবেশ। ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে, অল্পবয়সের শিক্ষকদেরও। কেউই বলতে পারে না টম আর বেকিকে ফেরার সময়ে নৌকোতে দেখেছে কিনা। একজন বলেও ফেলল—ওরা হয়ত গুহাতেই থেকে গেছে। থ্যাচার-গৃহিণী মূর্ছা গেলেন। পলি-মাসির কান্না শুরু হল।

চারদিকে খবর রটে গেল—ঢিবির সব ঘটনা গৌণ হয়ে গেল—

ডাকাতদের কথা ভুলে গেল সবাই। আধঘণ্টার মধ্যেই শ-দুয়েক মানুষ ফেরি নৌকোতে উঠে বসল, গন্তব্য সেই গুহা।

সারাটা দিন গ্রাম ফাঁকা। অনেকেই থ্যাচার-গৃহিণী আর পলি-মাসিকে সান্ত্বনা জানাতে আসছে। চোখে তাদেরও জল। সারাটা রাত গ্রামের মানুষ উৎকণ্ঠিত রইল খবরের আশায়। দিনের আলো ফুটতে শুধু একটা বার্তাই এল—আরও মোমবাতি চাই, খাবারও। থ্যাচার-গৃহিণী প্রায় পাগল। মাসিও।

দুপুরের দিকে কিছু হতাশ মানুষ ফিরে এলেও, খোঁজাখুঁজির কাজ চলতে লাগল। 'টম আর বেকি' নাম দুটোও গুহার এক জায়গায় লেখা দেখা গেল। একফালি চুলের ফিতেও পাওয়া গেল। থ্যাচার-গিন্নী চিনলেন—বেকির ফিতে—কান্না এল আবার তাঁর। মেয়ে বেঁচে নেই বলেই ধরে নিয়েছেন।

এদিকে হাক জ্বরে পড়েছে। প্রলাপ বকছে। ডগলাসের স্ত্রী তার দায়িত্ব নিলেন। তিন-তিনটে ভয়ংকর দিন কাটল।

হাক তার প্রলাপের মধ্যে শুধু সরাইখানার খবর জানতে চেয়েছে।

'খবর আছে,'—বিধবা মহিলা জানিয়েছেন।

'কি—কি খবর ?' হাক উঠে বসেছে বিছানায়।

'ওখানে মদ মজুত করে রাখত। পুলিস ঘরটা তালা বন্ধ করে দিয়েছে। নে—আর কথা বলিস না, এখন শুয়ে পড়।'

'একটা কথা শুধু বলুন—শুধু একটা—দোহাই আপনার—টম সয়ারই কি খোঁজ পেয়েছে এর ?'

বিধবা মহিলা কেঁদে ফেললেন এবার। 'চুপ বাছা—চুপ, বলছি না বেশি কথা নয়—তুই অসুস্থ।'

'তাহলে মদ ছাড়া আর-কিছুই পাওয়া যায়নি! যদি সেই সম্পত্তির খবর পাওয়া যেত, দারুণ হৈচৈ পড়ে যেত। গেছে, সেসব তাহলে গেছে—চিরদিনের মতো। কিন্তু—উনি কাঁদছেন কেন ?'

হাকের মনে ক্ষীণভাবে এসব এল, আর তারই প্রভাবে সে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়ে। ডগলাস-বিধবা নিজের মনে বলে চললেন,—ওই ঘুমোল ছেলেটা—একেবারে নাজেহাল হয়েছে। টম সয়ার খোঁজ পাবে —ওকেই কে খুঁজে পায় তারই ঠিক নেই—তবু আশা তো ছাড়েনি—কিছু মানুষ তো এখনও খোঁজ চালাচ্ছে।



৩১

টম আর বেকির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। অন্যদের সঙ্গে অন্ধকার গুহার পথে তারাও চলেছিল। দেয়ালে নানা রকমের লেখা পড়তে পড়তে পরিশ্রান্ত হয়েছে তারা, ক্রমে এমন জায়গায় এসে পড়েছে যেখানে দেয়াল পরিষ্কার।

নিজেদের নামও একসময়ে দেয়ালে লিখে ফেলেছে। নানা বৈচিত্র্যময় পথ হেঁটে, এদিক-ওদিক ঘুরে বাদুড়দের বিরক্তি উৎপাদন করে চলল ওরা ছুটিতে। বাদুড়েরা দলবদ্ধভাবে নেমে এল—মোমবাতি তাদের লক্ষ্য। টম তাদের এই আচরণ সম্বন্ধে সচেতন, বেকির হাত ধরে প্রথমেই যে-গলি পেল সামনে সেখানে ঢুকে পড়ল।

এক জায়গায় একটা হ্রদের সন্ধান পেয়ে গেল টম। তার সীমারেখা খুঁজে দেখতে চেষ্টা করে, কিন্তু পরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে—বিশ্রাম দরকার। পরিবেশের নিস্তব্ধতায় এবারে ওদের টনক নড়ে।

বেকিই বলে, 'আরে, অন্য কারুর গলা পাচ্ছি না যে অনেকক্ষণ!'

'শোন বেকি, আমরা অনেকটা চলে এসেছি, কোন্‌দিকে জানি না—তবে এখান থেকে ওদের গলা পাব না আমরা।'

'রাস্তা খুঁজে পাবে তো টম,—সব কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে।'

'পাব মনে হয়—কিন্তু ওই হতচ্ছাড়া বাদুড়গুলো! আমাদের বাতিগুলো যদি নিভিয়ে দেয় তো ফ্যাসাদে পড়ে যাব। অন্য পথ ধরার চেষ্টা করি।'

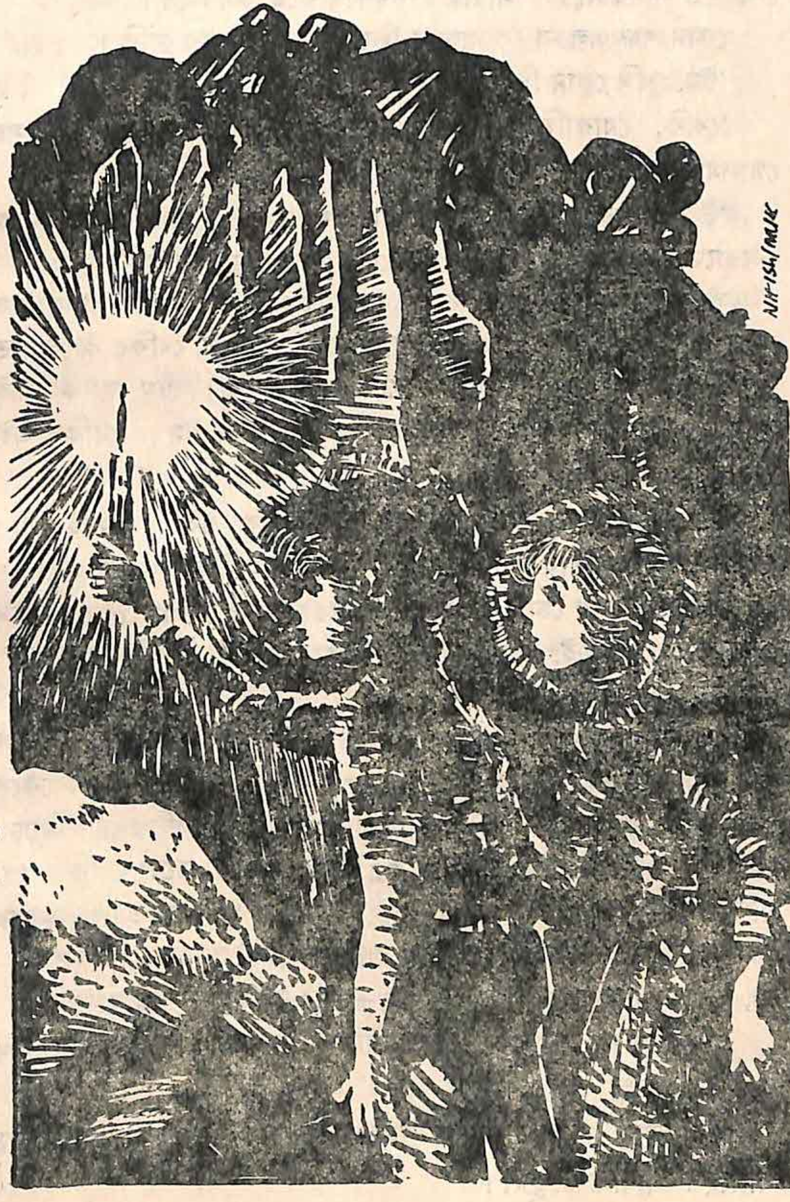
'দেখো, কিন্তু হারিয়ে না যাই শেষকালে। তাহলেই মুশকিল।' বেকি সেই সম্ভাবনায় শিউরে ওঠে।

একটা গলি ধরে চলতে লাগল ওরা, কেউ কথা বলছে না। প্রতিটা মোড়েই থামছে—পরিচিতির সামান্যতম চিহ্নের আশায়। টমের চোখে ব্যাকুলভাবে তাকায় বেকি, টম বলে ওঠে, 'আরে, সব ঠিক আছে।—এটা অবশ্য সে-রাস্তা নয়, তবে ঠিক পৌঁছে যাব জায়গামতো।'

কিন্তু প্রতিবারের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও নিরাশ হয়ে পড়ে—শেষে এলোপাথাড়ি এদিক-ওদিক চলল সে। মুখে 'ঠিক আছে' বলে চলেছে,

কিন্তু কথার ছন্দ হারিয়ে গেছে। বেকির চোখেমুখেও ভয়ের ছাপ। চোখের জল বাধা মানছে না, বলল, 'টম, বাদুড়গুলো থাক, ওদিকেই চল—কেন যেন মনে হচ্ছে, ক্রমেই উলটো পথে যাচ্ছি আমরা।'

টম দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, 'শোন তো!' নিশ্চিত নৈঃশব্দ্য।



নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাসও টের পায় ওরা। টম চেঁচাল। শূন্য গলিগুলো বেয়ে সে-শব্দ মিলিয়ে গেল—ব্যঙ্গের হাসির রূপ নিল দূরে কোথাও।

'না, টম, থাক। বড্ড ভয় করছে।'

'ভয়ের ব্যাপার হলেও চালিয়ে যেতে হবে বেকি, নইলে ওদের শোনাতে পারব না।' আবারও চিৎকার করে উঠল সে।

কোন শব্দ এল না। আবার ফিরে চলল সে আর বেকি।

'টম, তুমি কোন চিহ্ন রাখনি ?'

'বেকি, বোকামি করেছি। না, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না, সব গোলমাল হয়ে গেছে।'

'টম, আমরা হারিয়ে গেছি—আর কখনও এই ভয়ানক জায়গা থেকে বেরোতে পারব না আমরা। কেন যে ওদের ছেড়ে এলাম !'

কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল বেকি, টম ভাবল মেয়েটা পাগল হয়ে যাবে বা মরেই যাবে ভয়ে। পাশে বসে পড়ে সে, বেকির কাঁধে হাত দেয়। টমকে আঁকড়ে ধরে কেঁদেই চলে বেকি। টম তাকে বৃথাই আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করে। নিজেকে অভিশাপ দেয় টম। বেকির এই অবস্থার জন্য সে দায়ী।

উদ্দেশ্যহীনভাবে আবার চলতে শুরু করে ওরা। শুধুই চলা। হঠাৎ মনে হয় আশার আলো সামনে, কিন্তু তা বুঝি আলেয়ার আলো।

ক্রমে অবসাদে ছেয়ে আসে ওদের শরীর আর মন। কিন্তু বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, সময় কম—যে-কোন দিকে এগিয়ে যেতে হবে, থামলেই মৃত্যু।

বেকি আর পারে না, বসে পড়ে। টমও। বাড়ির কথা বলে চুপ করে ওরা দুটিতে—সেখানকার সুখের কথা—আরাম—বেকি কেঁদে ফেলে, টম সান্ত্বনার ভাষা খোঁজে। ক্রমে ঘুম নামে বেকির চোখ জুড়ে। সাময়িক শান্তি। টম ভাবনায় মগ্ন হয়। এরই মধ্যে বেকি জাগে, হালকা হাসি তার ঠোঁটে– কিন্তু অচিরে মিলিয়ে যায় তার হাসি, কাতর গলা তার, 'ওঃ, কি করে ঘুমোলাম আমি ! কখনও যদি না জাগতাম—না, না টম, ওরকম করে তাকিয়ো না—আর বলব না—কখ্‌খনো না।'

'তুমি ঘুমিয়েছ আমি খুশি, বেকি—একটু চাঙ্গা তো হতে পারবে এখন। এবার রাস্তা বেরোবে হয়ত।'

ওরা হাত ধরাধরি করে আবার এগোয়। এদিকে মোম ফুরিয়ে আসছে। ক্লান্তি—ক্ষুধা।

একটা ঝরনা খুঁজে পেয়ে তার পাশেই বসে পড়ে।

'টম, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।'

পকেট থেকে একটা কেক বের করে টম—চড়ুইভাতি থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

টম কেকটা ভাগ করে। বেকি অনেকখানি খায়, টম শুধু ঠোঁটে ছোঁয়ায়। ঠাণ্ডা জলও রয়েছে। শেষে বেকি আবার এগোনোর প্রস্তাব দেয়। টম একমুহূর্ত নীরব থেকে বলে, 'আমি যা বলব সহ্য করতে পারবে?'

বেকির মুখ শুকিয়ে গেল, তবু মাথা নাড়ল সে।

'তাহলে এখানেই আমাদের থাকতে হবে, কারণ এখানে জল আছে, আর এইটাই মোমের শেষ টুকরো।'

বেকির গলায় আর্তনাদ উঠল। টম আবারও ওকে সান্ত্বনা দিতে থাকে।

বেকি শেষে বলে উঠল, 'টম।'

'বল।'

'ওরা আমাদের না পেয়ে খুঁজবে তো?'

'নিশ্চয়ই - নিশ্চয়ই খুঁজবে।'

'আমাদের খোঁজ করবে কখন?'

'ফেরি নৌকোয় উঠে নিশ্চয়ই।'

'তখন তো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল—আমরা নেই তা কি বুঝতে পারবে তখন?'

'জানি না। যাই হোক—বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মা তো টের পেয়ে যাবেন।'

বেকির মুখ-চোখে ভয়ের চিহ্ন পড়তেই টমের হুঁশ হল—ভুল করে ফেলেছে বুঝল সে। বেকির তো রাতে বাড়ি না ফেরার কথা! ওরা আবার ভাবতে বসে।

মোমের টুকরো ক্রমে গলে যাচ্ছে—আধ ইঞ্চি বাকি এখন।

শেষে আঁধার নামল গুহা জুড়ে। কান্না আর অর্ধচেতন অবস্থা চলেছে।

সময় চলে যায়—খিদে পায় ওদের। টমের ভাগের কেকটা থেকে গেছে। ওরা ভাগাভাগি করে সেটুকু খায়। তাতে খিদে বাড়েই শুধু।

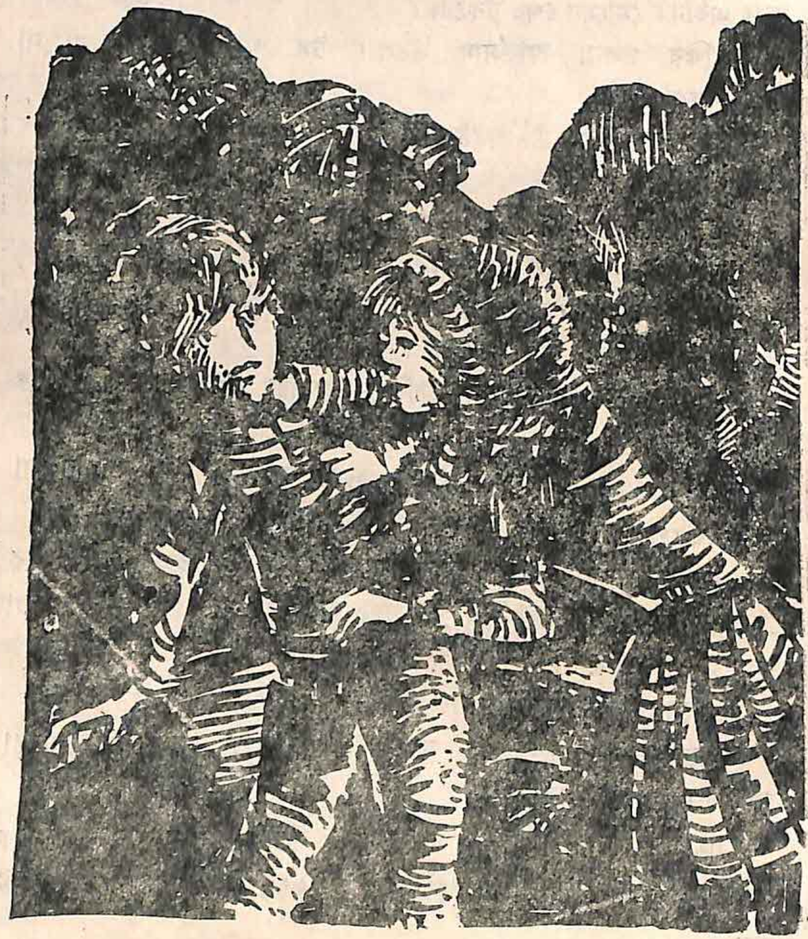
হঠাৎ টম বলে ওঠে, 'স্—শুনতে পাচ্ছ ?'

রুদ্ধশ্বাসে শোনে ওরা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে গলার আওয়াজ—টম সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে প্রত্যুত্তরে। বেকির হাত ধরে এগোয়। আওয়াজ উঠেছে যেদিক থেকে—আন্দাজ করে সেদিকে চলে। আর একবার আওয়াজ এল, এবার আরও কাছে।

'ওরা! ওরা আসছে! এস বেকি—এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

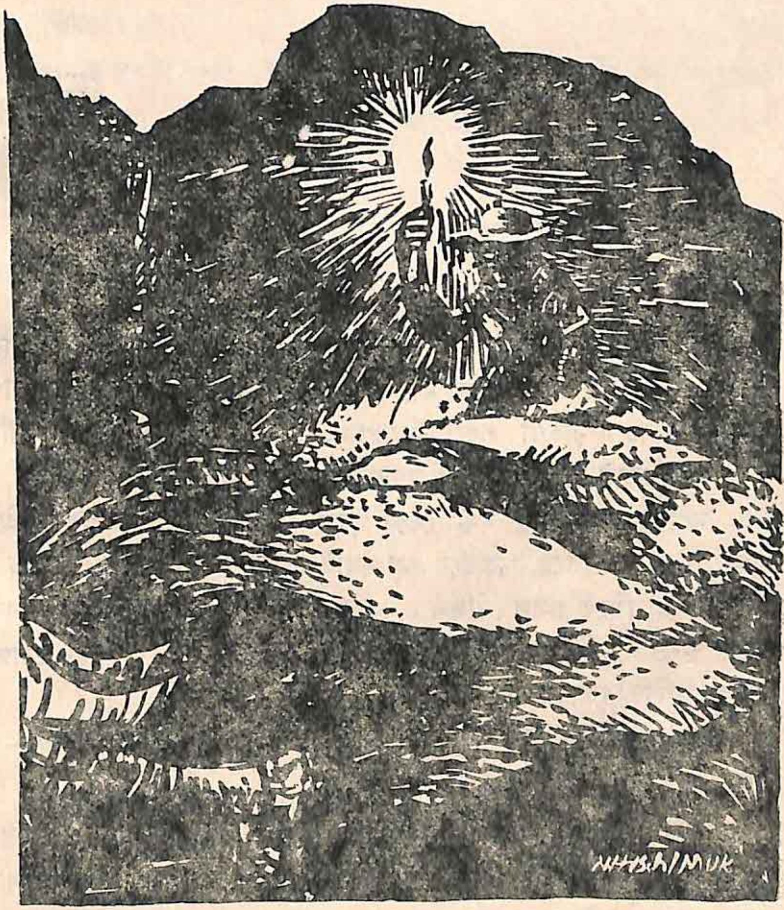
শব্দ লক্ষ্য করে ওরা এগোয়। সামনে একটা চোরা গর্ত, অতএব অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু সেই গলার আওয়াজ আর পাওয়া যায় না। টম চিৎকার করে, কিন্তু না—কিছু না।

ঝরনার কাছেই ফিরে আসে ওরা। সময় বয়ে যায়—ঘুমোয় ছুটিতে



আবার, জাগে—ভয়ে, ত্রাসের শিকার হয়ে। টমের মাথায় বুদ্ধি খেলে—আশেপাশে গলি রয়েছে। বসে থাকার চেয়ে এগুলোতে ঢুকে খুঁজলে হয়। সুতো বের করে এক জায়গায় বেঁধে পা চালায় ওরা, টম আগে। সুতো ছেড়ে চলেছে। বিশ পা এগোবার পর একটা 'লাফানোর জায়গা'-য় এল। টম হাঁটু গেড়ে হাত বাড়ায় যতদূর যায় সেটা—কোণ ছাড়িয়ে—আর একই সময়ে বিশ গজের মধ্যেই একটা মোমবাতিধরা হাত পাথরের পাশ থেকে বেরিয়ে এল। টম আনন্দে চেঁচায়—আর হাতের সঙ্গে তার মালিককে দেখা যায়—লোকটা জো !!

টম হতভম্ব। নড়াচড়া নেই। অবশ্য তার গলা চিনতে পারেনি,



নাহলে এতক্ষণে শেষ করে দিত। টম ভাবছে, আবার ঝরনার কাছেই ফিরে যাবে সে। কিন্তু দুর্বল বোধ করছে।

ভয় ছাপিয়ে খিদে মাথা চাড়া দেয়—আবার ঘুম, আবার অপেক্ষা। টমের ধারণা সপ্তাহ প্রায় শেষ। আর-একটা গলিতে খোঁজ চালাতে চায়—জো-এর সাথে মোলাকাত হয় হোক। কিন্তু বেকি দুর্বল—উঠতে চায় না সে। সে এখানেই থাকতে চায়। মরতে হয় এখানেই মরবে। টম যেতে চায় যাক—কিন্তু শীগগিরই ফেরে যেন। মরার সময়ে যেন তাকে পাশে পায় বেকি। টম তাকে আশ্বস্ত করে সুতো হাতে নিয়ে এগোতে থাকে। যারা তাদের খোঁজে এসেছে তাদের কাছে সে পৌঁছোবেই।



৩২

মঙ্গলবার এল, সন্ধ্যেও হল—সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে শোকের ছায়া রয়েই গেল। হারানো ছেলেমেয়ে দুটোকে পাওয়া গেল না। প্রার্থনাও হল। থ্যাচার-গৃহিণী শয্যা নিয়েছেন, প্রলাপ বকছেন। পলি-মাসি তো কথা বলাই ছেড়েছেন, চুল সাদা হয়ে গেছে ক-দিনেই।

মধ্যরাতে গ্রামের ঘন্টা বেজে উঠল—হঠাৎই মুহূর্তে মানুষ বেরিয়ে এল, চিৎকার চলেছে, ‘বেরিয়ে এস সবাই—ওদের খোঁজ পাওয়া গেছে।’

নদীর দিকে চলল মিছিল। সারা গ্রাম আলোয় আলোময়—কেউ আর শুতে যায়নি সে-রাতে—ছেলেমেয়ে দুটোকে আদর করা চলল, চলল অভিভাবকদের সান্ত্বনা দেওয়া।

টম একটা সোফায় আধশোয়া অবস্থায় তার কাহিনী বলে চলেছে—কিছু বাড়িয়েই বলছে সে।

কিন্তু তিনরাত তিনদিনের পরিশ্রম গেছে—তার প্রতিক্রিয়াও চলল। দুটো দিন টম আর বেকিকে প্রায় শয্যাই নিতে হল। বৃহস্পতিবার নাগাদ টম কিছুটা চাঙ্গা হল—শুক্রবার বাইরে বেরোল।

হাক অসুস্থ শুনে টম তাকে দেখতে গেল। কিন্তু সোমবারের আগে ঘরে ঢোকার অনুমতি পেল না, তা-ও তাদের অভিযান সম্পর্কে কোন কথা বলা যাবে না, উত্তেজনা বাড়তে পারে রোগীর। ক্রমে হাক সুস্থ হয়ে উঠলে টমের কাহিনী শুনতে পেল। কার্ডিক হিল-এর খবর শুনল টম—সেই লোকটার লাশ পাওয়ার খবরও। টম বেকিকে একদিন দেখতে গেল। ঠাট্টা করে কে যেন তাকে জিজ্ঞেস করে, সে আর গুহায় যেতে চায় কিনা। টম বলে, তার আপত্তি নেই তাতে।

বিচারক থ্যাচার বললেন, 'ভাগ্য ভালো, তোমরা গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছ। তবে আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক হয়েছি—গুহায় আর-কেউ কোনদিন পথ হারাবে না।'

'কিভাবে?'

'গুহার মুখটা ক-দিন আগে আমি বন্ধ করে দিয়েছি পাকাপাকিভাবে। দরজা করে তালাও লাগিয়ে দিয়েছি।'

টম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'কি হল, বাবা—এই, কেউ দৌড়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এস।' থ্যাচার উদ্বিগ্ন।

জল এল, টমের চোখ-মুখে ছিটিয়ে দেওয়া হল।

'হুঁ, একটু ভালোই তো মনে হচ্ছে এখন তোমাকে—তা কি হয়েছে তোমার, টম?'

'ইয়ে,—গুহার ভেতরে যে জো থেকে গেছে!'



৩৩

সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল খবর, কয়েক মিনিটের মধ্যে দলে দলে মানুষ হালকা ডিঙিতে চড়ে চলল ম্যাকডুগালের গুহার দিকে। টম সয়ার জজ সাহেবের ডিঙিতে। গুহার দরজা খোলা হতেই এক করুণ দৃশ্য ভেসে উঠল। মাটিতে পড়ে আছে জো, মৃত—দরজার কাছেই তার মুখ, স্থিরদৃষ্টি মেলা—যদি মুক্তির বার্তা মেলে। টম বিপর্যস্ত, কারণ সে তো জানে—বেচারা কি কষ্ট পেয়েছে। তারই মধ্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, নিরাপত্তার ভাব ফিরে এসেছে মনে।

জো-এর ছুরিটা পাশেই পড়ে—ফলাটা ভেঙ্গে গেছে, দরজা ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু বৃথাই পরিশ্রম হয়েছে—ছুরিটাই ক্ষতিগ্রস্ত। অন্যসময়ে মোমের টুকরো মিলত, কিন্তু এখন একটিও তার অবশিষ্ট নেই—বন্দী জো সেগুলো খেয়ে ফেলেছে। ক-টা বাদুড়ও ধরেছে সে—আর সেগুলোকেও খেয়েছে। বেচারা শেষ পর্যন্ত অনাহারেই মরেছে।

গুহার মুখেই জো-কে সমাধি দেওয়া হয়েছে। আশেপাশের মানুষ—সাত মাইলের দূরত্বের মানুষ সেখানে গাড়িতে, নৌকোয় গ্রামগঞ্জ আর খামারগুলো থেকে এসেছে তার অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিতে।

অন্ত্যেষ্টির পর টম হাককে এক গোপন জায়গায় নিয়ে গেল—গোপন কথা আছে নাকি! হাকের কিছু কথা আছে। হাক তাকে বলল যে সে-রাতে সে-ই জো-র পিছু নিয়েছিল। তবে কথাটা এখনও সে গোপন রাখতেই চায়, কারণ জো না থাকলেও তার সাঙ্গপাঙ্গরা রয়েছে—তারা এর বদলা নিতে পারে। তবে একটা জিনিস হাক বুঝতে পারছে না—দু-নম্বর থেকে টাকাটা হাতাল কে।

'হাক, টাকাটা কোনদিনই দু-নম্বরে ছিল না!'

'কি!' হাক তার সঙ্গীর মুখটা ভালো করে দেখে নিল,—'টম, তুই কি সেই টাকার হদিশ আবার পেয়েছিস?'

'টাকাটা সেই গুহায়, হাক!'

হাকের চোখ জ্বলে উঠল, 'আবার বল কথাটা।'

'টাকাটা গুহায়।'

'টম, জো-এর দিব্যি—সত্যি, না মজা করছিস।'

'সত্যি—আমার জীবনটা যেমন সত্যি। ওটা সেখান থেকে বের করে আনতে যাবি আমার সঙ্গে?'

'আলবাত! যাব। চল!'

'চল, তবে কিছু রুটি আর মাংস নিতে হবে, আর আমাদের ধূমপানের পাইপ—ছোট দু-চারটে থলি, কিছু সুতো আর টুকিটাকি জিনিস।'

দুপুরের কিছু পরে ওরা চলল এক ডিঙি ধার করে নিয়ে।

গুহার ভিতরে ঢুকল টম আগে, সুতো ছেড়ে চলেছে। ঝরনার কাছে এল ওরা। টম শিউরে উঠল—হাককে মোমের টুকরোটা দেখাল, দেয়ালে-গাঁথা। বেকি আর সে কেমন করে সেটাকে ফুরিয়ে যেতে দেখেছে বলল।

ক্রমে ফিসফিসিয়ে কথা বলে ওরা। কারণ পরিবেশের থমথমে ভাব ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। ক্রমে 'সেই' জায়গায় চলে যায় টম, বলে,—'হাক, তোকে একটা জিনিস দেখাব এবার।'

হাতের মোমবাতিটা তুলে ধরে টম, 'ওই কোনা দিয়ে যতদূর চোখ যায় তাকা—দেখতে পাচ্ছিস? ওই বড় পাথরটার ওপর—ওই যে—মোমের ধোঁয়ায় ভর্তি?'

'টম, ওটা একটা ক্রশ রে!'

'এবার বুঝেছিস তোর দু-নম্বর কোথায়? ক্রশের নিচে। ওইখানেই তো জো-টাকে দেখি মোম নিয়ে ফুঁড়ে উঠল।'

হাক সেই ঐশ্বরিক চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, পরে কাঁপা গলায় বলে, 'টম, এখান থেকে পালাই চল্।'

'কি! এসব ফেলে রেখে!'

'হ্যাঁ। ছেড়ে চল—জো-এর ভূত আছে এখানে—সত্যি।'

'নারে এখানে নেই—থাকলে যেখানে মরেছে সে, সেখানে—এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে সে-জায়গা।'

'না টম—আত্মা সবসময়ে টাকার কাছে ঘুরঘুর করে, ভূতদের কাণ্ড-কারখানাই ওইরকম, জানিস তো।'

হাক ঠিকই বলেছে ভাবল টম, ভয় হচ্ছে তারও। নিজের উপর বিশ্বাস কমে আসছে। হঠাৎ মাথায় তার বুদ্ধি খেলল, 'শোন হাক, কি বোকা বল তো আমরা। জো-এর আত্মা এখানে ঘেঁষবে কি ক'রে? ক্রশ আছে না এখানে!'

যুক্তিটা মনে ধরল হাকের,—'ওটা ভাবিনি, টম। চল দেখি, বাক্সটা পাওয়া যায় কিনা।'

টম আগে—মাটির ঢিবিতে শক্ত পা ফেলে হাঁটছে, হাক পিছনে। চারটে রাস্তা পড়ল তাদের সামনে, তিনটেতে কিছু মিলল না। আরও একবার খোঁজ চালাল ওরা, ক্রমে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। টম শেষে বলল, 'দেখ হাক, পাথরের এ-পাশটায় পায়ের ছাপ রয়েছে, গলা মোমও—অন্যদিকটায় নেই।'

'কথাটা মন্দ বলিসনি,'—উৎসাহী গলায় বলে উঠল হাক।

টমের যন্ত্র মাটির চার ইঞ্চি গভীরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের আওয়াজ পাওয়া গেল।

'হাক, শুনতে পাচ্ছিস?'

হাকও হাত চালাল এবার। কাঠের কয়েকটা পাটাতন সরে গেল! টম মোম তুলে ধরল, কিন্তু ফাটলের শেষ পর্যন্ত চোখ যায় না যে!

আস্তে নেমে গেল টম। প্রথমে ডাইনে, পরে বাঁয়ে—পিছনে হাক। এইটু ঘুরেই বলে উঠল টম, 'হাক—দেখ, দেখ—'

হ্যাঁ, ধনরত্নের বাক্স মিলল। সঙ্গে আরও কিছু জিনিসপত্র।

অবশেষে হাক চেঁচিয়ে ওঠে, পালিশহীন মুদ্রাগুলো হাতে নাচিয়ে বলে, 'অ্যাই, আমরা বড়লোক রে, টম!'

'হাক, বলেছিলাম না পাবই একদিন এটা! শোন, সময় নষ্ট করার দরকার নেই, চল্ নিয়ে বেরোই এগুলো—দেখি বাক্সটা তুলতে পারি কিনা।'

প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজন বাক্সটার। টম সেটা তুলতে পারলেও নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই তার। 'ঠিকই ধরেছিলাম—এটাকে বইতে ওদের যথেষ্ট কসরত করতে হয়েছে—ছোট থলিগুলো এনে ভালোই করেছি রে।'

টাকাগুলো থলিতে ঢুকে গেল—হাতে হাতে।



'এবার বন্দুকগুলো আর অন্য জিনিসগুলো,' হাক বলল।

'না, ওগুলো থাক। ডাকাতির সময় ওগুলো কাজে লাগাব। এখানেই থাকবে ওগুলো—আমাদের ভৈরবী-চক্রের বৈঠক এখানেই বসবে। দারুণ জায়গাটা, না?'

'কি চক্র?'

'জানি না। তবে ডাকাতদের নাকি এসব চক্র থাকে—আমাদেরও থাকবে। আয় হাক—অনেকক্ষণ আছি এখানে, দেরি হয়ে যাচ্ছে—খিদেও পেয়েছে। ডিঙ্গিতে খেয়ে নেব।'

সাবধানে বেরিয়ে এল ওরা। তীর পরিষ্কার। খাওয়া, সঙ্গে ধূমপানও চলল। সূর্য নামছে পশ্চিমে। ওরা ডিঙ্গি ছেড়ে দিল।

আঁধার নামতে পৌঁছল ওরা।

'হাক, বুড়ী-বিধবার কাঠের গুদোমে টাকাটা রাখব আপাতত। সকালে এসে গোনাগুনতি করব। ভাগও। তারপর জঙ্গলে একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে লুকোবার। দাঁড়া তুই—আসছি আমি, বেন্‌নি টেলারের ছোট্ট গাড়িটা নিয়ে আসি।'

টম অদৃশ্য হল। গাড়ি আনল অল্প পরেই। থলে দুটো চাপিয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে নিল সেগুলো। ওয়েলসম্যানের বাড়ি পৌঁছে বিশ্রাম নিতে থামল। আবার চলতে শুরু করবে এমন সময় ওয়েলসম্যান বেরিয়ে এল—'কে?'

'হাক আর টম সয়ার।'

'হাক, এস আমার সঙ্গে, তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে সবাই। জলদি—আমি গাড়িটা ঠেলে দিচ্ছি। আরে, এ যে বেশ ভারী? কি আছে এতে—ইটপাটকেল না পুরনো লোহালক্কড়?'

'পুরনো লোহা,'—টম বলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

'তাই মনে হচ্ছিল—আমাদের শহরের ছেলেরা এই লোহার পেছনেই ঘুরবে—এর চেয়ে কম সময়ে নিয়মিত কাজে যে বেশি রোজগার, কে বোঝাবে ওদের? এই তো মানুষের চরিত্র! যাক—এস।'

ওরা জানতে চাইল তাড়াহুড়োর কারণটা।

'মিসেস ডগলাসের ওখানে পৌঁছলেই জানবে।'

হাক সন্দিগ্ধ হল, বহুদিন বিনা দোষে তাকে হয়রানি হতে হয়েছে—'মিস্টার জোনস, আমরা কিন্তু কিছু করিনি!'

ওয়েলসম্যান জোনস-এর ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'কি জানি, বাপু—জানি না। তোমাদের সঙ্গে তো বুড়ীর সদ্ভাব আছে।'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

'তাহলে আর ভয়টা কিসের?'

ডগলাস-বুড়ীর ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার আগে সন্দেহ যায়নি তার। দরজার কাছে গাড়িটা ছেড়ে জোনসও ঢুকল। চারদিকে আলোর সজ্জা – গ্রামের সবাই হাজির—থ্যাচাররা, হার্পার, রোজার-পরিবার, পলি-মাসি, সিড, মেরি, যাজক, কাগজের সম্পাদক—কে নেই! সবাই ঝকঝকে পোশাকে। মিসেস ডগলাস ওদের অভ্যর্থনা জানালেন সাদরে। ওদের কাদামাখা চেহারা—পলি-মাসি বিব্রত, টমকে ইঙ্গিত করছেন।

'টম বাড়ি ছিল না, তবে হাক আর ওকে আমার দোরগোড়ায় পেয়ে সঙ্গে নিয়ে এলাম।'

'ঠিকই করেছেন,' বৃদ্ধা বললেন, 'এস বাছা তোমরা আমার সঙ্গে।'

শোবার ঘরে নিয়ে এলেন ওদের—'এবার ধোওয়া-মোছা করে পোশাক পালটাও—নতুন জামা আনিয়ে রেখেছি, মোজাও। পরে দেখ—আমরা নিচে আছি, তোমরা এস।'



৩৪

হাক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'টম, একটা দড়ি পেলে জানালা দিয়ে কেটে পড়া যেত, খুব বেশি উঁচু নয় রে।'

'দুর্, কেটে পড়তে যাবি কেন?'

'ওই হট্টগোলে আমার অভ্যেস নেই, সহ্য করতে পারি না। আমি কিন্তু নিচে যাচ্ছি না।'

'আরে—কিছু না, আমি তো আছি।'

সিড এল হঠাৎ, 'টম, মাসি তোর জন্যে অপেক্ষা করছে কখন থেকে—মেরি তোর ছুটির কাপড়জামা তৈরি রেখেছে, আর সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে। আরে, তোদের জামায় এসব কি—কাদাটাদা ?'

'সিড-সাহেব, তোমার নিজের চরকায় তেল দাও। আর, এই হৈ-চৈয়ের ব্যাপারটা কিসের বল তো ?'

'ডগলাস-বুড়ী পার্টি দিচ্ছে—প্রায়ই দেয়। আজকেরটা ওয়েলসম্যান আর তাঁর ছেলেদের জন্যে, সে-রাতে ওদের সাহায্যের জন্যে। আর তোরা যদি শুনতে চাস তো আরও খবর দিতে পারি।'

'শুনব—কি ?'

'ওয়েলসম্যান আজ একটা চমক দেবেন ঠিক করেছেন, গোপন যদিও ব্যাপারটা—তবে আমি শুনে ফেলেছি মাসিকে যখন বলছিলেন। অন্যেরাও জেনে ফেলেছে—যদিও ওঁদের ধারণা কেউ জানে না। হাককে নিয়েই ব্যাপারটা !'

'কি ব্যাপার ?'

'হাক ডাকাতদের পেছু নিয়েছিল তো—সেই নিয়ে,' সিড তৃপ্তির হাসি ফোটায় ঠোঁটে।

খাবার টেবিলে সবাই উপস্থিত। জোনস মিসেস ডগলাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন—তাঁর ছেলেদের আর তাঁকে এই মর্যাদা দেবার জন্যে, কিন্তু আরও একটা মানুষ ছিল যার সাধুতা—

বলে চললেন তিনি। নাটকীয় ভঙ্গিতে, অভ্যস্ত গলায় হাকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

উত্তরে ডগলাস-বৃদ্ধা বিস্ময় প্রকাশ করলেও হাকের প্রশংসাও করলেন। হাককে থাকার জায়গা আর তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন এ-আশ্বাসও দিলেন। পরে ব্যবসার জন্য টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও।

টমের সুযোগ এল বলার—'তার দরকার হবে না, হাক নিজেই ধনী।'

উপস্থিত লোকেরা অনেক কষ্টে এ মজার কথায় হাসি চেপে রাখল। কিন্তু নৈঃশব্দ্য একটু অন্যরকমের চেহারা নিল। টম বলল, 'হ্যাঁ, হাকের টাকা আছে। আপনারা হয়ত বিশ্বাস করছেন না ব্যাপারটা, কিন্তু ওর অনেক টাকা। না, মুচকি হাসির কিছু নেই, আমি দেখাতে পারি—এক মিনিট—।'

টম ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘরের সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করে। কৌতূহলমিশ্রিত বিস্ময় তাদের চোখেমুখে। হাকের দিকে দৃষ্টি তাদের। হাক নীরব।

'সিড, টমের কি হল বল তো? ছেলেটার কোন-কিছুর মাথামুণ্ডু কোনদিনই বুঝতে পারলাম না! কখনও—'

টম ফিরল, থলে ছুটো টেনে নিয়ে আসতে কষ্ট হচ্ছে তার। পলি-মাসি থেমে গেলেন তাই দেখে। টম টেবিলে পীতাভ মুদ্রাগুলো ঢেলে দিল—'এই যে! কি, বলেছিলাম না! এর অর্ধেক হাকের আর বাকিটা আমার—'

সবাই বিস্মিত, বিমূঢ়। কেউই কোন কথা বলছে না, যদিও এর ব্যাখ্যা চাইছে সকলেই। টম তা দিতে চায়, দেয়ও। কাহিনী দীর্ঘ, কিন্তু আগ্রহের সঞ্চার করে। সবাই চুপ করে শোনে। তার কথা শেষ হলে জোনস বললেন, 'ভেবেছিলাম হাকের ঘটনাটা বলে সভায় একটা চমক দেব, কিন্তু এখন তো দেখছি এ-কাহিনী তাকে ম্লান করে দিয়েছে।'

টাকা গোনা হল। বার হাজার ডলারের কিছু বেশি। সম্পত্তির দিক থেকে এর চেয়ে বেশি অনেকের থাকলেও, নগদ টাকার এই পরিমাণ কেউই আগে দেখেনি।



৩৫

টম আর হাকের এই অপ্রত্যাশিত ধনপ্রাপ্তিতে উৎসাহিত হয়ে ছেলে-বুড়ো সবাই নানান জায়গায় হানা দিল লুকোনো ধনরত্নের খোঁজে। পোড়োবাড়িগুলোও নিস্তার পায়নি। টম আর হাক রাজকীয় অভ্যর্থনা পেতে লাগল—তাদের কথাবার্তায় আগে কেউ গুরুত্ব দিত না, এখন দেয়। ওদের জীবনী দিয়ে স্থানীয় পত্রিকা খবর ছাপল। ওরা টাকার উপর

সুদ পেতে লাগল—যথেষ্টই বলা যায় ওদের পক্ষে। থ্যাচার টমকে অন্য চোখে দেখতে লাগলেন, তাঁর ধারণা—সাধারণ কোন ছেলে তাঁর মেয়েকে ওই গুহা থেকে বের করে আনতে পারত না। টম বেকির হয়ে স্কুলে বেত খেয়েছে, মেয়ের কাছ থেকে শোনার পর থ্যাচার আরও সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লেন তার প্রতি। জর্জ ওয়াশিংটনের সেই টাঙ্গির জন্যে মিথ্যা ভাষণের সঙ্গে তুলনা করলেন টমের এ-ব্যাপারটাকে। থ্যাচার টমকে বড় হয়ে সার্থক আইনজীবী বা মহান সৈনিক হিসেবে দেখতে চান। হাক ফিনও সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল—একে তার প্রচুর অর্থ, তার উপর মিসেস ডগলাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক। বৃদ্ধার পরিচারকেরা তাকে সর্বক্ষণ পরিচ্ছন্ন রাখে, কাঁটাচামচ ব্যবহার করতে হয় তাকে খাবার টেবিলে। পড়তে হয়, গির্জায় যেতে হয়—কথাবার্তা বলতে হয় যথেষ্ট সাবধানে। সপ্তাহ তিনেক কাটার পর একদিন উধাও হয়ে গেল হাক।

বৃদ্ধা বিধবা তল্লাশি চালালেন দুটি দিন ধ'রে—নদীতে নালাতেও খোঁজ করা হল। টম সয়ার তাকে খুঁজে পেল এক পরিত্যক্ত কসাইখানাতে। হাক সেখানে আছে—খাদ্য কিছু উচ্ছিষ্ট, বর্তমানে পাইপমুখে আরাম করছে। অপরিচ্ছন্ন পোশাকপরিচ্ছদে ও এলোমেলো চুলেও হাক সুখী। টম তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে বলল। হাক রাজি নয়—'টম, ফিরে যেতে বলিস না! আমার ওসব পোষাবে না, চেষ্টা করে দেখেছি। বুড়ী লোক ভালো, কিন্তু ওই নিয়মমাফিক কাজকম্ম, লেখাপড়া, আমার চলবে না—না রে। আর ওই গির্জায় গিয়ে উপদেশ শোনা, ধম্মকথা শোনা—ওঃ—একটা মাছিও ধরতে পারি না, কিছু পোষা যাবে না—জুতো পরো—সময় মেনে কাজ করো—ধ্যুৎ।'

'কিন্তু সকলেই তো ওইভাবে চলে, হাক।'

'টম, তাতে কিছু আসে যায় না—আমি 'সকলেই' নই। আর ওই টাকাপয়সা পেয়েও হ্যাঙ্গাম বেড়েছে। তুই—তুই বরং আমার ভাগটাও নিয়ে নে—মাঝে-মধ্যে দু-চার পয়সা দিস।'

'না হাক, তা পারব না আমি। শোন্, ক-দিন গেলেই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাবে সব—ভালো লাগবে।'

'ভালো লাগবে! হ্যাঁ—জ্বলন্ত উনুনে অনেকক্ষণ বসে থাকলে যেমন ভালো লাগে সেইরকম—নারে টম! আমি বড়লোক হতে চাই

না। ওইসব অভিশপ্ত দমবন্ধ-হওয়া বাড়িতেও থাকতে চাই না। আমার এই বনজঙ্গল, নদীনালা আর পিপেই ভালো—গুহা, ডাকাতি—বোকামি হয়েছে এখানে আসা !'

টম দেখল এই সুযোগ—বলল, 'দেখ হাক, বড়লোক হলেও ডাকাতি করা থেকে কেউ রুখতে পারবে না আমায় !'

'পারবে না ! সত্যি বলছিস—মাইরি ?'

'এখানে বসে আছি এটা যেমন সত্যি, ঠিক সেইরকমই। কিন্তু হাক, মানী না হলে তো দলে নিতে পারব না তোকে !'

হাক বিষণ্ণ হল—'পারবি না ? তাহলে জলদস্যু বানালি কি করে আমায় ?'

'সে অন্য ব্যাপার ! জলদস্যুর চেয়ে ডাকাতরা অনেক বেশি কুলীন,—কোথাও কোথাও রাজপরিবারের লোকও থাকে দলে !'

'টম, এই তো সবসময়ে আমার সঙ্গী থেকেছিস—এখন কি আমাকে ছেড়ে দিতে পারবি ? বল্ টম।'

'হাক, আমি তা চাই না, কিন্তু লোকে কি বলবে—টম সয়ারের দলে এমন বাজে লোক ! তোর কি ভালো লাগবে সেটা শুনতে ?' হাক একটুক্ষণ চুপ করে রইল—তার মনে দ্বন্দ্ব—'ঠিক আছে, একমাসের জন্যে বুড়ীর কাছে ফিরে যাচ্ছি। দেখি মানিয়ে নেওয়া যায় কিনা, যদি—যদি তুই দলে নিস আমাকে।'

'নেব—নেব। আয় তো এবার—বুড়ীকে বলি তোর জন্যে কিছু ছাড় দিতে।'

'বলবি টম—বলবি ? আর, কবে শুরু করছিস ডাকাতির কাজটা ?'

'আজই—ছেলেগুলোকে ডেকে আজ রাতেই দীক্ষা সারব।'

'কি করবি ?'

'দীক্ষার কাজ।'

'সেটা কি ?'

'ওই শপথের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো—দলের কথা গোপন রাখা, মরে গেলেও মুখ খুলব না—আর দলের কাউকে আঘাত করলে তাকে ও সেই সঙ্গে তার পরিবারের সবাইকে খতম করব।'

'খাসা টম—খাসা বলেছিস এটা।'

'তাই তো বলি আমি—শোন এই শপথের ব্যাপারগুলো মাঝরাতে করতে হয়—আর জায়গাটা হবে নির্জন, বিদঘুটে পোড়োবাড়ি পেলে তো কথাই নেই, কিন্তু সেগুলো সব তছনছ হয়ে আছে।'

'কিন্তু মাঝরাতের ব্যাপারটা দারুণ, যাই বল টম।'

'হুঁ। আর, মড়ার কফিন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, রক্ত দিয়ে সই।'

'হ্যাঁ—এ একটা ব্যাপার বটে! জলদস্যুর কাজের চাইতেও এ অনেক শক্ত। না, আমি ওই বুড়ীর কাছেই থাকব, আর ডাকাত ধরব—সবার মুখে মুখে রটবে সে-খবর, বুড়ীর কত গর্ব হবে—আমাকে কোন্ অবস্থা থেকে কোথায় এনেছে ভেবে।'

———

ছাপার ভুলের জন্য ৫২ পৃষ্ঠার পর ৫৩ পৃষ্ঠা না হয়ে ৫৭ পৃষ্ঠা হয়েছে। পড়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে না, সব ঘটনা পরপরই আছে।